চরিত্র

মনীশ রায়	ব্যারিষ্টার
রাখাল ভট্টাচার্য	দেবযানীর জুয়াড়ী মাতাল স্বামী
ইন্দ্রনীল	মোটর মেকানিক
পরেশ	(ঐ) সহকারী
হরিসাধন	ব্যবসায়ী
মনোতোষ	ইন্দ্রনীলের বন্ধু
সৌমিত্র	সবিতার দাদা
জ্যোতিশঙ্কর	ধনী ব্যবসায়ী
যতীন	কশ্চিৎ ভদ্রলোক
সুশান্ত	(ঐ)
লাটুবাবু	কশ্চিৎ জুয়াড়ী
মণিরাম	হুণ্ডিওয়ালা
গুণময় ঢোল	নাট্যকার
অপরেশ লাহিড়ী	সাহিত্যিক
বগলা পাকড়াশী	ফিল্ম ডাইরেক্টার
মিঃ মুখার্জী	বিজনেস্ ম্যাগনেট
মিঃ দত্ত রায়	ব্যারিষ্টার
মিঃ চট্টোখণ্ডি	(ঐ)
বিচারপতি	জজ্
রামচরণ	মনীশের ভৃত্য
নর্তক	
দেবযানী (ডলি রায়)	রূপজীবিনী
হৈমবতী	মনীশের বিধবা মা
সুপর্ণা	দেবযানীর কন্যা
সবিতা	(ঐ) বান্ধবী
মিস্ মামেন	হস্টেল সুপারিনটেনডেণ্ট
পিয়ারী	নর্তকী
নর্তকী	

॥ দুটি কথা ॥

'দেবযানী' নাটকটি সম্পর্কে আমার কিছু বলবার আছে।

প্রথমতঃ মৌলিক বলতে যা বোঝায় এ নাটকটি অবশ্যই সে পর্যায়ে পড়ে না। আমার 'উত্তর ফাল্গুনী' উপন্যাসটিরই নাট্যরূপ এই 'দেবযানী'। এবং বলাই বাহুল্য নাটকের প্রয়োজনবোধে মূল কাহিনীর কিছুটা অদল বদল হয়েছে বা করতে হয়েছে আমায় কারণ সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে 'উত্তর ফাল্গুনী'র মত বহু বিস্তৃত কাহিনীকে মঞ্চের স্বল্প পরিধি ও সময় সংকীর্ণতায় সুসংবদ্ধ করতে হয়েছে বলে। তারপরই যে কথাটা আমি বলতে চাই—এই নাটকের মধ্যে কোন 'ইজম্'—কোন বিশেষ মতবাদ বা কোন উপদেশ দেবার প্রচেষ্টা বা কোন প্রকার সাহিত্য শৈলীর পরাকাষ্ঠা বা কৃতিত্ব দেখাবার কোন প্রকার উচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত প্রয়াস নেই।

মানুষের জীবনে যা ঘটে, ঘটতে পারে বা ঘটে থাকে, সেই রকমই একটি কাহিনীকে কেন্দ্র করে কয়েকটি বহুল পরিচিত চরিত্রের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে এই নাট্য প্রচেষ্টার মধ্যে।

মানুষের জীবনে আকস্মিক এক একটা মুহূর্ত যে তার পরবর্তী জীবনে কিভাবে নাটকের সৃষ্টি করে বা করতে পারে এক এক সময়, তাই নিয়েই এই নাটকটি গড়ে উঠেছে।

দেবযানী তেমনি একটি মেয়ে, এই নাটক তারই জীবন নাটক, তাকে কেন্দ্র করেই অন্যান্য চরিত্রগুলি আপন আপন স্বকীয়তায় তার চার পাশে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে।

আরো একটা কথা—আজকের দিনে যখন দেখছি বেশীর ভাগ একাঙ্ক নাটকই লেখা হচ্ছে তখন আমার 'ত্রয়ঙ্কী' নাটকের প্রচেষ্টা কেন।

সে দিক থেকে—আমি পুরাতন পন্থী বলেই, এই আমার জবাব বা কৈফিয়ৎ। সংক্ষিপ্ত মুহূর্তের যে নাট্য সৃষ্টি যেমন একাঙ্কিকা আজকালকার দিনে বেশীর ভাগই—আমার কাছে তার সত্যিকারের সুরটা বেশ ধরা পড়ে না। আরো স্পষ্ট করে বলতে হয়—মনে হয় মনটা যেন ভরলো না।

কিছু যেন বাকী থেকে গেল। নাট্য ভোজনে বসে যেন পেট ভরল না। একথা আমি বলছি যে সব একাঙ্ক নাটক মঞ্চে অভিনীত হয়ে থাকে সেগুলি সম্পর্কেই। নিছক নাট্য সাহিত্যের রস সৃষ্টির ব্যাপারে কিন্তু ঐ মতটি আমার প্রযুজ্য নয়। নাটক পড়ার এক স্বাদ অভিনয়ের অন্য এক স্বাদ।

একটি একক অনুভূতি —রস সৃষ্টি, অন্যটি বহুজনার মধ্যে বসে একাত্ম হয়ে সর্বোতভাবে মঞ্চে অভিনীত চরিত্রগুলোর সঙ্গে রূপ-রস-গন্ধের রসাস্বাদন বা রসোপলব্ধি—দুইটি সুর ও মেজাজ সম্পূর্ণ আলাদা।

তারপর আর একটি কথা—

আজকাল বেশীর ভাগ নাটকেই দেখি একটি বা দুটি মাত্র নারী চরিত্র·· নাটকে একটি বা দুটি নারী চরিত্র থাকবে না বা থাকতে পারে না তা অবশ্যই আমি বলছি না—আবার বক্তব্য যেখানে সাত জনের প্রয়োজন সেখানে কেন জোর করে একটিকেই মাত্র রাখব (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাই দেখি)। এতে করে এই হয়, বহু ক্ষেত্রে ঐ একটি বা দুটি নারী চরিত্র এবং যাদের আনা উচিত ছিল তাদের না আসতে দেওয়ায় অবাঞ্ছনীয় সংলাপ ও ঘটনা এসে ভিড় করে এবং তাতে করে ঐ সব ক্ষেত্রে নাট্যরস জমে উঠতে পারে না এবং কতকটা যেন জোর করেই অনাবশ্যকভাবে নাট্যরস সৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটান হয়ে থাকে। করতে হবে বলেই যেন কিছু করা না হয় এইটুকুই আমার বক্তব্য অবিশ্যি। আমার এই বর্তমান নাটকে অনেকগুলি নারী চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে—এবং এ নাটকটি পড়তে বা অভিনয় করতে যারা যাবেন তারা দেখবেন—অপ্রয়োজনীয় তাদের মধ্যে কেউ নয়। এর প্রতিটি নারী চরিত্রই প্রয়োজনীয় বোধে সংস্থাপিত করা হয়েছে। তাদের আসার প্রয়োজন ছিল বলেই তারা কাহিনীর মধ্যে এসেছে, নাটককে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। একটা কথা, যাঁরা নাটক অভিনয় করবেন তাঁদের মনে রাখা উচিত নাট্যকার অপ্রয়োজনীয়কে বাদ দিয়েই নাটক রচনা করেন।

॥ লেখক ॥

দেবযানী

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

প্রকাশকাল : জানুয়ারী, ১৯৬০

[টাইটেল মিউজিক শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মাইকে সুপর্ণার কণ্ঠস্বরে আবৃত্তি শোনা যাবে :]

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা।

*

॥ ১ ॥

[যবনিকা উত্তোলিত হলো। সময় সকাল। সুপর্ণাদের হোষ্টেলের ভিজিটার্স রুম। দুপাশে বেঞ্চ পাতা। সামনে একটা টেবিলের 'পরে কিছু ম্যাগাজিন। দেওয়ালে ঠাকুর রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের ছবি। খোলা জানালা পথে দূরে হষ্টেল দেখা যায়। বোরখায় আবৃত ডলিবায় বা দেবযানী বসে একটা বেঞ্চের 'পরে। আবৃত্তি পূর্ববৎ মাইকে ভেসে আসবে। এবং সেই আবৃত্তি শোনার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াবে ডলিরায। সুপর্ণার আবৃত্তি চলবে]

পথ প্রান্তে কেন রবো জাগি
ক্লান্ত ধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে।
শুধু শূন্যে চেয়ে রব? কেন নিজে নাহি লব চিনে
স্বার্থকের পথ—

[আবৃত্তি শেষ দুটি লাইনের সঙ্গে সঙ্গে সুপর্ণা এসে ঘরে ঢুকলো। সাধারণ ভাবে শাড়ী পরিহিতা বছর কুড়ি বয়স।]

সুপর্ণা। বসুন, আপনি উঠলেন কেন?

দেবযানী। না, না—ঠিক আছে। তুমি বরং বোস। আচ্ছা সুপর্ণা—

সুপর্ণা। বলুন।

দেবযানী। একটু আগে যে কবিতাটা তুমি আবৃত্তি করতে করতে আসছিলে, নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার, কেন নাহি দিবে অধিকার [আপন মনেই কবিতার চরণটি আবৃত্তি করতে করতে যেন ডলি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়] কেন নাহি দিবে অধিকার, হে বিধাতা—

সুপর্ণা। এবার অনেক দিন পরে আপনি এলেন ?

দেবযানী। [চম্‌কে] য়্যাঁ! হ্যাঁ,—তোমার পরীক্ষা কেমন হলো সুপর্ণা ?

সুপর্ণা। ভালই হয়েছে মনে হয়।

দেবযানী। নিশ্চয়ই। ভাল হবে, ভাল হবে বৈকি! বি, এ, তুমি পাশ করবে। তারপর···

সুপর্ণা। তারপর ?

দেবযানী। হ্যাঁ, তারপর। কিছু তুমি ভাবোনি ? কি করবে ? এম, এ, পড়বে নিশ্চয়ই।

সুপর্ণা। দেখি।

দেবযানী। আচ্ছা, এবারে—এবারে তাহলে আমি আসি কেমন ?
[যেতে উদ্যত হয় দেবযানী। এবং দরজা বরাবর যেতেই মৃদু কণ্ঠে ডাকে সুপর্ণা।]

সুপর্ণা। শুনুন—

দেবযানী। কিছু বলছিলে ?
[সুপর্ণা চুপ করে থাকে, যেন ইতস্ততঃ করে। বলবে কি বলবে না কথাটা]
কিছু বলবে ?

সুপর্ণা। জ্ঞান হওয়া অবধি দেখচি আমি এই মিশনারীদের অনাথ আশ্রমে আছি—আর—আর আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন মধ্যে মধ্যে, কিন্তু জানিনা আপনি কে! কি আপনার পরিচয় আর—আর কেনই বা আপনি

আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন—কখনো আপনাকে আজ পর্যন্ত জিজ্ঞাসাও করিনি কিন্তু—

দেবযানী। মিস মামেন তোমাকে কিছু বলেন নি ?

সুপর্ণা। অনেক দিন আগে একবার বলেছিলেন—

দেবযানী। [ব্যগ্র কণ্ঠে] কি! কি বলেছিলেন তিনি ?

সুপর্ণা। আপনি নাকি আমার মায়ের বান্ধবী ছিলেন ?

দেবযানী। ঠিক। ঠিকই বলেচেন তিনি।

সুপর্ণা। তাই। তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম—

দেবযানী। বল।

সুপর্ণা। আমার মার কোন ফটো কি আপনার কাছে—

দেবযানী। না। কোন ফটো নেই সে অভাগিনীর—

সুপর্ণা। অভাগিনী!

দেবযানী। নয়। তোমার মত মেয়েকে পেয়েও যে পেল না, তোমার মুখ থেকে মা ডাক শুনতে পেল না—

সুপর্ণা। আচ্ছা আগুনে কি আমার মা বাবা দুজনে, দুজনেই পুড়ে মারা গিয়েছিলেন ?

দেবযানী। হ্যাঁ—এক রাত্রে দু'জনেই—[একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে] আচ্ছা—আমি যাই!

সুপর্ণা। আচ্ছা, আমার মা তো হিন্দু ছিলেন কিন্তু আপনি—

দেবযানী। না, না—আমি মুসলমান নই।

সুপর্ণা। তবে—তবে আপনি বোরখা ব্যবহার করেন কেন ?

দেবযানী। যে রাত্রে তোমার মার মৃত্যু হয় তাকে আগুন থেকে বাঁচাতে গিয়ে আমার মুখটা পুড়ে গিয়েছিল—পোড়া মুখ লজ্জায় কোন মানুষের কাছে যে বের করতে পারি না।

সুপর্ণা। ওঃ। আমি, আমি জানতাম না। আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন।

দেবযানী। আমি যাই—[একটু যেন স্খলিত পদেই ঘর থেকে দেবযানী বের হয়ে গেল। সুপর্ণা ধীরে ধীরে এসে জানালাটার সামনে দাঁড়াল। একটু পরে হষ্টেলের দারোয়ান এসে ঘরে ঢুকল।

দারোয়ান। দিদিমনি, আপ হিঁয়া হ্যায়—

সুপর্ণা। কে, দারোয়ান, কি চাই?

দারোয়ান। একঠো বাবু আপকো সাথ্ ভেট্ মাংতে হে দিদিমণি, দেখিয়ে না— স্লিপ্ দিয়া—

[একটা স্লিপ্ এগিয়ে দিল দারোয়ান সুপর্ণার হাতে। সুপর্ণা স্লিপটায় চোখ দিতেই ভ্রূ দুটি তার কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। বলে—]

সুপর্ণা। ঠিক আছে, বাবুকে এখানে এনে বসাও, আমি আসছি।

[সুপর্ণা চলে গেল। দারোয়ানও চলে গেল। এবং একটু পরেই দারোয়ান ইন্দ্রনীলকে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো। ইন্দ্রনীলের বয়স ২৫।২৬ হবে, সুশ্রী চেহারা, কোঁচানো ধুতি ও আদ্দীর পাঞ্জাবী পরিধানে।]

দারোয়ান। বৈইঠিয়ে বাবু। দিদিমণি আতা হ্যায়।

[দারোয়ান চলে গেল এবং একটু পরে কয়েকটা খামের চিঠি হাতে সুপর্ণা এসে ঘরে ঢুকলো। ইন্দ্রনীল তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় সোৎসুক ভাবে এবং নমস্কার জানায়]

ইন্দ্রনীল। নমস্কার।

সুপর্ণা। [হাতের চিঠিগুলো দেখিয়ে] আপনার চেহারা ও বেশভূষা দেখেতো মনে হচ্ছে ভদ্র সন্তান কিন্তু—

ইন্দ্রনীল। কি বললেন?

সুপর্ণা। এত ইতরের মত রুচি কেন আপনার। কি মনে করেন আপনি—

ইন্দ্রনীল। মানে আমি—আমি যাই—

সুপর্ণা। দাঁড়ান। আপনার এই চিঠিগুলো নিয়ে যান—ধরুন

—নিন—[চিঠিগুলো দেয় সুপর্ণা ইন্দ্রনীল ইতস্তত: করে হাতটা বাড়ায়।] নিন। [চিঠিগুলো নেয় ইন্দ্রনীল] মনে রাখবেন একটা কথা, ঘরের বাইরে আজ পুরুষের মত মেয়েদের পা দিতে হয়েছে বলেই তারা অনায়াসলভ্য হয়ে ওঠে নি।

ইন্দ্রনীল। I am really sorry সুপর্ণা দেবী। মানে আমি ভেবেছিলাম—

সুপর্ণা। কি ভেবেছিলেন—দিনের পর দিন আপনি আমার পিছনে পিছনে ঘোরা সত্ত্বেও আপনাকে আমি কিছু বলিনি বলে, আপনার ব্যবহারে আমার সম্মতি আছে। তাই কি?

ইন্দ্রনীল। না, না—মানে—

সুপর্ণা। রাস্তায় মেয়েদের দেখলেই সম্মান দিতে না পারেন দেবেন না কিন্তু অসম্মান করবার দুঃসাহস আপনাদের আসে কোথা থেকে?

ইন্দ্রনীল। আমি তো আপনাকে কখনো কোন কথা বলিনি।

সুপর্ণা। কিন্তু দিনের পর দিন প্রেম নিবেদন করে চিঠি দিয়েচেন। যান—আর কখনো যেন ভদ্রঘরের কোন মেয়েকে এ ভাবে অসম্মান করবেন না। যান—

[মাথা নীচু করে পালিয়ে গেল ইন্দ্রনীল। পিছন থেকে এসে ঘরে প্রবেশ করেন মিস্ মামেন—সাদা শাড়ী ও ব্লাউজ পরিধানে। নিরাভরণা।]

মিস্ মামেন। সুপর্ণা!

সুপর্ণা। সিষ্টার মামেন—

মামেন। ঐ বুঝি সেই ছেলেটি একটু আগে চলে গেল—যে কিছুদিন ধরে তোমাকে বিরক্ত করছিল।

সুপর্ণা। হ্যাঁ, সিসটার মামেন।

মামেন। যাক্ শোন, তোমাকে আমি খুঁজছিলাম—

সুপর্ণা। কেন সিসটার ?

মামেন। কাল যে প্রশ্নটা তোমাকে করেছিলাম, কিছু ভেবেছো, এবারে কি করবে ?

সুপর্ণা। ভাবছিলাম আইন পড়বো।

মামেন। আইন !

সুপর্ণা। হ্যাঁ, আমি তাই ভাবছিলাম।

মামেন। বেশ। আমি তাহলে তাঁকে জানাবো।

সুপর্ণা। [বিস্ময়ে] কাকে জানাবেন ?

মামেন। একটা কথা তোমাকে আজো আমি বলিনি পর্ণা, কিন্তু আজ জানা তোমার হয়ত দরকার। তোমার এখানকার খরচ মিশন কোনদিনই বহন করেনি।

সুপর্ণা। তবে, তবে কে আমার খরচ দিয়েছে ?

মামেন। তোমাব মার ঐ বান্ধবী।

সুপর্ণা। সে কি ? উনি,—উনিই আমার সমস্ত খরচ বহন করে এসেছেন এতকাল ?

মামেন। হ্যাঁ।

সুপর্ণা। তা'হলে আমি এই মিশনে আর সকলের মত মিশনের দয়ায় পালিতা নই ?

মামেন। না।

[ভৃত্য এসে ঐ সময় ঘবে ঢুকলো]

জগু। সিস্‌টার !

মামেন। কি জগু ?

জগু। উপাসনা ঘরে সকলে আপনার জন্য অপেক্ষা করচেন।

মামেন। চল—

[জগু চলে যায়। মিস মামেন তার পিছনে পিছনে অগ্রসর হতেই সুপর্ণা ডাকে]

সুপর্ণা। সিস্টার!

মামেন। [ফিরে] কিছু বলছিলে?

সুপর্ণা। আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। তাঁর ঠিকানাটা আমাকে বলুন।

মামেন। আমি তো তাঁর ঠিকানা জানি না।

সুপর্ণা। আপনি তাঁর ঠিকানা জানেন না?

মামেন। না।

সুপর্ণা। তবে। তবে আপনি কি করে তাঁকে জানাবেন?

মামেন। পরশু তিনি আসবেন বলে গিয়েছেন। কিন্তু তুমি উপাসনায় যাবে না?

সুপর্ণা। হ্যাঁ—যাবো—চলুন—

[দুজনে দরজার দিকে এগিয়ে যায়]

॥ মঞ্চ ঘুরে যাবে ॥

॥ ২ ॥

[রাত্রি। অভিনেত্রী ডলি রায়ের বালীগঞ্জের নিজস্ব বাড়ীর একটি কক্ষ। পরিচ্ছন্ন রুচিসম্মতভাবে ঘরটি সাজান। একধারে একটি কাবার্ড। কাবার্ডের উপরে একটি বাক্স সমেত বেহালা। এক পাশে ফ্লাওয়ার ভাসে এক থোকা ফুল। এককোণে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণের একটি ধ্যানস্থ মূর্তি, ধূপ জ্বলছে। একদিকে খোলা দুটি জানালা ঘরের—দামী নেটের পর্দা ঝুলছে। দুদিকে দুটি দ্বার। সোফার ওপরে বসেছিল ডলি রায়, পরনে দামী সাড়ী, গায়ে দামী গহনা। পায়ে ভেলভেটের চটি। দেওয়ালে টাংগানো একটিমাত্র ফটো। ব্যরিষ্টার মনীশ রায়ের। ডলির বয়স হয়েছে—রগের দুপাশের চুলে পাক ধরেছে। ডলি বসে একটা বই পড়ছিল, পাশেই

তার ষ্ট্যাণ্ড, সুদৃশ্য ঘেরা টোপ ঢাকা বাতি জলছিল। দুটি দ্বারের একটি দ্বার ভিতরে যাবার। অন্য দ্বারটি বহির্গমনের। দরজায় দামী পর্দা। ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাহিরের দরজার পর্দাটা দুলে উঠে।]

ডলি। [চমকে] কে ?

[রাখাল ভট্টাচার্য এসে ঘরে ঢুকলো। বয়েসে প্রৌঢ়। এক মুখ দাড়ি। মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুলের উপর পুরাতন একটা ফেল্ট ক্যাপ। মুখে দীর্ঘ অত্যাচারের চিহ্ন সুস্পষ্ট। পরণে রংজ্বলা ট্রাউজার ও কোট। কোটের কলারটা ওলটানো।]

তু - তুমি ?

[রাখাল বসতে যাচ্ছিল একটি সোফায়। ডলি বাধা দিয়ে বলে।]

বোস না।

রাখাল। [মৃদু হেসে] বসবো না ? বেশ বসবো না ? তোমার দামী সব সোফা সেটি—

ডলি। [কঠিন কণ্ঠে] আবার কেন এসেচো ?

রাখাল। [কুৎসিত হাসিতে মুখটা ভরে যায়।] তুমি কি জানো না প্রিয়ে কেন ঘুরে ঘুরে বার বার আমি আসি তব দ্বারে—

ডলি। [গর্জন করে] চুপ করো।

রাখাল। [পূর্ববৎ কুৎসিত হেসে] চুপ করেই তো আছি প্রিয়ে—আর চুপ করেই থাকবো, শুধু কিছু যদি —[হাত পাতল]

ডলি। এক মাস আগে তোমাকে আমি হাজার টাকা দিয়েচি—

রাখাল। হ্যাঁ, হ্যাঁ—দিয়েচো, দিয়েচো বৈকি। কিন্তু কি করি বল—ফুস্ বলতেই যেন সব ফুরিয়ে গেল —[পকেটে দুহাত ঢুকিয়ে ঝাঁকিয়ে] মাইরি বলচি দেখো,—পকেট একেবারে চিচিং ফাঁক। তাছাড়া জানতো সখি, যা দিনকাল পড়েছে—শালা এক বোতল শ্বেত অশ্ব—চল্লিশ—forty rupees—

ডলি। শোন, তোমাকে আজ আমি স্পষ্টই বলচি। তোমার নেশা আর রেসের রসদ আর তোমাকে আমি জোগাবো না।

রাখাল। যাঃ, ঠাট্টা করছো। কিন্তু মাইরি বলচি—দাঁড়াবার সময় নেই — রিক্সাওয়ালা ব্যাটাকে তোমার সদরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেচি—কোথা থেকে আবার কে দেখে ফেলবে, কি ভাববে—রাত দুপুরে—সহরের অন্যতমা সোসাইটি লেডি, এককালের সুধাকণ্ঠি গায়িকা —অভিনেত্রী সম্রাজ্ঞী ডলি রায়েব প্যালেসের সামনে —একটা কিনা রিকসা—দাও হাজার দুই দিয়ে, চলে যাই—

ডলি। [দৃঢ় কণ্ঠে] না।

রাখাল। মাইবি বলচি। God Promise—ছয় মাসের মধ্যে এ পথ মাড়াবো না।

ডলি। না, দেবো না।

রাখাল। দেবে, দেবে—কেন মিথ্যে অভিনয় করচো। সেই দেওয়াই দেবে—তবু অভিনয়। যাও চট্‌পট্‌ নিয়ে এসো।

ডলি। মিথ্যে সময় নষ্ট করচো তুমি, আমি দেবো না।

রাখাল। নিয়ে এসো, যাও। আহা! আমি তো তোমার পর নই গো। বাইরের জগতে আমাদের সম্পর্ক কিছু না আজ থাকলেও একদা তো এই হাতেই তোমার পাণি-গ্রহণ করেছিলাম [কদর্য হাত দুটো প্রসাবিত কবে]

ডলি। চুপ কবো। কোন সম্পর্কই তোমার সাথে আমার নেই।

রাখাল। আইন তা বলবে না। Hindu marriage act। কিন্তু মা ভৈষী! ভয় নেই। নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। রাখাল ভটচাজ নেমকহারাম নয়—তাছাড়া সে পুরোনো

কাসুন্দী ঘাঁটবার তার ইচ্ছাও নেই সময়ও নেই।

তুমি থাকো রাজেন্দ্রানী
তব বৈভব মাঝে শত সহস্র
বন্দিতা। আমি রবো চিরদিন
অজ্ঞাত, অখ্যাত-তিমিরে,

হ্যাঁ, কেবল মাঝে মাঝে তোমার ঐ দাক্ষিণ্যের হাতটা একটু এই একান্ত অভাজনের প্রতি কৃপা করে প্রসারিত করো—ব্যস্—তাহ'লেই এ দাস জেনো কৃতার্থ রবে চিরদিন—

ডলি। কত চাও!

রাখাল। বললাম তো হাজার দুই—

ডলি। বেশ। দেবো, তবে একটা শর্তে।

রাখাল। শর্তে!

ডলি। হ্যাঁ—আর তুমি এ জীবনে এ মুখো হবে না এই শর্তে।

রাখাল। [অভিনযেব ভঙ্গিতে মৃদু হেসে] জোর করে প্রতিজ্ঞা করানটা কি ভাল, না তাতে বিশেষ লাভ আছে? আজকেব প্রতিজ্ঞা কাল হয়তো থাকবে না। কেন আমাকে আর মিথ্যাবাদী করবে, কিন্তু মাইরী ডলি, গান, অভিনয় হঠাৎ সব ছেড়ে দিলে কেন বলতো? মাঝে মাঝে দেখতে যেতাম, বেশ লাগত। তোমার সেই চন্দ্রমুখী,জাহানারার সেই কথাগুলো যেন কি? দাবানলের মত জ্বলে উঠুন পিতা—

[বাখালের কথার মাঝখানেই বের হযে গিয়েছিল ডলি ঘব থেকে। রাখালেব ব্যাপাবটা হঠাৎ খেয়াল হতেই মৃদু হেসে পকেট থেকে একটা ছোট বোতল বেব কবে খানিকটা নির্জলা মদ চক চক্ কবে গলায় ঢেলে দেয়। মুখটা মুছে পকেটে বোতলটা রেখে আবাব আপন মনেই বলে।].

না, মাগী আমায় ফেরাতে পারবে না। জানতাম। হাজার হোক ইস্তিরী তো—

[হাতে এক তাড়া নোট নিয়ে ডলি এসে ঘরে ঢুকল]

এই যে—এসো, দাও--- [নোটগুলো নিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে] আচ্ছা চলি। thank you - good night.

[রাখাল ঘর থেকে টলতে টলতে বের হ'য়ে গেল। ডলি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ সোফার পরে গিয়ে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে কান্নায় যেন ভেঙে পড়ে। একটু পরে ব্যারিষ্টার মনীশ রায় এসে ঘরে ঢুকল। সুন্দর সুশ্রী চেহারা, পরিধানে স্যুট। চোখে চশমা। ঘরে ঢুকে ডলি বলে ডাকতে গিয়ে ডলিকে কাঁদতে দেখে থেমে যায়। তারপর ধীরে ধীরে পরম স্নেহে ডলির মাথায় একখানি হাত রেখে মৃদু কণ্ঠে ডাকে।]

মনীশ। ডলি! আবার বুঝি এসেছিল ঐ স্কাউনড্রেলটা?

ডলি। [অশ্রুসিক্ত মুখ তুলে কঠিন কণ্ঠে] তোমাকে আমি ঠিক বলে রাখচি মনীশ, আবার যদি ও আসে তো নিশ্চয়ই ওকে আমি গুলি করে মারব।

মনীশ। [মৃদু হেসে] চোদ্দ বছর ধরে ঐ কথা বলে আসচো--এবং যখনই এসেচে টাকাও দিয়েছো—আবার এলেও দেবে—

ডলি। [দৃঢ় কণ্ঠে] না কিছুতেই নয়। ঐ শনির হাত থেকে মুক্তি আমাকে পেতেই হবে।

[মনীশ কোন জবাব দেয় না। মৃদু হেসে এগিয়ে গিয়ে কাবার্ডের 'পর থেকে ভায়োলিনটা নিয়ে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। সুর তোলে। ডলি এসে মনীশের পাশে এসে দাঁড়ায়। মনীশ বাজাতে বাজাতে হঠাৎ থেমে ঘুরে দাঁড়াতেই ডলি বলে।]

কি হলো থামলে কেন?

মনীশ। না। [বেহালাটা রেখে দিয়ে] দেখ ডলি, এভাবে তুমিও শান্তি পাচ্ছ না আমিও পাচ্ছি না। আর কেন, এবারে চল।

ডলি। কোথায় ?

মনীশ। আমার ঘরে।

ডলি। [সবে দাঁড়িয়ে] না, ছিঃ—

মনীশ। কেন একটু আগেই তো বলছিলে এই অপমান, এই লজ্জা থেকে তুমি মুক্তি চাও। দেবী please !
[মনীশ ডলির একটা হাত চেপে ধরে]

ডলি। না মনীশ। তোমার দেবযানী আর যাই করুক না কেন, তোমার ঘরে তার এই কাদামাখা পা নিয়ে এ-জীবনে গিয়ে আর দাঁড়াতে পাবে না।

মনীশ। কিন্তু দেবী সে কাদা মাখা পা দুটি যদি তোমার বুক পেতে নিই।

ডলি। কেন ভুলে যাও তোমার সমাজ আছে, কৃষ্টি আছে, একটা পরিচয় আছে, দেশের একজন শ্রেষ্ঠ আইনজীবি তুমি।

মনীশ। সে পরিচয় আমি কোন দিনই চাইনা তুমি তো জানো।

ডলি। তুমি না চাইলেও আর দশজন সে কথাটা তোমাকে ভুলতে দেবে না। যেমন ভুলতে দেবে না—একদা আমি একজন চিহ্নিত রূপজীবিনী ছিলাম—

মনীশ। [রাগত কণ্ঠে] রূপজীবিনী। রূপজীবিনী—সে পরিচয় যাদের কাছে তাদের কাছে। তুমি আমার কাছে আমার সেই দেবযানীই, আমার প্রথম যৌবনের ভালবাসা—আকাঙ্খা।

ডলি। রাগ করলে কি হবে মনীশ, এ কথাটাতো মিথ্যে নয় যে একদিন নিছক পেটের দায়ে এই দেহটা আর তার রূপ বেচেই আমাকে—

মনীশ। দেবী !

ডলি। সে কলঙ্কের দাগটা তো মুছে দিতে তুমিও পারবে না—আমিও পারবো না—

মনীশ। [আগ্রহভবে দেবযানীব দুটো হাত নিজের মুঠোর মধ্যে ধরে] দেবী, তুমি কি আজও বুঝতে পারো নি, আমার সমস্ত পৃথিবী একদিকে আর তুমি একদিকে।

ডলি। জানি বৈকি। তাইতো ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক যে দেহটা দিয়ে একদিন অনেকের মন ভুলিয়েছি, সেটা আর যার হাতেই তুলে দিয়ে থাকি না কেন তোমার হাতে তো দেবযানী তুলে দিতে পারবে না।

মনীশ। তোমার ঐ দেহটার পরে এতটুকু লোভ নেই আমার —বিশ্বাস করো, আমি শুধু তোমাকে চাই। তুমি আমার ঘরে চল, ঘর আমার ভরে উঠুক—তোমাকে পাওয়ার তপস্যা আমার সার্থক হোক—দেবী—

[নেপথ্যে ঢং ঢং করে রাত বারোটা বাজল। সেই শব্দে চমকে দেবযানী বলে]

ডলি। উঃ অনেক রাত হলো। এবারে বাড়ী যাও।

মনীশ। [ঘনিষ্ঠ হয়ে সামনে এসে] দেবযানী—

ডলি। উঃ কি ঘুম যে পেয়েছে। ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে—

[মনীশ দেবযানীব কাঁধেব 'পবে হাত বেখেছিল, হাত টেনে নিয়ে ধীবে ধীবে ঘব থেকে বের হয়ে গেল। ডলি মনীশের গমন পথের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তাব দুচোখের দৃষ্টি জলে ঝাপসা হ'যে যায়। সে অশ্রু রুদ্ধ কণ্ঠে বলে।]

ডলি। শুধু ঐ টুকু, ঐ টুকুই তো আমার চির অভিশপ্ত জীবনের সম্বল মনীশ, আমি যে আকণ্ঠ নরকের মধ্যে ডুবে থেকেও ঐ স্বর্গের দিকেই তৃষিত নয়নে চেয়ে আছি, কেন তুমি বোঝ না, কেন বোঝ না। [দুই হাতে মুখ ঢাকল]

॥ মঞ্চ ঘুরে যাবে ॥

॥ ৩ ॥

[সময়, রাত্রি। মনীশের বাড়ির দোতলায় উঠবার সিঁড়ির সামনে পারলার। সুসজ্জিত। ঐশ্বর্যের চিহ্ন সর্বত্র সুস্পষ্ট। সিঁড়ি উঠে গিয়ে দোতালায় একটা টানা বারান্দার সঙ্গে মিশেছে। বারান্দায় দোতলার ঘরের দরজায় পর্দা ঝুলছে দেখা যায়। মনীশের গৃহ ভৃত্য প্রৌঢ় রামচরণ, পরিধানে ধুতি ও গায়ে ফতুয়া—নীচের দরজা পথে এসে ঘরে ঢুকলো আপন মনে বক্ বক্ করতে করতে।]

রামচরণ। ছ্যাঃ ছ্যাঃ, এ বাড়িতে মানুষ থাকে। মাঝ রাত পর্যন্ত হা পিত্যেশ করে জেগে থাক—। চুলোয় যাক্—মা জননীকে ডেকে এনেছি, এবারে মা ব্যাটায় বুঝবে। আমি কালই এখান থেকে পাড়ি দিচ্ছি—

[একটা গাড়ী এসে থামবার আওয়াজ পাওয়া গেল বাইরে]

ঐ- ঐ বোধ হয় এলেন। ঠিক আছে আসুন—আজকের রাতটা তো কালই চলে যাচ্ছি—

[পশ্চাৎ থেকে মনীশ এসে ঘরে ঢোকে।]

মনীশ। কোন চুলোয় যাবি ?

রামচরণ। চুলোয় যেতে হবে কেন, ঘর নেই আমার ?

মনীশ। সে কি রে দশ বছর আগে আমার কাছে চাকরি নেওয়ার সময় বলেছিলি না বন্যায় তোর ঘর দোর সব ভেসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—

রামচরণ। গিয়েছেই তো। মিথ্যে বলেচি নাকি ? ঘর বাঁধতেই বা কতক্ষণ ! ঝাড়ে বাঁশ আছে, এখনো গতর আছে—

মনীশ। সঙ্গে গেঁটে বাত আছে, ইদানীং আবার হাঁপানীটাও দেখা দিয়েছে—তারপর আছে আফিং—

[সহসা ঐ সময় দোতলার বারান্দায় হৈমবতী—মনীশের মাকে এসে দাঁড়াতে দেখা গেল। বেঁটে খাটো মানুষটি। বয়স হয়েছে —সাদা একটা গরদের থান পরিধানে। ভিজে চুলের রাশ

অবগুণ্ঠণের একপাশ দিয়ে বুকের পরে নেমে এসেচে। ঐখান থেকেই ডাকলেন হৈমবতী]

হৈমবতী। মনীশ!

মনীশ। [চমকে উপরের দিকে চেয়ে] কে! মা!

[হৈমবতী বারান্দা অতিক্রম করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসেন। মনীশ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে পায়ের ধুলো নেয়।]

মনীশ। তুমি, তুমি, কখন এলে মা?

রামচরণ। বাড়িতে থাকো যে জানতে পারবে। সন্ধ্যার ট্রেনে এসেচেন মা।

মনীশ। [কট্‌মট্‌ করে একবার রামচরণের দিকে তাকিয়ে] একা একা কাশী থেকে এলে মা—একটা চিঠি কেন দাওনি—

হৈমবতী। ঠিক ছিল না তো কিছু, হঠাৎ চলে আসতে হলো—

[রামচরণের নিঃশব্দে প্রস্থান]

মনীশ। হঠাৎ?

হৈমবতী। তুমি নাকি আজকাল বেশীর ভাগ সময় বাড়িতে থাকো না, আদালতেও যাও না—মক্কেলরা এসে এসে ধন্না দিয়ে ফিরে যায়,—রামচরণ তাই ব্যস্ত হয়ে আমাকে কাশীতে চিঠি দিয়েছিল—

মনীশ। রামচরণটা বুঝি ঐ সব বানিয়ে বানিয়ে তোমাকে লিখেছে [বলে রামচরণের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখে সে ঘরে নেই] হতভাগাটা পালিয়েছে—[একটু থেমে] কিন্তু মা, তবু তো ওর ডাকেই তুমি এলে, এত দিন ধরে এত এত চেষ্টা করেও আমি পারি নি তোমাকে আনতে কাশী থেকে। সেই যে আট বছর আগে তুমি আমাকে ত্যাগ করে চলে গেলে—

হৈমবতী। মা কখনো সন্তানকে তার ত্যাগ করে না মনীশ। ও তোমার ভুল ধারণা। এখানে টিকতে আর পারলাম না বলেই চলে গিয়েছিলাম।

মনীশ। কিন্তু মা সেদিন তোমার কথার জবাব দিই নি আজ জবাব দিচ্ছি—তুমিই বল, তোমার নির্দেশে শেষ পর্যন্ত সেদিন যদি সত্যি সত্যিই একজনকে বিয়ে করে নিয়ে এসে মনের মধ্যে কোনদিনই তাকে স্ত্রীর মর্যাদায় স্থান না দিতে পারতাম তবে কি তুমিই সেদিন আমাকে ক্ষমা করতে পারতে?

হৈমবতী। ও সব কথা থাক মনীশ।

[ঠিক ঐ সময় সিঁড়ির ধারে ষ্ট্যাণ্ডের 'পরে রক্ষিত ফোনটা বেজে উঠলো। মনীশ গিয়ে এগিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল।]

মনীশ। হ্যালো, কে? সুখিয়া—কি হ'য়েচে রে? মাঈজী হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছে—হঁ্যা, হঁ্যা— যা'চ্ছ আমি— [ফোন রেখে দিল মনীশ] আমাকে এখুনি আবার একটু বেরুতে হবে মা।

হৈমবতী। কার ফোন। কে ফোন করছিল?

মনীশ। ঐ— ঐ— একজন পরিচিত—আমি যাচ্ছি মা।

[যেতে উদ্যত]

হৈমবতী। [স্থির কণ্ঠে] মনীশ।

মনীশ। [ঘুরে দাঁড়িয়া] কিছু বলছিলে মা?

হৈমবতী। কোথায় আবার এতরাত্রে এসেই চলেছো কথাটা বলতে তোমার নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না।

মনীশ। না। তবে—

হৈমবতী। তবে?

মনীশ। [একটু যেন ইতস্ততঃ করেই] মা—

হৈমবতী। রামচরণ আমাকে যা চিঠিতে লিখেছিল তা সত্যি?

মনীশ। মা।

হৈমবতী। বোধ হয় ডলি রায়ের ওখানেই তুমি যাচ্ছো? আর এতক্ষণও সেখানেই ছিলে? তাই কি?

মনীশ। হ্যাঁ মা। তোমার অনুমানই সত্যি। আমি ডলির ওখানেই যাচ্ছি—

হৈমবতী। কে সে ?

মনীশ। সব কথা তার সম্পর্কে তোমাকে বলবার যদি সত্যই তেমন কোন প্রয়োজন কোন দিন হয় তো সেদিন, নিশ্চয়ই জেনো অকপটেই তোমাকে সব কথা বলবো। কিন্তু আজ তুমি আমাকে ক্ষমা করো।
[যেতে উদ্যত আবার]

হৈমবতী। দাঁড়াও। একথা কি সত্যি--সে একটা অভিনেত্রী, বাজারের বেশ্যা—

মনীশ। [তীক্ষ্ণ কণ্ঠে] মা! [একটু থেমে] সে অভিনেত্রী বটে কিন্তু সে বেশ্যা নয়—এবং এও তোমাকে বলতে পারি সংসারে সে যে কোন সতী নারীর পাশেই দাঁড়াতে—

হৈমবতী। থাম। থাম—তুমি যে এতবড় নির্লজ্জ হতে পারো কখনো এ আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

মনীশ। তার সব কথা যদি তুমি জানতে মা তো এতবড় কথাটা কোন মতেই আজ তার সম্পর্কে উচ্চারণ করতে পারতে না।

হৈমবতী। সেই ভাল। সেই সতীকে নিয়েই তুমি থাক আমি চললাম—[হৈমবতী দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।]

মনীশ। কোথায় যাচ্ছ মা ? শোন—এত বড় অবিচার করো না তুমি, করতে পার না।—মা—

হৈমবতী। তুমি তো জান মনীশ, নোংরামিকে আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি—সর পথ ছাড়—
[রামচরণ ঐ সময় ওদের পাশে এসে দাঁড়ায়]

রামচরণ। মা!

হৈমবতী সরে যা রামচরণ।

রামচরণ। কিন্তু মা এই রাত্রে কোথায় যাবে ?

হৈমবতী। রাস্তায়—সর—

মনীশ। আমি বলচি মা, সত্যিই তুমি আজ তার 'পরে অবিচার করচো।

হৈমবতী। বেশ! যদি কোন দিন সেই সত্য প্রমাণ করতে পারো, আমার সামনে মাথা তুলে এসে দাঁড়াতে পারো, সেদিন নিশ্চয়ই আবার তোমাকে আমি গ্রহণ করবো জেনো।

[কথাটা বলে আর দাঁড়ালেন না হৈমবতী। ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। রামচরণ চেঁচিয়ে ওঠে]

রামচরণ। মা, মা—একি করলে দাদাবাবু, মা যে এখানে এসে জল টুকু পর্যন্ত মুখে দেন নি—

মনীশ। [হঠাৎ হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হ'য়ে রামচরণের গালে ঠাস্ করে একটা চড় কসিয়ে দিয়ে]

বেশ করেচেন—বেরো আমার সামনে থেকে—দূর হয়ে যা।

[মনীশও আর দাঁড়াল না। হন হন করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। হতভম্ব রামচরণ দাঁড়িয়ে থাকে। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়]

॥ মঞ্চ ঘুরে যাবে ॥

॥ ৪ ॥

[সকাল : ইন্দ্রনীলের বাড়ির একটি ঘর। এক পাশে একটা এলোমেলো শয্যা খাটের 'পরে। একধারে একটা টেবিল। একরাশ বই, সিগারেটের টিন, ঘড়ি, এ্যাসট্রে এদিক ওদিক ছড়ানো। ঘরের দেওয়ালে কতকগুলি বিলাতী চিত্র।

পায়জামা ও পাঞ্জাবী পরিহিত ইন্দ্রনীল একটা ক্যামবিসের চেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে চোখ বুজে সিগ্রেট টানছে। পাশেই ছোট টুলের উপরে এককাপ অর্ধভুক্ত চা পড়ে। ভিতরের দিকের দরজায় দামী—অথচ মলিন পর্দা ঝুলছে। খোলা জানালা পথে শহরের ইংগীত। সেই দরজা পথেই হরিসাধন দত্ত এসে ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয়—মাথা ভর্তি টাক—কপালে বৈষ্ণব তিলক। গলাবন্ধ কোটের 'পরে পাকানো উড়নী—চোখে নিকেলের চশমা।]

হরিসাধন। হে হে বিবেচনা করুন, তা ছোটবাবু আছেন নাকি?

ইন্দ্রনীল। [চমকে] কে! ও হরিসাধন বাবু, আসুন, আসুন—

[বগলে ছাতা, পায় ক্যামবিশের জুতো হরিসাধন সন্তর্পনে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে ঘরে এসে ঢুকলো।]

হরি। হে হে বিবেচনা করুন—তাইলে ছোট বাবু আপনি গৃহেই আছেন।

ইন্দ্রনীল। [উপবিষ্ট অবস্থাতেই হাতের সিগ্রেটটা সামনের চায়ের কাপে ফেলে কেবল মৃদু হেসে বলে] হ্যাঁ গোঁসাই, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

হরি। হে হে—তা বিবেচনা করুন—আপনারা হলেন মহৎ রাজা ব্যক্তি—তা করবেন বৈকি, করবেন বৈকি—সুদে আসলে তো পাঁচ বছরের কম হলো না। মনে আছে বোধ হয়—সেবারকার সেই নারী ঘটিত মামলার জন্য—আপনি হাজার সাতেক টাকা আমার কাছ থেকে ধার নিয়েছিলেন।

ইন্দ্রনীল। [নতুন একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে] মনে আছে বৈকি।

হরি। হে হে তা বিবেচনা করুন, মনে রাখবেন বৈকি! কথায় বলে রাজার স্মৃতি শক্তি, একি আর আমরা। তবে হ্যাঁ—এও জোর গলায় বলবো, দুর্জনেরাই

আপনাকে ফাঁসিয়ে ছিল চক্রান্ত করে নচেৎ আপনার মত মহৎ চরিত্র—

ইন্দ্রনীল। না গোঁসাই, সত্যিই মেয়েটাকে আমি জোর করে ধরে নিয়ে এসেছিলাম আমার এই বাড়িতে—

হরি। হে, হে —রসিকতা করছেন।

ইন্দ্রনীল। না, রসিকতা নয় সত্য। কিন্তু যাক সে কথা, আপনি না এলেও দু একদিনের মধ্যেই হয়তো আমি নিজেই আপনার কাছে যেতাম গোঁসাই।

হরি। হে, হে —সে কি কথা। বিবেচনা করুন, একবার ডাক দিলেই যে হাজারবার হাঁটা হাঁটি করতাম।

ইন্দ্রনীল। তা অবিশ্যি করতেন [বলতে বলতে এতক্ষণে উঠে দাঁড়াল] যাক্ গে শুনুন, আপনি তো জানেন এবাড়ির পৈতৃক অংশ আমার একেব তিন ভাগ।

হরি। হে হে—তা আব জানি না। তা বিবেচনা করুন দলিলেব আমিও যে একজন সাক্ষী—

ইন্দ্রনীল। আমার অংশটা আমি বিক্রী করে দিতে চাই। কত দেবেন আপনি বলুন!

হরি। হে হে—তা বিবেচনা করুন, আপনাদেরই তো এককালে নিমক খেয়েচি—অনেয্য কিছু বললে ধর্মে সইবে কেন—নেয্য দামই পাবেন—

ইন্দ্রনীল। তবু শুনি একবার নেয্য দামটা কত হচ্ছে আপনার বিবেচনায়।

হরি। এজমালি সম্পত্তি বুঝতেই তো পারছেন—ঝামেলা কম নয়—তাছাড়া অনেককালের পুরাতন—তা হাজার বাইশ—

ইন্দ্রনীল। কি বলছেন দত্ত মশাই, মাত্র বাইশ হাজার!

হরি। হে, হে—তা বিবেচনা করুন, কি আর আছে—কেবল এক সময় চৌধুরীদের নিমক খেয়েছি বলেই—

ইন্দ্রনীল। নিমকের গুণ যে আপনি গাইচেন সে তো বুঝতেই পারচি গোঁসাই নইলে—যাক গে ওতে কিন্তু হবে না—

হরি। বেশ, বেশ। তা হে হে—বিবেচনা করুন, হাজার হলেও আপনি আমার মনিব পুত্র, মরুক গে, ঐ তেইশ দোব—

ইন্দ্রনীল। উঁহু। ত্রিশ দেন তো দেখুন—

হরি। উরে বাবা মরে যাবো। হে, হে— একবারে বিবেচনা করুন যাকে বলে গলায় পা দিতে চাচ্ছেন যে?

ইন্দ্রনীল। হ্যাঁ, ঐ—ওর কম নয়। সাত হাজাব টাকা আপনার কাছে আমি ধারি - সেটা যা হয়েছে সুদ সমেত বাদ দিয়ে বাকীটা --

হরি। তা বিবেচনা করুন আমি ঐ পঁচিশ পর্যন্ত—

ইন্দ্রনীল। না ত্রিশ—আপনাব না পোষায় আমি অন্য খদ্দের দেখবো।

হরি। হে, হে — বিবেচনা করুন, তা কি হয়—হাজার হোক এ আমার মনিবেব বাস্তু ভিটা, এ কি আমি বেঁচে থাকতে আর কাবোকে দিতে পারি, না হয় কিছু লোকসানই দোব।

ইন্দ্রনীল। লোকসান যে আপনি দেবেন না গোঁসাই তা আমি জানি। আর সে পাত্রও আপনি নন। ইতিপূর্বেই যে অন্য দুই শরিকের কাছ থেকে তাদের অংশটা হাতিয়েচেন তাও আমি জানি—

হরি। হে, হে — কি যে বলেন। তাঁরা যেচে গিয়ে বিক্রী করে দিলেন।

ইন্দ্রনীল। তাঁদেরও যখন আপনি ত্রিশ করে দিয়েচেন আমাকেও তাই দেবেন। তা আপনার সুদে আসলে সেই সাত হাজার কত হয়েচে?

হরি। এই যে, এই যে—সঙ্গেই আছে—[বগলের খাতাটা উল্টে পাল্টে] হে, হে··এই— সতের হাজার দুই শত, পনের আনা দেড় পাই—

ইন্দ্রনীল। বলেন কি গোঁসাই—সাত হাজার সাত বছরে সতের হাজার হয়ে গেল ?

হরি। আজ্ঞে বিবেচনা করুন সুদে আসলে—

ইন্দ্রনীল। বুঝেচি। আপনার খপ্পরে যখন পা দিয়েচি—আসবেন কাল সব খাতা পত্র নিয়ে পরশুই আমি লেখাপড়া করে ফেলতে চাই—

হরি। যে আজ্ঞে—তা হলে বিবেচনা করুন আমি তা হলে আজ—

ইন্দ্রনীল। হাঁ—গাত্রোৎপাটন করুন।

[হরিসাধন দত্ত চলে গেল। ইন্দ্রনীল আপন মনে বলে]

যাক্ গে, মরুক্ গে—স্থির যখন করেচি—[উচ্চ কণ্ঠে] পরেশ—এই পরেশ—

[পরেশ এসে ঢুকলো। কালো গোল গাল নাদুস নুদুস চেহারা—বোকা বোকা মুখের ভাব। পরনে ধুতী গেঞ্জী ও কাঁধে একটা ধবধবে তোয়ালে। ভুল ইংরাজী বলা পরেশের যখন তখন যেন একটা ব্যাধি।]

কাল রাত্রে কি বলেছিলাম মনে আছে তো ?

পরেশ। আজ্ঞে না তো—forgot !

ইন্দ্রনীল। বেশ। তা হলে আবার শোন, 'পরশু এ বাড়ি বিক্রী হয়ে যাচ্ছে এবং পরশুই আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি —অতএব তুমি শ্রীমান পরেশচন্দ্র অন্যত্র কোথায় একটা চাকরি বাকরি দেখে নাও। এবারে আর forgot করো না, বুঝেছো।

পরেশ। আজ্ঞে understand! কিন্তু service আমাকে কে give করবে?

ইন্দ্র। আর চাকরির তোমার দরকারটাই বা কি দেশের ছেলে দেশে চলে যাও না।

পরেশ। ওরে বাবা—সেখানে dangerous Lady Her Excellency the Lady জগন্নাথ আছে না—

ইন্দ্র। লেডি জগন্নাথ। সেটি আবার কে?

পরেশ। আমার maternal uncle যের wife। তার এক হাতে লাঠি অন্য হাতে broom stick! all the time—

ইন্দ্র। তোর মামা আছে না?

পরেশ। নেই! আছে বৈকি একেবারে নেংটি ইঁদুরটি হয়ে আছে।

ইন্দ্র। বলিস কি।

পরেশ। নয়তো কি। Poor সেই gentlemanটিকে একবার Sit করাচ্ছে একবার Stand করাচ্ছে—handয়ে broom stick নিয়ে—

ইন্দ্র। তবে তো মুস্কিল হলো!

পরেশ। কেন মুস্কিলটা কি। আপনি তো গ্যারাজ কারখানা খুলচেন সেখানেই আমি work করবো।

ইন্দ্র। সেখানে work করবি?

পরেশ। হ্যাঁ—আমিতো ও সব যন্ত্রপাতি খুব know! আর যেগুলো Know করি না, সেগুলো আপনার কাছ থেকে Know করে নেবো।

[ইন্দ্রনীলের বন্ধু মনোতোষ এসে ঘরে ঢুকলো, সিগ্রেট টানতে টানতে। ধুতি ও সার্ট পরিধানে]

মনোতোষ। কি Know করবে হে পরেশচন্দ্র!

পরেশ। আজ্ঞে যন্ত্রপাতি।

মনোতোষ। যন্ত্রপাতি—কিসের! তা বেশ know করো অখন—আপাততঃ এক কাপ গরম গরম চা bring কর তো দেখি—

পরেশ। এখুনি going আর coming। দাদাবাবু, আপনি tea।

ইন্দ্রনীল। না।

[মনোতোষ চেয়ারে বসতে বসতে বলে]

মনো। শ্রীমান পরেশের শুদ্ধ ইংরাজী দিবারাত্র শুনতে শুনতে তোর মাথা ধরে না যায় ইন্দ্রনীল ?

ইন্দ্রনীল। ধরতো কিন্তু এখন আর ধরে না। কারণ একবার চেষ্টা করেছিলাম ওকে ইংরাজী ছাড়াতে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পাঞ্জাবী ড্রাইভার হীরা সিংয়ের কাছে পাঞ্জাবী ভাষা রপ্ত করতে শুরু করে দিল --

মনো। বলিস কি রে ?

ইন্দ্রনীল। হ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গে বলতে হলো বাবা পরেশচন্দ্র তুমি ইংরাজীই বল, পাঞ্জাবী থাক।

[বলতে বলতে দুই বন্ধু হেসে ওঠে]

মনো। তারপর ইন্দ্র, তোর সুপর্ণার খবর কি ? বলেছিলি যে এক মাসের মধ্যেই তাকে জয় করে নিবি ?

[ম্লান একটু হাসে ইন্দ্রনীল]

হাসলি যে ?

ইন্দ্রনীল। ও কথা থাক।

মনো। বাজি তাহলে হারলি বল ?

ইন্দ্রনীল। হারলাম।

[পরেশ চা নিয়ে ঘরে ঢুকে মনোতোষের হাতে চা দিয়ে বের হ'য়ে গেল]

মনো। তোর ব্যাপার স্যাপার কি বলত! আড্ডাতে যাস্ না, বারেও যাস না, গোকুল যে একেবারে অন্ধকার বাবা।

ইন্দ্র। ভাল লাগে না।

মনো। বলিস কি, রাতারাতি একেবারে নিরামিশাশী যে?

ইন্দ্র। মাংসাশী তো অনেক দিন ছিলাম এবারে কিছু দিন নিরামিশই দেখি না!

মনো। উহুঁ। এ যে বৈরাগ্যের লক্ষণ!

ইন্দ্র। না রে—বৈরাগ যোগ কঠিন য়ুধো, হাম না করব হো:

মনো। তবে, সত্যি সত্যি মেয়েটার প্রেমে পড়ল নাকি!

ইন্দ্র। বোধ হয়—

মনো। বলিস কি ধমকানী খেয়ে প্রেম!

ইন্দ্র। সে যাক্ শোন্, তোকে যে একটা জায়গা দেখতে বলেছিলাম--

মনো। সত্যি, সত্যিই তুই গ্যাবাজ করবি নাকি?

ইন্দ্র। তবে কি মিথ্যে, শোন, পরশুই এবাড়ি বিক্রী হয়ে যাচ্ছে—

মনো। বাড়ি বিক্রী করে দিচ্ছিস?

ইন্দ্র। নচেৎ টাকা পাবো কোথায়। তাছাড়া ধারতো কম জমে ওঠে নি—পরেশের কথায় এবারে তাই সব clear করে দিয়ে একেবারে নতুন জীবন শুরু। চৌধুরী বংশের যে নেশা জন্মসত্বে এই দেহের রক্তের মধ্যে জড়িয়ে ছিল তা থেকে আজ আমার মুক্তি চাই। তারপর—

মনো। তারপর?

ইন্দ্র। তারপর—জীবিকার্জনের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করবো। দুমুঠো অন্নের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করবো।

মনো। পারবি ?

ইন্দ্র। কেন পারবো না। নিশ্চয়ই পারবো—

[বলে আবৃত্তি শুরু করে]

মাটির পৃথিবী পানে আঁখি মেলি যবে
দেখি সেথা কল কলরবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগ যুগান্ত হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে
জীবনে মরণে

[ক্রমশঃ মঞ্চের আলো ধীরে ধীরে কমে আসে। আবছায়া অন্ধকারে ইন্দ্রনীলের আবৃত্তি শোনা যায় শুধু]

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল ;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে পাকা ধান কাটে—

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায় একেবারে, আবৃত্তি তখনো শোনা যায়]

ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে,

॥ মঞ্চ ঘুরে যাবে ॥

॥ ৫ ॥

[রাত্রি। সুপর্ণার কলেজের সহপাঠিনী ও বান্ধবী সবিতাদের বাড়িতে তার নিজস্ব ঘর। ঘরের আসবাবপত্রে সর্বত্র প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট। পশ্চাৎ দিকের দেওয়ালে একটি কাচের সার্সি বসানো জানালা। জানালার দুই প্রান্তে দামী

নেটের পর্দা টানা রয়েছে। পাশেই একটি দ্বার। দামী পর্দা ঝুলছে। একটি জানালার গা ঘেষে দেওয়ালে ষ্ট্যাণ্ডের পরে একটি রেডিও সেট। তার পাশে, ধ্যানস্থ একটি বুদ্ধের মূর্তি। অন্যদিকের টেবিলের 'পরে খাতা পত্র—বই। দুটো চেয়ারে বসে দুজনে গল্প করছে।]

সবিতা। তাহলে এম, এ, আর ল এক সঙ্গেই পড়বি ঠিক করেছিস ?

সুপর্ণা। [হাতে একটা বই পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে] ঠিক করিনি তবে সেই রকমই ইচ্ছা আছে। এখন শেষ পর্যন্ত হ'য়ে উঠবে কিনা—

সবিতা। কেন, সেই তোর মায়ের বান্ধবী ভদ্রমহিলা কি কিছু বলেচেন ?

সুপর্ণা। তাকে তো কথাটা জানাতেই আমি নিষেধ করে দিয়েচি মিস্ মামেনকে।

সবিতা। কেন ?

সুপর্ণা। কেন আবার কি। আর তাঁর সাহায্য নেবো না তাই—

সবিতা। [বিস্ময়ে] সে কি! কেন রে ?

সুপর্ণা। সে তুই বুঝবি না সবিতা।

[বন্ধ কাঁচের সার্সির অন্যদিকে বিদ্যুতের ঝলকানী দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে মেঘের ডাক]

সত্যি সবিতা, নিজের কথা ভেবে এক এক সময় এমন বিচিত্র লাগে। শিশু বয়সে মা আর বাবা এক সঙ্গে এক রাত্রে আগুনে পুড়ে মারা গেল অথচ সেই ঘরে থেকে আড়াই বৎসরের শিশু আমি নাকি বেঁচে গেলাম—

সবিতা। সত্যিই আশ্চর্য!

সুপর্ণা। আশ্চর্য নয়। একটা স্ফুলিংগও নাকি গায়ে লাগলো

না আমার। তারপর কোথা থেকে এলেন মায়ের বান্ধবী, এক মহিলা, এসে তিনি তুলে দিলেন মিস্ মামেনদের অনাথ আশ্রমে। সেইখানেই আর দশটি অনাথ শিশুদের সঙ্গে একত্রে পালিত হলাম --

সবিতা। সত্যি ভাই তাকে আমি কোনদিন দেখিনি, তোর মুখে শুধু তার কথা শুনেচি, কিন্তু তাঁর কথা ভাবলে আপনা হতেই মাথাটা যেন শ্রদ্ধায় নুইয়ে আসে।

সুপর্ণা। কিন্তু কোথা হ'তে এ মমতা এলো তার বলতে পারিস! এক ধর্ম নয়, এক জাত নয়—শুধু মাত্র বান্ধবী। কই আমার জন্য তাঁর প্রাণ যেমন কেঁদে উঠেছিল সেদিন—আর কারো জন্যই তো তেমনি করে প্রাণ তাঁব কাঁদেনি আজ পর্যন্ত; জগতে কি তাঁব কাছে আমিই একমাত্র ও শেষ অনাথ শিশু—

সবিতা। কি যে বলিস!

সুপর্ণা। সেই—সেই কথাটাই তাকে আমি একবার দেখা হলে জিজ্ঞাসা করবো। যাক্—হ্যাঁ আমি স্থির করেচি আমার নিজের দায়িত্ব এবাবে আমি নিজেই নেবো--- [হাত ঘড়িব দিকে চেয়ে] উঃ অনেক রাত হয়েচে, বাত দশটা—এবাবে উঠি—

সবিতা। [চমকে] কি বললি রাত দশটা। দাঁড়া, দাঁড়া— আজ রেডিওতে ঠিক বাত দশটায় এমাসের গানে তার গানের রেকর্ড বাজানো হবে—

[সবিতা উঠে গিয়ে বেডিওব চাবী ঘুবাতে থাকে। সুপর্ণা বিস্ময়ে এগিয়ে গিয়ে শুধায়।]

সুপর্ণা। কার গানের রেকর্ড?

সবিতা। [মৃদু রহস্যপূর্ণ হেসে] কার আবার, নিঃশব্দচারী তোর সেই মুগ্ধ স্তাবকটির। সেই—

[সবিতার কথা শেষ হলো না। রেডিওতে ঘোষণা শোনা গেল। আকাশবাণী, কলকাতা। এ মাসের গান। রচনা সুর ও গেয়েছেন ইন্দ্রনীল চৌধুরী। এ মাসের গান শোনা গেল।]

॥ গান ॥

আজ শ্রাবণ রাতের আকাশ জুড়ে
যখন মেঘের আনা গোনা।
তোমার দেখা পাবো বলে
পথেই আমি এলাম চলে
কখন জানিনা আনমনা ॥
জানি আমার এ গানখানি
তোমার কাছে পৌঁছেনি—
জানি, জানি এ শুধু মোর,
মিথ্যে আশার দিন গোনা ॥
সিক্ত যূঁথির মাল্যখানি
রেখে গেলাম তোমার দ্বারে
করুণ নিবেদনে অশ্রু আমার
তোমার তরে।

[গান শেষ হতেই সুপর্ণার যেন হঠাৎ চমক্ ভাঙে। ঠিক ঐ সময় আবার কাঁচের সার্সিপথে বিদ্যুতের সোনালী ইসারা লকলকিয়ে ওঠে। মেঘের ডাক শোনা যায়]

সুপর্ণা। সত্যি, অনেক রাত হলো, আজ আমি চলি ভাই—
[এগিয়ে যায় দরজার দিকে]

সবিতা। তুই কি ক্ষেপে গেলি নাকি সুপর্ণা, কি ভীষণ বৃষ্টি আসচে বাইরে দেখেছিস। এই ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে কোথায় যাবি ?

স্পর্ণা। উপায় নেই ভাই, তুই তো জানিস আমাদের হোষ্টেলের নিয়ম। তাছাড়া মিস্ মামেন কি রকম Strict principle এর লোক।

সবিতা। তাই বলে এই দুর্যোগ মাথায় করে—দাঁড়া, আমি না হয় হোষ্টেলে একটা মিস্ মামেনকে ফোন করে দিচ্ছি—

স্পর্ণা। না, না -তিনি মুখে সম্মতি দিলেও মনে মনে অসন্তুষ্ট হবেন। তাছাড়া খানিকটা গেলেই তো বড় রাস্তায় বাস পেয়ে যাবো—

[স্পর্ণার কথা শেষ হলো না। বর্ষাতি গায়ে সর্বাঙ্গ সিক্ত সবিতার দাদা সৌমিত্র এসে কথা বলতে বলতে ঘরে ঢুকলো]

সৌমিত্র। বন্ধ, বন্ধ—সব বন্ধ। বাস্ ট্রাম মায় রিকসা পর্যন্ত। জল, জল, আর জল—[গায়ের বর্ষাতিটা খুলতে খুলতে] সারা শহর বলতে গেলে জলমগ্ন।

[গায়ের বর্ষাতিটা চেয়ারের উপরে রেখে দেয় সৌমিত্র।]

সবিতা। একি ব্যাপার দাদা? গাড়ি নিয়ে বের হয়েছিলে না? এত ভিজলে কি করে?

সৌমিত্র। ভিজলাম কি করে? মধ্য কলিকাতা যে জলে ভাসচে থৈ থৈ করে।

সবিতা। ওদিকে খুব বৃষ্টি হয়েচে বুঝি?

সৌমিত্র। বৃষ্টির খবর পরে জানলেও চলবে—আপাততঃ এক কাপ্ চা করে আন দেখি—না, না—কফি—কফি নিয়ে আয়। ইচ্ছা করলে অবিশ্যি তোর নিজের জন্যও এক কাপ করে আনতে পারিস—

সবিতা। ও খুব যে বদান্যতা—স্পর্ণা কফি খাবি নাকি?

স্পর্ণা। কিন্তু ভাই আমি এখন না বেরুলে—

সৌমিত্র। বলেন কি! আপনার মাথা টাথা খারাপ হ'য়ে গেল

নাকি। বাইরে গিয়ে একবার দেখে আসুন—আকাশেব কি অবস্থা--হষ্টেলে গিয়ে পৌঁছালেও আজ রাত্রে কোন মতে, সকালেই তারা আপনাকে নির্ঘাৎ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে।

সবিতা। ও বলে তবুও যেতেই হবে দাদা, আমার কথায় তো কান দিচ্ছে না, এখন তুমি বলে দেখো—

[সবিতা ঘর থেকে বের হ'যে গেল]

[সুপর্ণা জানলার সামনে এগিয়ে যায়, বাইরে তখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সৌমিত্র এগিয়ে আসে পাশে]

সৌমিত্র। সুপর্ণা দেবী!

সুপর্ণা। কিছু বলছিলেন? [ঘুরে দাঁড়াল সুপর্ণা]

সৌমিত্র। অনেক দিন থেকেই একটা কথা বলবো বলবো ভেবেচি কিন্তু সুযোগ আসে নি, মুহূর্তও আসে নি, বলাও হয় নি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আমার ভাগ্য বিধাতা যেন সেই দুর্লভ মুহূর্তটিই আজকেব এই দুর্যোগ রাত্রির মধ্য দিয়ে আমাব সামনে এনে দিয়েচেন, তাই আজ যদি না বলিতো—আর বলাই হয় তো হবে না—

সুপর্ণা। কিন্তু সৌমিত্র বাবু—

সৌমিত্র। [হাত বাড়িয়ে দেয়] আজ তো কিন্তু নয় সুপর্ণা, আজ তোমার সম্মতিই যে চাই আমি। শুধু বলো, আমার আশা দুবাশা নয়—[হাতটা ধরে সুপর্ণার]

সুপর্ণা। তা হয় না সৌমিত্রবাবু, তা হয় না—

সৌমিত্র। কেন, কেন হয় না সুপর্ণা! [হাত ধরে আবেগ ভরে] বল, বল সুপর্ণা, বল।

[ঠিক ঐ সময় সৌমিত্রের বাবা এ্যাডভোকেট জ্যোতিশঙ্কর অতর্কিতে এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। পরনে পায়জামা ও কিমনো, মুখে পাইপ।]

জ্যোতি। সৌমিত্র—

[দুজনে অকস্মাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।]

এ ঘর থেকে যাও, ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমার কয়েকটি কথা আছে।

সৌমিত্র। বাবা।

জ্যোতি। যাও, এ ঘর থেকে।

সৌমিত্র। কিন্তু বাবা।

জ্যোতি। বেশ। তবে থাক। [সুপর্ণার দিকে চেয়ে] দেখো সুপর্ণা, আমার মেয়ে সবিতার সঙ্গে তুমি এক সঙ্গে পড় বলে তার সঙ্গে মিশতে আমি কখনো তোমাকে বাধা দিই নি। আমার বাড়িতে আসতেও তোমাকে নিষেধ করি নি। সাধারণ সৌজন্যবোধ আমার আছে। দরিদ্রকে আমি ভিক্ষা দিই—

সৌমিত্র। [তীক্ষ্ণ কণ্ঠে] বাবা!

জ্যোতি। হ্যাঁ, দরিদ্রকে আমি ভিক্ষা দিই কিন্তু তাকে আমি সমান পংক্তিতে আমার সঙ্গে কোন দিনই বসতে দেবো না। তাছাড়া ভুলে গেলে কি করে মিশনারীদের অনাথ আশ্রমে মানুষ হয়েচো তুমি, হয়তো ভাল করে খোঁজ করে দেখতে গেলে দেখা যাবে, মা বাপের যে পরিচয়টা তোমার নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তার সবকিছুতেই একটা নোংরামী আর—

সুপর্ণা। [তীক্ষ্ণ কণ্ঠে] চুপ করুন। থামুন, থামুন আপনি।

[ইতিমধ্যে সবিতাও এসে ঘরে ঢোকে]

জ্যোতি। কেন, কেন থামবো, একটা পথের কুকুর dustbinয়ের আবর্জনা—তুমি আমার ছেলের দিকে হাত বাড়াতে চাও।

সবিতা। বাবা!

জ্যোতি। Get out ! I say get out of my house !

সুপর্ণা। কি বলবো আপনি আমার পিতৃতুল্য—নচেৎ আপনার ঐ কথার উচিৎ জবাব আমার কাছ থেকে আপনিও পেতেন আজ—[উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকে সুপর্ণা]

সবিতা। সুপর্ণা ! বাবা—

সুপর্ণা। তবে এইটুকুই বলে যাচ্ছি, সুপর্ণা দরিদ্র হতে পারে ভাগ্যহীনা হতে পারে, অনাথ আশ্রমে মানুষও হ'তে পারে কিন্তু পৃথিবীতে বাঁচবার আপনাদেব আর দশ জনের মতই তারও অধিকার আছে ! এবং সে আপনাদের কারো চাইতে ছোট নয়, ছোট নয়।

[সুপর্ণা ঝড়েব মতই বেব হয়ে গেল]

সবিতা। বাবা, একি করলে বাবা, একি করলে, তুমি জাননা ওকে —

জ্যোতি। জানি। আর জানি বলেই কথাটা ওকে আজ জানিয়ে দিলাম। আর তোমরাও কথাটা মনে রেখো।

[জ্যোতিশংকব ঘব থেকে বেব হয়ে গেলেন]

[ঝড়েব তাণ্ডব বেড়ে ওঠে। বাইরে মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে]

সৌমিত্র। সবিতা—

সবিতা। এখনো—এখনো তুমি দাঁড়িয়ে আছো। এই তোমাদেব পুরুষদের ভালবাসা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ –

[সবিতা ঝড়ের মতই ঘব থেকে বের হয়ে গেল।]

॥ যবনিকা ॥

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

॥ ১ ॥

[যবনিকা উত্তোলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে ঝড় বৃষ্টির তাণ্ডব চলেছে। ইন্দ্রনীলের মোটর গ্যারাজ ও ওয়ার্কশপের একাংশ। বাইরে দূরে রাস্তা দেখা যাচ্ছে। এক পাশে কিছু মোটরের যন্ত্রপাতি। মোটরের চাকা, জ্যাক ইত্যাদি। মধ্যবর্তী দরজা পথে ওয়ার্কশপের অন্য একটি অংশ দেখা যায়। একপাশে একটা টুলের 'পরে ইন্দ্রনীল বসে। মুখভর্তি দাড়ি, রুক্ষ মাথার চুল, পরিধানে একটা খাকী তেল কালি মাখা পুরাতন প্যাণ্ট ও গায় অনুরূপ একটা সার্ট। অদূরে একটা বাক্সর উপর বসে পরেশ। পরেশের বেশভূষাও অনুরূপ।]

ইন্দ্রনীল। পরেশ!

পরেশ। দাদাবাবু!

ইন্দ্রনীল। কিছুই তোর কাছে নেই, না?

পরেশ। না।

ইন্দ্রনীল। [হঠাৎ রুক্ষ কণ্ঠে] তা থাকবে কোথা থেকে! তখন একশবার বললাম দেশের ছেলে দেশে চলে যা। থাক এখন উপোষ করে—

পরেশ। আপনি এত ব্রেক ডাউন হচ্ছেন কেন? এ কারখানা ঠিক একদিন go করতে শুরু করবে।

ইন্দ্রনীল। হ্যাঁ, go যে করবে সেতো বুঝতেই পারচি। চার মাসে পনের টাকারও কাজ হয়নি—

পরেশ। তারপর যখন work আসতে শুরু করবে—হু হু করে flood য়ের মত সব drown করে দেবে—অত think করেন কেন আপনি বলেন তো! এটা হচ্ছে নতুন কারখানা সবাই know করবে তবে তো?

[ইন্দ্রনীল আর বাক্যব্যয় করে না। টেবিলের উপর থেকে

একটা ইংবাজী বই তুলে নিয়ে আলোয় সেটার পাতা উল্টাতে থাকে। এমন সময় রুমাল মাথায় ভিজতে ভিজতে দু'জন এসে ঢোকে। যতীন আর সুশান্ত। দুজনেরই পরিধানে স্যুট। তাব মধ্যে যতীন আবাব বেশ মদ্য পান করেছে। দু'জনে ভিতরে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাতে থাকে। ইন্দ্রনীল তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়।]

ইন্দ্রনীল। কি চান ?

যতীন। [জড়িত কণ্ঠে] সুপর্ণা গ্যারেজের তু-তুমিই কি মা-মালিক নাকি ?

ইন্দ্রনীল। হ্যাঁ--

সুশান্ত। মেকানিজম কিছু জানা আছে ?

ইন্দ্রনীল। কি হয়েছে ?

যতীন। হবে আবার কি ? জলেব মধ্যে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। নট নড়ন চড়ন নট কিচ্ছু ?

ইন্দ্রনীল। গাড়িটা কোথায় ?

যতীন। বড় রাস্তায় এক হাঁটু জলে নিমজ্জমান ?

সুশান্ত। মনে হচ্ছে কারবুরেটারে জল গেছে।

ইন্দ্রনীল। ঠেলে আনা যাবে না এখানে ?

যতীন। কে ঠেলবে বাবা। এই সুশান্ত—কেন এই মাঝ রাত্রে ঝামেলা করচিস বাবা, ও তোর মান্ধাতা আমলের শেভরলে—একটা রাত জলে ভিজলেও বেশী কিছু আর বিগড়োবে না। তার চাইতে ওদের বল একটা ট্যাক্সী যদি ডেকে দিতে পারে—

ইন্দ্রনীল। আপনারা একটু বসুন। [ভাঙা চেয়াবটা এগিয়ে দেয় ইন্দ্রনীল] আমি একবার দেখে আসি আপনাদের গাড়িটা। [টেবিলের উপর থেকে কয়েকটা যন্ত্রপাতি নিয়ে] এই পরেশ, টর্চটা কোথায় দে—

[পরেশ একপাশ থেকে একটা টর্চ এনে ইন্দ্রনীলের হাতে দিতে—ইন্দ্রনীল সেই ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই বের হ'য়ে গেল। যতীন চেয়ারটায় বসে পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেটটা বের করে একটা সিগ্রেট ধরায়। সুশান্ত একটা বাক্সের উপর বসে।]

সুশান্ত। দে, একটা সিগ্রেটই দে— [হাত বাড়ায় যতীনের দিকে [সমানে বাইরে বৃষ্টি হতে থাকে। যতীন সিগরেট দেয় একটা সুশান্তকে। কিন্তু সুশান্ত চেষ্টা করেও দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাতে পারে না। একটার পর একটা নিভে যায়।]

যতীন। কি হলো ধরচে না?

সুশান্ত। নাঃ [ছুঁড়ে ফেলে দেয় দেশলাইয়ের বাক্সটা] দূর ছাই—ওহে [পরেশকে] কি নাম তোমার?

পরেশ। Telling আমাকে?

সুশান্ত। কি বললে? কি ভাষা বাবা?

পরেশ। ইংরাজী কি know করেন না?

সুশান্ত। কি বললে ইংরাজী! আমি ভাবলাম বুঝি পুস্তু ভাষায় কথা বলচো?

পরেশ। No Sir! ইংরাজী। তবে পুস্তু ভাষাও আমি জানি-

সুশান্ত। জানো?

পরেশ। আজ্ঞে শুনবেন—খাবি তো—খাবিস্ না খাবিতো না খাবিস্।

সুশান্ত। থাক্ থাক্, তা ওটা বুঝি তোমার mother tongue? মানে ইংরাজীটা মাতৃভাষা বুঝি তোমার?

পরেশ। [এক গাল হেসে] আজ্ঞে না। আমি তো বেংগলী।

সুশান্ত। তবে ঐ ভাষায় কথা বলচো কেন?

পরেশ। কেন Sir! ইংলিশ ভাষা তো good! সম্মানকর মানে respectable! সবাই ইংলিশ ভাষায় talk করে।

যতীন। [এক গাল ধোঁয়া উদগীরণ করে] ওরে সুশান্ত—উনি হচ্ছেন

সেই বংকিমের চন্দ্রশেখরের সাহেব—টুমি কলা খাইবে মুখপোড়া ?

[ভিজতে ভিজতে ঐ সময় ইন্দ্রনীল এসে ঘরে ঢুকল।]

ইন্দ্রনীল। হয়ে গেছে স্যার, যান—

যতীন। ষ্টার্ট নিয়েছে গাড়ি ?

ইন্দ্রনীল। হ্যাঁ, ডিসট্রিবিউটারে জল ঢুকেছিল। তবে গাড়ি আপনার ট্রাবল দেবে, plug য়ে তেল উঠছে—

যতীন। শ্যামবাজার পর্যন্ত যাবে তো ?

ইন্দ্রনীল। তা যাবে। তবে Vulve grinding অন্ততঃ করে নিন তাড়াতাড়ি—

সুশান্ত। এখন চলতো যতীন। ঠাণ্ডায় যে জমে গেলাম—

যতীন। কত দিতে হবে তোমাকে ?

ইন্দ্রনীল। যা খুশি দিন।

যতীন। [দশ টাকার একটা নোট বের করে] নাও—চল সুশান্ত—

[দুজনে বের হয়ে গেল। পরেশ উঁকি দিয়ে দেখে কোমরে হাত রেখে নাচতে নাচতে]

পরেশ। পম্ - পম্—পম্—লম্--পম্ - পম্—

ইন্দ্রনীল। [হাসতে হাসতে] কি হলো রে ?

পরেশ। Hundred Rupee note—তাই না !

ইন্দ্রনীল। না রে—দশ টাকা।

পরেশ। [বিস্ময়ে] সে কি ! মাত্র দশ নিলে দাদাবাবু !

ইন্দ্রনীল। আরে দশই কি কম নাকি। ভাঁড়ে মা ভবানী ছিলাম তো এতক্ষণ। দুই দিন পেটে ভাত নেই—যা—ঐ রাস্তার মোড়ে রেষ্টুরেণ্টটা এখনো খোলা আছে দেখে এলাম। দু গ্লাস চা—আর দুটো ওমলেট নিয়ে আয়—

[পরেশের হাতে ইন্দ্রনীল নোটটা দিল।]

পরেশ। কি দরকার—তার চাইতে চাল ডাল নিয়ে আসি আর ডিম। ফার্ষ্ট ক্লাশ খিচুড়ী হবে—

ইন্দ্রনীল। পারবি খিচুড়ী রাঁধতে ?

পরেশ। কেন not, খুব Can!

ইন্দ্রনীল। তবে তাই যা। দেরি করিস না যেন!

পরেশ। না, না—going আর Coming!—[পরেশ ছুটে বের হ'য়ে গেল।]

[ইন্দ্রনীল আবার Of Human bondage বইট নিয়ে চেয়ারে বসলো। ভিজতে ভিজতে সুপর্ণা এসে গ্যারাজে ঢুকল। পদশব্দে চমকে মুখ তুলে ইন্দ্রনীল সুপর্ণাকে দেখে যেন একেবারে বিস্ময়ে থমকে যায়। উঠে পড়ে চেয়ার ছেড়ে—]

ইন্দ্রনীল আ—আ—পনি!

সুপর্ণা। আ—আমি মানে—

ইন্দ্রনীল। ইস্ একেবারে যে ভিজে একশা হ'য়ে গিয়েচেন!

সুপর্ণা। হ্যাঁ, এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম কিন্তু এত জোরে হঠাৎ আবার বৃষ্টিটা নামল—আচ্ছা, আচ্ছা—আমি যাই—[যেতে উদ্যত]

ইন্দ্রনীল। দাঁড়ান, দাঁড়ান—বাইরে কি জোরে বৃষ্টি পড়চে দেখেচেন। কেমন করে যাবেন ?

সুপর্ণা। কিন্তু আপনি—

ইন্দ্রনীল। ভয় নেই আপনার সুপর্ণা দেবী, আমি অশিক্ষিত, চরিত্রহীন হ'তে পারি কিন্তু বিশ্বাস করুন, কোন অসম্মানই আপনার আমি করবো না।

সুপর্ণা। না, না—তা নয়—

ইন্দ্রনীল। তবে আমার এখানে ভুলে না জেনে এসেই যখন পড়েচেন, সেটুকু বিশ্বাস আপনি আমাকে করতে পারচেন না কেন? যান—সমস্ত আপনার ভিজে

গিয়েছে, ভিতরের পার্টিশনের ওদিকে দড়ির আলনায় শুকনো ধুতি আছে—ভিজেগুলো ছেড়ে আসুন—

সুপর্ণা। [ইতস্ততঃ করে] কিন্তু—

ইন্দ্রনীল। [নির্দেশের কণ্ঠে] যান।

[সুপর্ণা হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা টেবিলের পরে নামিয়ে রেখে ভিতরে চলে গেল। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে তখনো। ইন্দ্রনীল এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। নেপথ্যে মাইকে গান ভেসে আসবে।]

॥ গান ॥

শ্রাবণ রাতে ঝর ঝর
বৃষ্টি যখন ঝরে
যুঁথী গন্ধে ব্যাকুল বাতাস
আকুল হয়ে ফেরে,
তখন তুমি এলে
একি স্বপ্ন আমার চোখে
করুণ নিবেদনের দুঃখে
হৃদয় উঠে ভরে॥

[গান শেষ হতেই সুপর্ণা বের হয়ে এলো পাশের পার্টিশান থেকে, পদশব্দে ঘুরে দাঁড়ায় ইন্দ্রনীল। সাদা ধুতিতে অপরূপ মনে হয় যেন সুপর্ণাকে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সুপর্ণার দিকে ইন্দ্রনীল। নেপথ্যে মিউজিকে কেবল মাত্র সেতারে গানের সুরটি বেজে চলে।]

সুপর্ণা। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে বোধ হচ্ছে; এবারে আমি যাই— [যেতে উদ্যত]

ইন্দ্রনীল। অনেক রাত হয়েচে। যদি বলেন তো এগিয়ে দিই—

সুপর্ণা। না, না—তার কোন প্রয়োজন হবে না। একাই

আমি চলে যেতে পারবো। আচ্ছা আসি নমস্কার—

[গ্যাবাজ থেকে সুপর্ণা বেব হ'য়ে গেল। ভ্যানিটি ব্যাগটা পড়ে রইলো পূর্ববৎ টেবিলেব 'পবেই, ইন্দ্রনীল খোলা দ্বারের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে তখন। সেতারে সেই সুরটি তখনো বাজছে। হাতে একটা ঠোঙা নিয়ে পবেশ এসে ঢুকলো।]

পরেশ। বাবাঃ ভিজে একেবারে Crowটি হয়ে গিয়েচি। [ইন্দ্রনীলেব দিকে না তাকিয়েই] মুদি বেটা কিছুতেই দোকানের দরজা open করলো না দাদাবাবু, তাই শেষ পর্যন্ত—ওমলেট আর টোষ্টই bring করলাম। [কথা বলতে বলতে যে টেবিলেব পবে ভ্যানিটি ব্যাগটা সুপর্ণাব পড়ে ছিল সেই টেবিলেই ঠোঙাটা রাখতে গিয়ে ব্যাগটা নজরে পড়ায়] আরে, এটা কোথা থেকে এলো! Ladyর ব্যাগ বলে মনে হচ্ছে—[হাতে তুলে নিয়ে দেখতে থাকে]

ইন্দ্রনীল। কি?

পরেশ। দাদাবাবু, এটা কোথা থেকে come করল? ব্যাগের গায়ে লেখা সুপর্ণা—

ইন্দ্রনীল। দেখি দেখি—সুপর্ণার ব্যাগ [ব্যাগটা হাতে নিয়ে] সুপর্ণা ভুলে ফেলে গেছে।

পরেশ। [বিস্ময়ে] সুপর্ণা!

ইন্দ্রনীল। দাঁড়া, এখনও বোধহয় বেশীদূর যায় নি, আমি দিয়ে আসি—

[দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতেও থেমে যায় তারপর পরেশের দিকে চেয়ে বলে]

না, তুই—তুই বরং ব্যাগটা তাকে দৌড়ে গিয়ে দিয়ে আয় পরেশ। নে—

পরেশ। [ব্যাগটা হাতে] কাকে give করবো ?

ইন্দ্রনীল। Idiot কোথাকার—বলচি না সুপর্ণাকে—

পরেশ। কিন্তু where সে ?

ইন্দ্রনীল। একটু আগে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এখানে এসেছিল, যা দৌড়ে যা। হ্যাঁ শোন, যদি রাস্তায় তার দেখা না পাস তো বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটে ৩।২, তার হষ্টেলে গিয়ে দিয়ে আসবি, যা—

পরেশ। understand, understand—এবারে বুঝেছি—এখুনি going—চিকা, চিকা—বম্—বম্।

[পরেশ ছুটে বের হয়ে গেল]

॥ মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যাবে ॥

॥ ২ ॥

[দেবযানীর পূবকার ঘর। সময় : রাত্রি। জানালার সামনে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে একাগ্রচিত্তে মনীশ বেহালা বাজাচ্ছে। একটা আরাম কেদারার 'পরে গা এলিয়ে বসেছে দেবযানী। রুক্ষ চুল, চোখে মুখে একটা রোগক্লিষ্ট বিধ্বস্ততা। দীর্ঘ দিন রোগে ভুগে এখন সুস্থ। এক কোণে ঘেরা টোপ ঢাকা একটি টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। তারই আলোয় ঘরটি মৃদু আলোকিত। গায়ের 'পরে দেবযানীর একটি শাল। পাশেই একটি ত্রিপয়ের 'পরে ফ্লাওয়ার ভাসে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। দেবযানী চোখ বুজে শুনচে বাজানো। কিছুক্ষণ পরে বেহালাটা কাবার্ডের 'পরে রেখে এগিয়ে এসে দেবযানীর চেয়ারের সামনে দাঁড়ালো মনীশ তারপর তার গায়ের শালটা ঠিক করতে যেতেই দেবযানী চোখ মেলে তাকাল]

মনীশ। ঘুমাও নি তুমি ?

দেবযানী। না, ঘুম আসচে না, জেগেই ছিলাম। মনীশ !

মনীশ। বল।

দেবযানী। এখন তো আমি বেশ সুস্থ হয়েই উঠেচি, এবারে তো তুমি বাড়ি ফিরে যেতে পা'বো।

মনীশ। সময় হলেই যাবো। কিন্তু একটা কথা ভাবছিলাম দেবী—

দেবযানী। কি ?

মনীশ। কিছুদিন বাইরে কোথায়ও থেকে তুমি ঘুরে আসলে পারতে। নইলে যে রকম দুর্বল হয়ে পড়েছো—

দেবযানী। সত্যি, এখানে যেন হাঁপিয়ে উঠেচি। কিন্তু একা যেতে সাহস হয় না যে --

মনীশ। একা কেন। আমি সঙ্গে—

দেবযানী। ছিঃ!

মনীশ। ছিঃ কিসের। তোমাকে কি এই অবস্থায় আমি একা ছেড়ে দেবো নাকি ?

দেবযানী। দেবে না জানি, দিতেও চাইবে না। কিন্তু এত বড় নির্লজ্জ আমিই কি হতে পারি।

[মনীশ কোন জবাব দেন না। এগিয়ে গিয়ে কাবার্ড থেকে মদের বোতল বের করে একটা গ্লাসে ঢেলে চুমুক দিতেই দেবযানী বলে ওঠে—]

আবার। আবার ঐ বিষপান করচো ?

মনীশ। [মৃদু হেসে] কে বললে বিষ— অমৃত।

[দেবযানী উঠে এসে গ্লাসটা সরিয়ে নিয়ে বলে]

দেবযানী। অমৃতই বটে। না, এ কিছুতেই তোমাকে আর আমি খেতে দেবোনা— [এগিয়ে যায় দেবযানী জানালা দিয়ে গ্লাস থেকে তরল পদার্থটা ফেলে দেবার জন্য।]

মনীশ। [এগিয়ে গিয়ে গ্লাসটা দেবযানীর হাত থেকে নেবার চেষ্টা করে] দাও, দাও—ফেলো না। এই প্রাত্যহিক মনের ও দেহের দুর্বিসহ ক্লান্তি ঐটুকু পান করেই তো তবু কোন মতে ভুলে থাকি—

দেবযানী। [গ্লাস উপুড় করে জানালা দিয়ে ফেলে দিয়ে গ্লাসটা টেবিলের 'পরে রাখতে রাখতে]

না, ও কথা যে তোমার কত বড় মিথ্যা আর কেউ না জানুক•আমি জানি—

মনীশ। না, না --তুমি জান না দেবী—

দেবযানী। মদ খেতে যে তোমার কত কষ্ট হয় তা আমি জানি। কিন্তু কেন, কেন বলতো নিজেকে এমন করে কলঙ্কিত, ছোট করচো তুচ্ছ একটা মেয়ের জন্য---

মনীশ। দেবী!

দেবযানী। না, না—তুমি আমাকে ভুলে যাও মনীশ, তুমি সুস্থ, স্বাভাবিক, সহজ হয়ে ওঠো---

মনীশ। আর তুমি?

দেবযানী আমি।

মনীশ। হ্যাঁ, তুমি।

দেবযানী আমি তো মৃত মনীশ। সমাজের কথা ছেড়ে দিলেও মন বলে যে একটা বস্তু প্রত্যেক মানুষের মধ্যে থাকে তারই কি আর কোন অস্তিত্ব আছে আজ আর আমার মধ্যে। চেতনাহীন, অনুভূতিহীন একটা জড় পদার্থ—

মনীশ দেবী, একটা কথা তোমাকে জানান্ হয় নি।

[দেবযানী মনীশের মুখের দিকে তাকায়]

সুপর্ণা যে B. A. তে 1st হ'য়ে State Scholership নিয়ে সামনের মাসেই ইউরোপ যাচ্ছে—যাচ্ছে Barristar হ'তে।

দেবযানী। সত্যি। সত্যি—

মনীশ। হ্যাঁ—Passport ready! ভেবে দেখতো আজ তোমার কত বড় সাফল্য, কত বড় আনন্দের দিন—

দেবযানী। সাফল্য, আনন্দ—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—সাফল্য, আনন্দ বৈকি?

মনীশ। অনেক দিন তুমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাও নি, বিদেশ যাবার আগে একবার তার সঙ্গে দেখা করবে না?

দেবযানী। না। আর না—আর বোধ হয় এ জীবনে তার সামনে গিয়ে আমি দাঁড়াতে পারবো না।

মনীশ। কেন? দেখা করবে না কেন? সে কি কিছু—

দেবযানী। হ্যাঁ—মিস্ মামেনকে সে নাকি বলেচে বিশেষ কারণে সে আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়—

মনীশ। তা বেশতো—

দেবযানী। না, না—তুমি বুঝতে পারচো না, আমি বুঝতে পারচি কেন সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। এতদিনকার মিথ্যাটাই আজ তার মনে সন্দেহ জাগিয়েছে তাই—তাই সে দেখা করতে চেয়েছে।

মনীশ। বেশতো। মিথ্যাটা ভেঙে যাক। যা সত্য তাই আজ তার সামনে প্রকাশিত হোক।

দেবযানী। না, না—কোন সত্য—একটা লজ্জা, একটা কলঙ্কের কুৎসিত ইতিহাস--ছিঃ ছিঃ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে সে, গায়ে আমার থুতু ছিটিয়ে চলে যাবে। তার চাইতে যেমন সে আছে তেমনি থাক--তাকে আমি দূর থেকেই আশীর্বাদ করবো, প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করবো—

[কান্নায় দেবযানীর গলার স্বর বুজে আসে। সে স্খলিত পায়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। মনীশ হতভম্ব হয়ে

ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে। একটা করুণ স্বর মিউজিকে বাজতে থাকে। মনীশ ধীরে ধীরে এসে কাবার্ডটার সামনে দাঁড়ায়। বেহালাটা তুলতে যাবে—রামচরণ এসে ঘরে ঢোকে।]

রামচরণ। বাবু—

মনীশ। [চমকে ফিরে] কে, একি রামচরণ? কেন এসেছিস্ এখানে!

রামচরণ। মা রাগ করে বাড়ি ছেড়ে গেলেন আর আপনিও যে সেই রাত্রে এখানে চলে এলেন তারপর আর এক মাস হয়ে গেল বাড়ি গেলেন না।

মনীশ। [তীক্ষ্ণ কণ্ঠে] রামচরণ!

রামচরণ। হ্যাঁ, আপনার সব বুঝে নেবেন চলুন, বুঝে নিয়ে আমাকে বিদায় দিন—আর আমি চাকরি করতে পারবো না।

মনীশ। না চাকরি করতে পারিস না করবি—কে তোকে পায়ে ধরে রেখেচে, চলে যা এখুনি—

রামচরণ। যাবোই তো—এখুনি চলে যাবো—চলুন সব বুঝে নিন—চলে যাচ্ছি আমি—

[দেবযানী ওদের উচ্চ কণ্ঠের কথাবার্তা শুনে ঐ সময় ঘরে এসে প্রবেশ করতেই তার দিকে চেয়ে রামচরণ বলে—]

এই যে কেমন ধারা মেয়েছেলে গো আপনি। আপনাদের যেন লজ্জা সরম বলে কিছু নেই—

মনীশ। [ছুটে এসে রামচরণকে ধাক্কা দিতে দিতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে] বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা এখান থেকে বেরো, বেরো—

[দেবযানী যেন পাথরের মতই দাঁড়িয়ে থাকে। একটি শব্দও তার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয় না। মনীশ কিন্তু তখনো

দেখতে পায়নি দেবযানীকে। রামচরণকে ঠেলে বের করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই চোখাচোখি হয়ে গেল দেবযানীর সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে আকস্মিক পরিস্থিতিতে সে যেন থমকে দাঁড়ায়। কি বলবে, কি করবে বুঝে পায় না। হঠাৎ উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে ওঠে দেবযানী।]

দেবযানী। ছিঃ ছিঃ এ তুমি কি করছো। কি করছো ?

মনীশ। দেবী।

দেবযানী। আমার মতো একটা ভ্রষ্টা, রূপজীবিণীর জন্য নিজের মাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছো ?

মনীশ। তাড়িয়ে তাঁকে আমি দিই নি দেবী, অন্যায় জিদ করে তিনি চলে গিয়েছেন।

দেবযানী। না, না—এ হতে পারে না। কেমন করে ভুলে গেলে যে তিনি তোমার মা।

মনীশ। জগতে কারো জন্যই সত্য যা তাঁকে আমি অস্বীকার করতে পারি না।

দেবযানী। সত্য। কি সত্য তোমার ? বল ? আমি সত্য— আর তোমার গর্ভধারিণী জননী মিথ্যা ! এত বড় ভুল। এত বড় মিথ্যা—

মনীশ। মিথ্যা নয়।

দেবযানী। হাঁ, হ্যাঁ—মিথ্যা -মিথ্যা—

মনীশ। দেবী—দেবী [প্রগাঢ় স্নেহে দেবযানীর একটা হাত দুহাতে ধরে] কেন, কেন তুমি বোঝ না পৃথিবীতে আর কোন নারীকেই আমি স্ত্রী বলে ভাবতে পারিনা—

[ইতিমধ্যে কখন যে রাখাল এসে ঘরের দরজা পথে উঁকি দিয়েছে ওদের দুজনের একজনও জানতে পারেনি। হঠাৎ রাখালের কণ্ঠস্বরে ওরা দুজনেই চমকে-ওঠে।]

রাখাল। Devine ! Devine love !—

মনীশ। [চমকে] কে !

রাখাল। Poor রাখাল—but—

Put out the light, and put out the light.

If I Quench thee, thou flaming minister

অসময়ে এসে পড়েচি। Sorry ! I am really sorry মনীশ বাবু—

[মনীশ বোধ হয় কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসে দেবযানী।]

দেবযানী। আবার কেন এসেচো ?

রাখাল। [মৃদু হেসে] রাগ করচো কেন প্রিয়ে ? বিশ্বাস করো আমি দেখি নি, আর দেখে থাকলেও বলবো কিছু দেখি নি।

[মনীশ এবারে দেবযানীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে রাখালকে শুধায়]

মনীশ। কি চাও, টাকা তো ?

দেবযানী। মনীশ !

মনীশ। [দেবযানীর ডাকে দৃকপাতও না করে] বল, কি চাও টাকা ?

রাখাল। আপনি দেবেন ?

দেবযানী। মনীশ !

মনীশ। কত, কত চাও ?

রাখাল। খাণ্ডব দাহনের ক্ষুধা আমার। তবে বর্তমানে বেশী নয়— হাজার তিনেক হলেই চলবে।

[মনীশ এগিয়ে গিয়ে ড্রর খুলে এক তাড়া নোট বের করে রাখালের সামনে ছুঁড়ে দিল।]

মনীশ। নাও—

রাখাল। [নীচু হয়ে নোটগুলো তুলে নিয়ে] Many many a

thanks ! ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ। শত সহস্র ধন্যবাদ। লাখ, লাখ ধন্যবাদ [এগিয়ে যায় দরজার দিকে]

মনীশ। দাঁড়াও রাখাল বাবু! মনে থাকে যেন this is your last ! এই শেষ— [বলতে বলতে ড্রয়ের ভিতর থেকে পিস্তলটা বের করে] আবার যদি এখানে কোন দিন পা দাও—দেখচো—জ্যান্ত এবাড়ির চৌকাঠ আর তোমাকে আমি ডিঙোতে দেবো না ···

রাখাল। [অভিনয়ের নিশ্চিত ভঙ্গীতে] Talk you of Killing —Killing me !

মনীশ। হ্যাঁ—এবং সুনিশ্চিত। মনে রেখো এক কালে অনেক বাঘ শিকার করেচি—I never missed a shot in my life—

রাখাল। If you say so, I hope you will not Kill me ! আচ্ছা Good night Adieu !

[বিচিত্র কায়দায় মাথাটা তুলিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে।]

॥ মঞ্চ ঘুরে যাবে ॥

॥ ৩ ॥

[সময় দ্বিপ্রহর। ইন্দ্রনীল গ্যারেজে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে গাড়ির একটা Piston উকো দিয়ে একমনে ঘষছিল। পরিধানে তার কালিঝুলি মাখা একটা প্যাণ্ট ও একটা হাফ শার্ট। মাথার চুল এলোমেলো। কাজ করতে করতেই এক সময় মাথা না তুলেই ইন্দ্রনীল বলে]

ইন্দ্রনীল। পরেশ, টু নম্বর রেঞ্জটা দে—

[ইতিমধ্যে সুপর্ণা এসে ঘরে ঢুকেছিল। কর্মব্যস্ত ইন্দ্রনীলের কিন্তু সেটা নজরেও পড়ে না। সুপর্ণার পরিধানে সাধারণ একটি মিলের শাড়ী ড্রেস করে পরা। চোখে গগলস্। সে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে কর্মরত ইন্দ্রনীলের একপাশে দাঁড়ায়। হাতে তার একটা বই।]

এই পরেশ--টু নম্বর রেঞ্জটা দে।

[হঠাৎ সুপর্ণা টেবিলের 'পরে যে সব যন্ত্রপাতি ছড়ানো ছিল তার থেকে একটা তুলে এগিয়ে দেয় ইন্দ্রনীলের হাতে। ইন্দ্রনীল কিন্তু তখনো তাকায় না সুপর্ণার দিকে। রেঞ্জটা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখে সেটা ২নং রেঞ্জ নয়—একটা শ্লাইড্ রেঞ্জ। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে সে খিঁচিয়ে ওঠে।]

হতভাগা, এটা টু নম্বর রেঞ্জ! চোখের মাথা খেয়েছিস না আজকাল গাঁজা ধরেছিস—[বলতে বলতে চোখ তুলে সামনে সুপর্ণাকে দণ্ডায়মান দেখে হঠাৎ থেমে যায়]

আ--আপনি?

সুপর্ণা। হ্যাঁ, আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছিলাম।

ইন্দ্রনীল। ক্ষমা, কিসের জন্য বলুন তো।

সুপর্ণা। আপনার এই বইটা of Human bondage [বইটা এগিয়ে দিতে দিতে] বোধহয় সেদিন পরেশ ভুলে আমার জামা কাপড়ের সঙ্গে দিয়ে এসেছিল আমাকে। পরের দিনই ফিরিয়ে দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল আমার কিন্তু বইটা হাতে পেয়ে পড়বার লোভ সামলাতে পারলাম না তাই—

ইন্দ্রনীল। [নিরস কণ্ঠে] ধন্যবাদ। [বইটা টেবিলের উপর রাখল]

সুপর্ণা। আর একটা কথা। সেদিন পরেশকে একটা টাকা

দিয়েছিলাম, আপনি নাকি বলেছেন ভিক্ষা দিয়েছি তাকে, তাই সে টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে এসেছে—

ইন্দ্রনীল। [রুক্ষ কণ্ঠে] হ্যাঁ বলেছি—কারণ সত্যিই সেটা ভিক্ষা ছাড়া আর কি বলতে পারেন ?

সুপর্ণা। ভিক্ষা !

ইন্দ্রনীল। [পূর্ববৎ কঠিন কণ্ঠে] ভিক্ষা নয়ত কি, বকশিস ! পারতেন কি আপনাদের সমপর্যায়ের কোন বন্ধু বা পরিচিত জন আপনার ফেলে যাওয়া ব্যাগটি ও কাপড় জামাগুলো পৌঁছে দিলে এ ভাবে একটা টাকা তার হাতে তুলে দিতে ?

সুপর্ণা। বকশিস বা ভিক্ষা কোনটাই হয়ত না হতে পারে ইন্দ্রনীলবাবু, হয়ত নেহাৎ খুশি মনেই—

ইন্দ্রনীল। কিন্তু আপনাদের ভিক্ষা, বকশিস আর খুশি হয়ে দেওয়ার পিছনে ঐ একটি বস্তুই আছে, আমাদের প্রতি আপনাদের চিরন্তন দাক্ষিণ্যের সেই ক্ষুদ্র মুষ্টি বিতরণ। কিন্তু জানেন না হয়ত, পরেশও ভদ্র বংশ জাত, বৃত্তিটা তার আজ মেকানিক হলেও সেও আপনাদেব মতই এক ভদ্র ঘরের সন্তান—

সুপর্ণা। এ—এসব আপনি কি বলছেন ইন্দ্রনীলবাবু !

ইন্দ্রনীল। ঠিকই বলছি। আপনারা হয় অন্ধ - তাই আমাদের সত্যিকারের চেহারাটা—পরিচয়টা কখনো আপনাদের চোখে পড়ে না নচেৎ দেখেও না দেখবার ভান করেন।

সুপর্ণা। কিন্তু আপনি হয়ত জানেন না ইন্দ্রনীলবাবু, আমি —আপনাদের—

ইন্দ্রনীল। জানি, জানি—আপনি ভেবেছিলেন হয়তো যে লোকটা সেদিন আপনার পিছনে পিছনে হ্যাংলার মত ঘুরে বেড়ানর জন্য আপনার কাছ থেকে তাড়া

খেয়ে ফিরে এসেছিল সেই লোভীর মত, হ্যাংলার মত আবার আপনার সামনে গিয়ে সেদিনকার সুযোগের অজুহাতে—

সুপর্ণা। ছিঃ ছিঃ। -- ইন্দ্রনীলবাবু --আপনি বিশ্বাস করুন---

ইন্দ্রনীল। হ্যাঁ, হ্যাঁ -তাই সেদিন পরেশকে একটা টাকা বকশিস দিয়ে দ্বিতীয়বার তাকে নয় আমাকেই আপনি স্মরণ করে দিতে চেয়েছিলেন যে, আপনার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার যোগ্যতা আমার কোনদিনই হবে না।

[সুপর্ণা যেন পাথরের মতই দাঁড়িয়ে থাকে। নির্বাক নিঃস্পন্দ। ইন্দ্রনীল আরো অকরুণ হ'যে ওঠে। কণ্ঠ স্বরে যেন তীব্র শ্লেষ ঢেলে বলে।]

কি! চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন সুপর্ণাদেবী, বলুন যা বলতে এসেছিলেন, বকশিসের জুতো মেরেও যদি আশা না মিটে থাকে তো- -আশা মিটিয়ে যা বলবার বলে যান।

[সুপর্ণার দুচোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে নিঃশব্দে। রুদ্ধকণ্ঠে অতি কষ্টে বলে।]

সুপর্ণা। বিশ্বাস করুন ইন্দ্রনীলবাবু, আপনাকে আমি অপমান করতে আসিনি। আমি এসেছিলাম সত্যিই সেদিনকার আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে। আপনার কাছ থেকে মাপ চেয়ে নিতে।

[বাকী কথাগুলো আর বলতে পারে না সুপর্ণা। দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে যায় চোখের জল চাপতে চাপতে। আর ইন্দ্রনীল তখনো রীতিমত হাঁপাচ্ছে। বসে পড়ে চেয়ারটার উপর ঠিক ঐ সময় এক প্রকার আনন্দে গদ-গদ হয়েই নাচতে নাচতে পরেশ এসে ঘরে ঢোকে।]

পরেশ। লা, লা—লা। [সুরে] লারে লা—লা—[নাচে] দাদাবাবু—কেল্লা ফতে—one two three, one two three—[পকেট থেকে একটা চেক্ বের করে] ব্যারিষ্টার মনীশ রায় তার গাড়ী overhauling-য়ের order দিয়েছে—তিনশো টাকা advance—
[হঠাৎ পরেশের খেয়াল হয় ইন্দ্রনীল কেমন যেন চুপ চাপ, মুখ ভার করে রয়েছে]
কি হয়েচে দাদাবাবু! what happen! কোথায়ও কোন wrong হলো কি। কোন mistake!

ইন্দ্রনীল। [এতক্ষণে যেন চমক্ ভেঙে একটা দীর্ঘশ্বাস রোধ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলে] হ্যাঁ—না। কিছু না, কি বলছিলি?

পরেশ। [গম্ভীর কণ্ঠে] উঁহু। wrong! নিশ্চয়ই কোথায়ও wrong হয়েচে—নইলে তোমার চোখে tear! কি হয়েচে দাদাবাবু?

ইন্দ্রনীল। [হাসবার চেষ্টা করে] কিছু না। কি বলছিলি তুই বল!

পরেশ। তোমাকে tell করিনি দাদাবাবু। কাল যখন দুপুরে তুমি ছিলে না সেই যে ব্যারিষ্টার সাহেব পথে যার গাড়ী খারাপ হয়ে যায় এখানে come করেছিল, তুমি ঠিক করে দিলে গাড়ি—সে আবার কাল come করেছিল। তোমাকে দিয়েই তার গাড়িটা ওভারহল করাতে চায়। সেখানেই go করেছিলাম। কাল গাড়ি এখনে send করবে। Three hundred rupees আজ advance করেচে তোমাকে না tell করে কাজটা নিয়ে এসেচি বলে কি তুমি আমার 'পরে angry হয়েচো?

ইন্দ্রনীল। না রে না—বেশ করেচিস [হাসতে থাকে ইন্দ্রনীল]

পরেশ। তবে?

ইন্দ্রনীল। কি তবে রে ?

পরেশ। তবে অমন করে Laugh করচো কেন ? Heart open করে Laugh করচো না কেন। দাদাবাবু—true করে বল ! তুমি তো জান দাদাবাবু–আমার বুদ্ধি খুব little ! সব কথা সব কাজ right করে tell করতে পারি না সব কাজ do করতে পারি না—

ইন্দ্রনীল। [সস্নেহে পরেশের কাঁধে হাত রেখে] না পরেশ, তোর পরে আমি রাগ করিনি, অসন্তুষ্টও হইনি। তা ছাড়া তুই যে আমার কত বড় সহায় আজ সে কি আমি জানি না রে ? তুই আমার মায়ের পেটের ভাইয়ের চাইতেও যে বেশী পরেশ।

[পরেশ তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে ইন্দ্রনীলের পায়ের ধুলো নিতেই সরে গিয়ে ইন্দ্রনীল বলে]।

ওকি ! ওকি রে ?

পরেশ [পায়ের ধুলো জিভে ঠেকিয়ে] একটু feet যের dust take করলাম। সত্যি, তুমি এমন love করো আমাকে ! [চোখে জল এসে যায়] আমার যে কি joy হচ্ছে --

ইন্দ্রনীল। [মৃদু হেসে] পাগল !

পরেশ। আচ্ছা দাদাবাবু ? [চোখের জল মুছতে মুছতে] একটা কথা সত্যি করে tell করবে ?

ইন্দ্রনীল। কি রে ?

পরেশ। আমি wrong ইংরাজী বলি বলে তুমি আমার পরে খুব angry হও না।

ইন্দ্রনীল। না না -- কে বললে ?

পরেশ। কি করবো দাদাবাবু, বাবার খুব ইচ্ছা ছিল আমারও খুব ইচ্ছা ছিল, ইংলিশটা learn করি কিন্তু বাবা তাড়া

তাড়ি finish হয়ে গেল ; পড়লাম গিয়ে meternal uncle এর হাতে—ইংরাজী বলতে গেলেই Lady জগন্নাথের broom stick য়ের বাড়ি সপাসপ পিঠে পড়তে লাগলো তাই তো একেবারে দেশ ছাড় মানে Native Land থেকে fly করে চলে এলাম এই Calcutta তে।

ইন্দ্রনীল। বেশ করেছিস, তোর ইংরাজী শেখার ইচ্ছা, আমি তোকে শেখাবো।

পরেশ। সত্যি। true বলচো। not lie, true !

ইন্দ্রনীল। হ্যাঁ, কিন্তু মোটর মেকানিক হয়েছিস ইংরাজী শিখে এখন করবি কি তুই, হবেই বা কি ?

পরেশ। হবে কি মানে ? কেন—তোমার সেক্রেটারী হবো।

ইন্দ্রনীল। সে কি রে ?

পরেশ। হ্যাঁ- তোমার এই গ্যারেজ তো আর চিরকাল এত small থাকবে না—মস্ত বড় হবে—big—big—big !

ইন্দ্রনীল। তাই নাকি ?

পরেশ। হ্যাঁ—তখন কি আর তুমি নিজে হাতে work করবে আর করলেই বা তোমার honour থাকবে কেন ! তুমি দেবে কেবল order আর আমি তোমার সেক্রেটারী হয়ে সেটা do করবো।

ইন্দ্রনীল [হাসতে হাসতে] বেশ তাই করিস।

পরেশ। হ্যাঁ—লাল নীল আলো জ্বলবে। দপ্—দপ্—big —very big সুপর্ণা ওয়ার্ক সপ্—very big ! ডি—লা—গ্রাণ্ডি। খদ্দের এসে জিজ্ঞসা করবে— Proprietor—আমি বলবো—No Proprietor—I Secretary—কি চাই—talk me !

[ইন্দ্রনীল হাসতে থাকে মঞ্চও অন্ধকার হয়ে ঘুরে যাবে]।

॥ ৪ ॥

[কলকাতা শহরের অন্ধকার জগতের এক আস্তানা। সময় রাত্রি। অল্পপরিসর একখানা ঘর। জীর্ণ ঘরের দেওয়াল। সেই দেওয়ালে সব বিদেশী নর্ত্তকীদের ছবি ঝুলছে। ঠিক মাঝামাঝি একটা দরজা এবং অন্য দিকে আর একটা দরজা। ঘরের ইলেকট্রিক বাতিটা অল্পশক্তির, যার ফলে ঘরের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে একটা আলো আঁধারী। দুধারে দুটো টেবিল আর খান কয়েক চেয়ার। একটা টেবিলে বসে চারজন ফ্লাশ খেলছে। অন্য একটা টেবিলে বসে বাচ্চা আর লাটুবাবু। বাচ্চার বয়স মাঝামাঝি। মাথায় টেড়ি, গায়ে একটা স্ট্রাইপ গেঞ্জি ও পায়জামা পরনে। লাটুবাবু লোকটার বয়েস মাঝামাঝি গালে একটা লম্বা কাটা দাগ। পরিধানে চোস্ত পায়জামা ও সেরওয়ানী। পায়ে সাদা নাগরাই। বাচ্চা আপন মনে পেসেন্স খেলছিল আর লাটুবাবু পাশে বসে সিগ্রেট টানছিল।]

লাটু। রাখাল the Princeয়ের খবর কি বলত বাচ্চা? কয়দিন ধরে টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না।

বাচ্চা। [আপন মনেই খেলতে খেলতে] কোথায় আর যাবে, হয়তো আবার কিছু টাকা বাগিয়েছে, কোথায়ও পড়ে পড়ে মদ সাঁটছে—পদ্মিনীর বাড়ি খোঁজ করেছিলে?

লাটু। সেখানে নাকি অনেকদিন যায় না, কিন্তু টাকা পেলে সে রেসের ময়দানে যেতো না, আমি বিশ্বাস করি না। [সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে] কিছুদিন ধরেই যেন লক্ষ্য করছিলাম—

বাচ্চা। কি লক্ষ্য করছিলে?

লাটু। Princeয়ের মধ্যে কেমন যেন একটা পরিবর্ত্তন এসেছে।

বাচ্চা। তোমার মাথা এসেচে লাটুবাবু! Prince—Princeই আছে। আদি ও অকৃত্রিম, একেবারে সাঁচ্চা—

[মনিরাম এসে ঐ সময় ঘরে ঢুকলো। মনিরামের বয়স খুব

বেশী নয়। ৩০-৩৫যের মধ্যে হবে। পরিধানে স্যুট, মুখে পাইপ। চোখে কালো গগলস্।]

মনি। এই বাচ্চা !

বাচ্চা। [নিম্নকণ্ঠে] এই শালা Shylock the jew এলেন. [জনান্তিকে] কি সাহেব ?

মনি। তোমাদের Princeয়ের খবর কিছু জানো ?

লাটু। তাই তো বাচ্চাকে আমিও শুধাচ্ছিলাম -এত দিন একসঙ্গে ডুব দিয়ে তো সে থাকেনা কখনো—

[ঢং ঢং করে ঐ সময় রাত্রি বারটা বাজল। অন্য টেবিলে যারা ফ্লাশ খেলছিল তারা তাস গুটিয়ে উঠে পড়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। বাচ্চাও উঠে দাঁড়ায়।]

বাচ্চা। কি হে লাটুবাবু, যাবে নাকি ?

লাটু। না, তুই যা।

বাচ্চা। আর বসে থেকেই বা কি করবে ? আজ আর সে আসবে না।

লাটু। যেতে হয় তুই যা না ? কেন মেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করছিস ?

বাচ্চা। বিলিতির আশা আজ ছাড়ো চাঁদ্, সরূপ সাহার পেছনের গলির দরজাটা এখনো হয়ত খোলাই আছে-—দেশী পাঁটেই আজকের মত তৃষ্ণাটা নিবারণ করবে চল-—নইলে আজ রাতে শ্যামের একুল ওকুল দুকুলই যাবে।

লাটু। বাচ্চা—বাগাস না বলচি—যা—এখান থেকে কেটে পড়-—ভাগ—

বাচ্চা। [জিহ্বায় শব্দ করে] আহা, বাছারে—চুক —চুক--- [প্রস্থান]

লাটু। মণিরাম ?

মণি। কেন হে ?

লাটু। সত্যি—Princeয়ের কি হলো বলত !

মণি। আমিও তো তাই ভাবছি। অনেকগুলো টাকা জমে গেছে। [একটু যেন চিন্তান্বিত]

লাটু। কেন হে, Princeয়ের হাঁস কি আর ডিম পাড়ছে না!

[মধ্যবর্ত্তী দরজাটা ঐ সময় দড়াম করে খুলে যায়। এবং মত্ত অবস্থায় পিয়ারী নামে একটি তরুণীর হাত ধরে টলতে টলতে রাখাল ঘরে প্রবেশ করে—অন্য হাতে তার চাবুক। পরিধানে লংস। গায়ে একটা বুক খোলা কোট, মাথার চুল এলোমেলো। হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে রাখাল পিয়ারীকে এনে ঘরের মধ্যে ছেড়ে দিল।]

রাখাল। নাচো। Dance!

পিয়ারী। [কাঁদো কাঁদো ভীত কণ্ঠে] সত্যি বলছি Prince সাহেব আমি নাচতে জানিনা।

রাখাল। [হুংকার দিয়ে] আলবাৎ নাচতে জানো? [হাতের চাবুকের শব্দ তুলে] মেয়েরা নাচতে জানেনা আমি বিশ্বাস করি না। তারা নাচতেও জানে নাচাতেও জানে।

মণিরাম। একে আবার কোথা থেকে ধরে আনলে Prince?

রাখাল। কে? মণিরাম! Shylock the jew! তোমার সেই টাকাটা না? Yes—

[পকেট থেকে এক মুঠো নোট বের করে সামনে ধরে বলে—]

The words expressly are 'a pound of flesh'.
Take then thy bond, take thou thy pound of flesh;

[টাকাগুলো ছুঁড়ে দেয় রাখাল মণিরামের গায়ের উপর। তারপরই চাবুকটা তুলে শব্দ করে—]

You got your money—Now get out—out!

[মণিরাম চট্‌পট্ টাকাগুলো তুলে নিয়ে কোন মতে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে গিয়ে বাঁচে—রাখাল হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে।]

লাটু। টাকাগুলো গুনে দিলে না Prince!

রাখাল। না হে লাটু বাবু, জীবনে ঐ বস্তুটি আমি গুণে কারও কাছ থেকে নিই নি—গুণে কাউকে দিইও নি। যে দেবার সে দিয়েছিল আমি খরচ করলাম। [বলতে বলতে হঠাৎ চাবুকটা হুইপ করে] আরে—সংয়ের মত দাঁড়িয়ে আছে, দেখো। এখনে নাচে না। নাচো—Quick! [চাবুক আস্ফালন করে আবার]

[ইতিমধ্যে বাচ্চা রাখালের পকেট থেকে হাত সাফাই করে কিছু নোট নিয়ে ঘর থেকে পায়ে পায়ে সরে পড়ছিল হঠাৎ সেদিকে নজর পড়তেই রাখাল বলে।]

চললে! তা যাও—কাজ যখন হয়ে গেল তখন আর কেন?

লাটু। [চমকে] য়্যাঁ-- কি, কি বলচো?

রাখাল। না, কিছু না যাও। [তারপর আপন মনে আবৃত্তি করে চলে—]

স্বর্পে রজ্জু ভ্রম হেন অন্ধ
করেছে নয়ন। পুরস্কার,
বীরাঙ্গনা তিরস্কার—

[বাচ্চা ও লাটু ঘর ছেড়ে চলে যায়। রাখাল যেন আর দাঁড়াতে পারছিল না। টলে পড়ে যাচ্ছিল—কোনমতে চেয়ারটা ধরে সামলে বসে পড়ে। চাবুকটা হাত থেকে পড়ে যায়। পকেট থেকে একটা বেঁটে বোতল বের করে গলায় ঢালতে যেতেই পিয়ারী এগিয়ে এসে বাধা দিয়ে বলে—]

পিয়ারী। খেও না Prince আর খেও না। অনেক খেয়েচ তুমি আজ।

রাখাল। [হাত দিয়ে পিয়ারীকে সরিয়ে দিয়ে] আঃ সরে যা, সরে যা—Let me live, let me live to night.

Kill me tomorrow. [গলায় ঢেলে দেয় বোতল ঢক ঢক করে।]

পিয়ারী। আমি নাচবো, আমি নাচবো—তুমি আর খেও না।

রাখাল। না, নাচতে হবে না—তুমি একটা গান গাও—

পিয়ারী। বেশ গাইচি। আর খেও না—

[পিয়ারী গান গাইতে থাকে—রাখাল বোতলের কিছুটা মদ গলায় ঢেলে দেয়। মুখ বিকৃতি করে।]

ভ্রমরের পাখা তব গুণগুণিয়ে
কাঁদে মহুয়ার নেশা লাগি,
এ দুটি চোখে আসেনাতো ঘুম—
সারা নিশি একা জাগি

[হঠাৎ দু লাইন গান হতেই চেঁচিয়ে ওঠে রাখাল]

রাখাল। থাক্, থাক—আর গান গাইতে হবে না।

পিয়ারী। [থমকে] গাইবো না ?

রাখাল। না, না—যাও—এখান থেকে যাও।

পিয়ারী। [উঠে এগিয়ে এসে কাছে দাঁড়িয়ে] কিন্তু তুমি ? তুমি যাবে না।

রাখাল। [উঠে দাঁড়িয়ে পাগলের মতই যেন চিৎকার করে ওঠে] Shut up ! দরদ, দরদ দেখাতে এসেচো—কারো, কারো দরদ আমি চাই না। যাও—যাও বেরোও—বেরোও—

[ত্রস্তে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে পিয়ারী বলে]

পিয়ারী। যাচ্ছি। আমি যাচ্ছি—

[রাখাল আবার চেয়ারে বসে পড়ে টেবিলের 'পরে মাথাটা রাখে তার পর হাতের 'পরে থুতনী রেখে আপন মনে বলতে থাকে।]

রাখাল। [আপন মনে] দরদ ! দরদ দেখাতে এসেচো। কে—কে চায় দরদ। আমি চাই না— [হঠাৎ কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে] আমি তো বলচি, আমি তো বলচি

অর্থের জন্য নিজের স্ত্রীকে আমি একটা শয়তানের হাতে তুলে দিয়েচি। নিজের হাতে দেবযানীকে আমি একটা কামার্ত পশুর আলিঙ্গনে তুলে দিয়েচি।

[লাটু এসে ঘরে ঢুকলো। রাখাল তখনো আপন মনে বলে চলেছে]

বেশ করেচি, খুব করেচি। what do I care any body ! আমি তো সে রাত্রে জিতেছিলাম। মৃগাঙ্ক-মোহন কড় কড়ে পাঁচ হাজার টাকা গুণে দিয়েছিল হাতে— [বলতে বলতে পকেট থেকে বোতল বের করে খানিকটা গলায় ঢেলে দেন] ধ্যাত—যত সব foolish sentiments ! [হঠাৎ ঐ সময় দরজার গোড়ায় দণ্ডায়মান লাটুর প্রতি নজর পড়তে] কে !

লাটু। আমি, বাড়ি যাবে না ?

রাখাল। বাড়ি !

লাটু। হ্যাঁ—ট্যাক্সী নিয়ে এসেছি—

রাখাল। [পকেট হাতড়ে] কিন্তু চাবীটা—বাড়ীর চাবীটা হারিয়ে ফেলেছি, নেই—

লাটু। সে একটা ব্যবস্থা করা যাবেখন, চল।

রাখাল। [উঠে দাঁড়িয়ে] বেশ। চল—[হঠাৎ আবার বসে পড়ে] না যাবো না।

লাটু। না গেলে এবারে এরা তাড়িয়ে দেবে—রাত বারটা বেজে গিয়েছে—[এগিয়ে এসে হাত ধরে] চল ওঠো—

রাখাল। [উঠে টলতে টলতে] কিন্তু বাড়ি আমার কোথায় লাটু বাবু ? একদিন ছিল ৩।১, বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, a nice solitary cosy corner ! beautiful loving wife—আমার মঙ্গল কামনায় জ্বালাতো সে একটি সন্ধ্যাপ্রদীপ—কিন্তু সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও

সে প্রদীপটি নিভতো না। সারা রাত জ্বলতো, সারা রাত জ্বলতো—

লাটু। চল —

রাখাল। দাঁড়াও, শোন লাটু বাবু—you don't know! Do you know her! তাকে তুমি চেন? সেই ৩১, বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটের কল্যাণী বধূটি—সে আজ বার ঙ্গনা—বহুলভ্যা, বহুভোগ্যা—

লাটু। জানি, আমি সব জানি।

রাখাল। জান না, কিছুই জান না তোমরা কেউ, তোমরা শুধু জানো—মাতাল জুয়াড়ী একটা Vagabond রাখাল ভট্টাচার্যকে—কিন্তু তোমরা জানোনা—he had once a Queen—তার একজন দেবযানী ছিল—গোধূলী আকাশে সন্ধ্যা তারাটির মত স্নিগ্ধ—but I, I Killed her—I, I—no—no—she is chasing me—তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে, আমাকে তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে—Yes, Yes—let us—let us go—আমি লুকোতে চাই—লুকোতে চাই—I want to hide myself—I want to hide—

[দ্রুত বের হয়ে যায় যেন ভীত ত্রস্ত রাখাল। লাটু তাকে অনুসরণ করে।]

॥ মঞ্চ ঘুরে যাবে

॥ ৫ ॥

[সময় অপরাহ্ন। মিশনারী হস্টেলে বাইয়ে ভিজিটার্সদের বসবার ঘর। ঘরের দুটি দরজা। একটি বাইরে যাবার একটি ভিতরে যাবার। জানালাপথে দূরের শহরের কিছুটা চোখে পড়ে। ঘরের মধ্যে দুধারে দুটি বেঞ্চ ও এদিক ওদিক খান কয়েক চেয়ার। একধারে একটি টেবিল। টেবিলের 'পরে ছড়ানো কিছু বই ও মাসিক। দেওয়ালে টাঙানো একটি যীশুর ক্রুশ বিদ্ধ ছবি। ব্যারিষ্টার মনীশ রায় ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছিল। মিস মামেন এসে ঘরে ঢুকল।]

মিস মামেন। Good evening মিঃ রায় !

মনীশ। [ফিরে দাঁড়াল কণ্ঠস্বরে] Good evening মিস মামেন !

মিস মামেন। কিছু মনে করবেন না মিঃ রায়, অনেকক্ষণ আপনাকে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি—হস্টেলের একাউন্টটা দেখতে হচ্ছিল—

মনীশ। না, না—তাতে কি !

মিস্ মামেন। আপনি বোধ হয় সুপর্ণার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ?

মনীশ। হ্যাঁ—

মিস্ মামেন। কিন্তু সেতো এখনো ফেরেনি—foreign exchange টা হলো কিনা ব্যাংকে জানতে গিয়েছে—এখুনি হয়তো ফিরবে। বসুন, দাঁড়িয়ে কেন ?

মনীশ। পরশু রম্বে মেলে যাচ্ছে বোধ হয় ?

মামেন। হ্যাঁ—যদি অবশ্য ব্যাংকের ঝামেলাটা মিটে যায়। [একটু থেমে] মিঃ রায় ?

মনীশ। বলুন।

মামেন। আপনি একদিন আমাকে বলেছিলেন, সুপর্ণার মা বাবা দুজনেই মারা গেছেন তাই দয়াপরবশ হয়ে তার মার বান্ধবী আপনার সাহায্যে এখানে তাকে রেখে গিয়েছিলেন—

মনীশ। হ্যাঁ—তাই বলেছিলাম বটে তবে—

মামেন। তবে ?

মনীশ। বাধ্য হয়েই মেয়েটার মঙ্গলের জন্যই মিথ্যা কথাটা আমাকে বলতে হয়েছিল সেদিন, মিস্ মামেন।

মামেন। আমি তা জানতাম।

মনীশ। [বিস্ময়ে] জানতেন, আপনি জানতেন কথাটা মিথ্যা !

মামেন। জানতাম বললে ভুল হবে, পরে তাই আমার মনে হয়েছিল। আর আমার ধারণা—

মনীশ। কি ? কি আপনার ধারণা মিস্ মামেন ?

মামেন। মিস ডলি রায়—that dancer & songstressই বোধহয় সুপর্ণার মা, তাই না মিঃ রায় ?

মনীশ। মিস্ মামেন !

মামেন। কিন্তু কথাটা আপনারা সুপর্ণার কাছে এতদিন গোপন করে রাখলেন কেন ?

মনীশ। তা ছাড়া আর কি উপায় ছিল বলুন তার অভাগিনী মার পক্ষে ?

মামেন। ভুল করেচেন। ভুল করেছেন আপনারা মিঃ রায়—

মনীশ। ভুল ?

মামেন। নিশ্চয়ই। ভেবে দেখুন তো—এ সত্য তো চিরদিন তার কাছ থেকে গোপন রাখতে পারবেন না। যে দিন প্রকাশ পাবে সেদিন কোন শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসে তার মুখোমুখি দাঁড়াবেন। তাছাড়া তাকে তার মা বাপের পরিচয় থেকে বঞ্চিত করে রাখবার অধিকারও তো কারো নেই। এমন কি তার বাপ মারও নেই।

মনীশ। ইদানীং আমারও যে কথাটা মনে হয় নি তা নয় মিস্ মামেন—

মামেন। তবে—তবে বলেন নি কেন আজও—কেন তাকে জানতে দেন নি তার সত্য পরিচয়টা। কেন তাকে তার জীবনের সব চাইতে যে বড় প্রশ্ন তার মুখো মুখি গিয়ে তাকে দাঁড়াতে দেন নি ?

মনীশ। দেরীই যখন হয়ে গিয়েছে, তার এই বিদেশ যাত্রার মুখে আজ আর দেবো না—ফিরে আসুক সে বিলেত থেকে—তারপর আমিই সব কথা তাকে জানাবো।

মামেন। হ্যাঁ, জানাবেন, তাকে জানতে দেবেন। সংগ্রাম যদি তাকে করতেই হয় তো সে করবে--করতে পারবে। আমি জানি সে সংগ্রামে হারবার মেয়ে নয়। মিথ্যা অপমানে আর লজ্জায় মুখ ঢেকে পালাবার মেয়ে সে নয়।

[ঠিক ঐ সময় স্বপর্ণা এসে ভিতরে প্রবেশ করল কথা বলতে বলতে]।

স্বপর্ণা। সিষ্টার মামেন, সব ঠিক হয়ে গিয়েছে—[তারপরই মনীশের দিকে নজর পড়ায়] আপনি, নমস্কার—

মামেন। উনি এতক্ষণ তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন সুপর্ণা—তাহলে আপনারা কথা বলুন মিঃ রায়। আমি ভিতরে যাবো। অনেক কাজ এখনো আমার বাকী পড়ে আছে—

মনীশ। আসুন। Good night।

মামেন। Good night!

[মিস্ মামেন চলে গেলেন। যাবার সময় ঘরের আলোটা জ্বেলে দিয়ে গেলেন]।

মনীশ। বোস সুপর্ণা।

সুপর্ণা। আপনি বোধ হয় শুনেচেন মিঃ রায়, পরশু আমি বিলেত রওনা হচ্ছি—

মনীশ। [মৃদু হেসে] শুনেচি বৈকি! I wish you all success my child! কিন্তু সুপর্ণা, অন্য কোন লাইনে না গিয়ে আইনের লাইনটাই বা তুমি বেছে নিলে কেন?

সুপর্ণা। কাঞ্চনা নামে আমাদের হষ্টেলে একজন সুপার ভাইজার ছিল। সে তার স্বামীর অত্যাচারে আর দুর্ব্ব্যবহারে একদিন তার স্বামীকে ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল—

মনীশ। তারপর?

সুপর্ণা। তারপর দৈবচক্রে সে সমাজ জীবনের এক কুৎসিত অন্ধকার আবর্ত্তে গিয়ে পড়ে। সেখান থেকেই তাকে উদ্ধার করে এনে মিস মামেন এই মিশন হষ্টেলে তাকে স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাকে ত্যাগ করলো না। আবার একদিন সেই স্বামীরই প্ররোচনায় সে হষ্টেল ছেড়ে পূর্ব পংকিল জীবনে

ফিরে গেল। এবং তারপরই এক হত্যাপরাধে সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়, কিন্তু—

মনীশ। বল, থামলে কেন ?

সুপর্ণা। কিন্তু আমি তাকে ভাল করেই তো জানতাম। কোন এক দুর্বল মুহূর্তে সে হত্যা করলেও করেছে তার স্বামীবই প্ররোচনায়—তার মনের মধ্যে কোন হত্যাকারী ছিল না। তাই সবাই তাকে সেদিন ঘৃণা করলেও আমি তাকে ঘৃণা করতে পারি নি। আমার সেদিন কি মনে হয়েছিল জানেন মিঃ রায় ?

মনীশ। কি ?

সুপর্ণা। ঘৃন্যতম অপরাধে যে অপরাধী সেও মানুষ। এবং প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে এক বিবেক, আছে সত্যের ও ন্যায়েব এক অনুভূতি। কোন এক দুর্বল মুহূর্তে জীবনের আকস্মিক পতনটাই সেই মানুষটা সম্পর্কে চরম ও শেষ কথা নয়। আর মনে হয়েছিল, দুঃস্থ গরীব বলে সেদিন কোন বিজ্ঞ ও শক্তিমান Counsel তার পক্ষে সে দাঁড় করাতে পারেনি বলেই হয়ত তাকে ঐ ভাবে মৃত্যু বরণ করে নিতে হয়েছিল। সরকার পক্ষকে জেরা করে তাকে মুক্তি এনে দেবার মত কোন আইনজ্ঞই তার পাশে সেদিন ছিল না। I, I want to defend those people ! তাদেরই পক্ষ নিয়ে, ঐ বঞ্চিত হতভাগ্যদেরই পক্ষ নিয়ে আমি দাঁড়াতে চাই।

[কথাগুলো বলতে বলতে সুপর্ণার চোখের মণি দুটো উত্তেজনায় চক্ চক্ করতে থাকে]

মনীশ। খুব খুশি হলাম। আমি খুব খুশি হলাম তোমার কথা শুনে সুপর্ণা যে জীবনের অন্যতম পথ হিসাবে বা কেবল মাত্র একটা খেয়ালেই আইনকে তুমি বেছে নাও নি। একজন আইন ব্যবসায়ী হিসাবে তোমার সদিচ্ছাকে আমি অন্তরেব সঙ্গে স্বাগত জানাচ্ছি—তুমি সফল হও, তুমি সার্থক হও।

[সহসা ঐ সময় সুপর্ণা এগিয়ে এসে মনীশের পায়ের ধুলো নেবার চেষ্টা করতেই তাড়াতাড়ি মনীশ সুপর্ণার হাত ছুটি ধরে তাকে তুলে বলে।]

না, না—মাথা নীচু কবো না, কোন দিন কারো কাছে মাথা নীচু করো না। আশীর্বাদ নয়—সর্বান্তঃকরণে তোমার জন্য আমি শুভ কামনা জানাচ্ছি—আর—

সুপর্ণা। আর—

মনীশ। শুধু আমারই শুভ কামনা নয় জেনো আর একজনেরও শুভ কামনা ও আশীর্বাদ সর্বক্ষণ তোমাব 'পরে শতধারায় বর্ষিত হচ্ছে—

সুপর্ণা। মিঃ রায়!

মনীশ। আজ নয়, সুপর্ণা, তুমি ফিরো এসো তারপর একদিন তোমাকে আমি তার কাছেই নিয়ে যাবো। যিনি ঠিক হয়ত তোমার ঐ কাঞ্চনার মতই এক শয়তানের পীড়নে মাথা নীচু করে তার জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন থেকে দূবে পালিয়ে গিয়ে বঞ্চিতের লজ্জায় মুখ লুকাতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু আর নয়, অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। আমি এবার চলি—

[মনীশ আর সুপর্ণাকে কোন কথাব অবকাশ মাত্রও না দিয়ে ঘর থেকে দ্রুত পদে বেব হয়ে গেল। সুপর্ণা যেন তাঁকে বাধা দিতে গিয়েও বাধা না দিতে পেরে কতকটা হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল

ঘবের মধ্যে, এবং একটু পবে দবজার ফাঁকে পবেশকে উঁকি দিতে দেখা গেল।]

পরেশ। দিদিমণি !

সুপর্ণা। [চম্‌কে] কে ?

পরেশ। ভিতবে কি come করতে পাবি দিদিমণি !

সুপর্ণা। কে ! পবেশ বাবু না। এসো এসো পরেশ বাবু।

[পবেশ এসে ঘবে ঢুকল। হাতে তাব একটা চিঠি।]

কি খবর পরেশ বাবু ?

পরেশ। [ইতস্তত করে] একটা letter আছে দিদিমনি।

সুপর্ণা। [বিস্ময়ে] letter। কাব ?

পরেশ। দাদাবাবু give কবেচে—

[চিঠিটা এগিয়ে দেয় সুপর্ণাব হাতে।]

সুপর্ণা। [চিঠিটা হাতে নিতে নিতে] তোমার দাদাবাবু আমাকে চিঠি দিয়েছেন পবেশ বাবু, আশ্চর্য ! [চিঠিটা খুলে পবেশেব সামনেই উত্তেজনায় পডতে শুরু কবে দেয়। off voiceয়ে ইন্দ্রনীলেব কণ্ঠস্বব শোনা যায় :]

সুপর্ণা দেবী,

সেদিনকাব আমাব আপনার প্রতি রুক্ষ ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইছি। বিশ্বাস কবতে পাববেন কিনা জানিনা, তবে সত্যিই ক্ষমা চাইছি। কাবণ যে কথাগুলো সেদিন আপনাকে বলেছিলাম, সেগুলো অনেক আক্রোশেই আমাব মুখ থেকে বের হয়েছিল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেগুলো হয়তো আপনাব প্রতি প্রযোজ্য নয়।

ইন্দ্রনীল।

[চিঠিটা পড়তে পডতেই সুপর্ণার দুচোখে জল এসে যায়। ছল ছল চোখে সে পরেশেব দিকে তাকাতেই দু ফোঁটা জল তার চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে।]

পারেশ। দিদিমণি।

সুপর্ণা। [চমকে] এ্যাঁ—পরেশবাবু তুমি—

পারেশ। Letter টার জবাব দেবেন কি দিদিমণি ?

সুপর্ণা। জবাব! হ্যাঁ—তাকে, তাকে তুমি বলো পরেশবাবু, আমি—আমি তার সেদিনের কথায় কিছু মনে করিনি, কিছু মনে করি নি—আর—

পরেশ। দিদিমণি—দাদাবাবু আমার সঙ্গে সঙ্গেই Come করেছে, ঐ—ঐ বড় রাস্তার 'পরে Stand করে আছে। তাকে —তাকে Call করে আনবো এখানে দিদিমণি ?

সুপর্ণা। বেশ তো—যাও—

পরেশ। [আনন্দে] এখুনি, এখুনি তাকে আমি Send করছি—

[পরেশ একপ্রকার যেন ছুটে বের হ'য়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে সুপর্ণার কি মনে হওয়ায় দরজার দিকে ছুটে গিয়ে ব্যগ্র কণ্ঠে বলে।]

সুপর্ণা। না, না—পরেশবাবু, শোন, শোন—

[কিন্তু ততক্ষণে পরেশ চলে গিয়েছে। হতভম্ব সুপর্ণা দরজার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে—অবশেষে পায়ে পায়ে খোলা জানালাটার সামনে গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়ায়। সেতারে ব্যাক্ গ্রাউণ্ড মিউজিকে বসন্তবাহার শোনা যাবে। কিছুক্ষণ পরে দরজা পথে ইন্দ্রনীলকে দেখা যায়। সে যেন একটু ইতস্ততঃ করে কিন্তু পাশ থেকে পরেশ তাকে ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে সরে পড়ে। সেই শব্দে চমকে।]

কে!

ইন্দ্রনীল। আ! আমি—

[পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চেয়ে থাকে। সেতারের মিউজিক পূর্ববৎ বাজতে থাকে তবে slow tempoতে।]

সুপর্ণা। আসুন—ওখানে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

ইন্দ্রনীল। পরেশ বলছিল আপনি আমাকে ডেকেছেন ?

সুপর্ণা। [মৃদু হেসে] হ্যাঁ ডেকেছি। আপনি তো আচ্ছা লোক !

ইন্দ্রনীল। [বিস্ময়ে] আ—আমি মানে ?

সুপর্ণা। কি সামান্য একটা হয়েচে সে জন্য আপনার ধারণা এখনো সেটা আমি মনে করে রেখেছি আর আপনি তাই ক্ষমা চেয়ে পাঠিয়েচেন !

ইন্দ্রনীল। [মৃদু হেসে] সত্যি, সত্যিই কিছু-আপনি মনে করেন নি ?

সুপর্ণা। করলেও এখন আর সেটা মনে নেই।

ইন্দ্রনীল। সত্যি বলচেন ?

সুপর্ণা। সত্যি। কিন্তু সত্যিই আমার খুব আনন্দ হচ্ছে জানেন ?

ইন্দ্রনীল। আনন্দ !

সুপর্ণা। হ্যাঁ, যাবার আগে মনটা হালকা করে নিয়ে যাচ্ছি, আনন্দ হবে না !

ইন্দ্রনীল। [বিস্ময়ে] যাবার আগে ?

সুপর্ণা। হ্যাঁ, পরশুই এখান থেকে আমি চলে যাচ্ছি ইন্দ্রনীলবাবু !

ইন্দ্রনীল। চলে যাচ্ছেন, কোথায় ?

সুপর্ণা। ব্যারিষ্টারী পড়তে, U. K.তে।

ইন্দ্রনীল। ও। তাহলে—

সুপর্ণা। আপনি হয়ত একদিন সে মেয়েটার কথা ভুলে যাবেন যে আপনাকে অপমান করতে চেয়েছিল—কিন্তু আমি—আমি ভুলব না কোনদিনই—

ইন্দ্রনীল। আমিও ভুলবো না আপনাকে কোনদিনই সুপর্ণা দেবী।

সুপর্ণা। [চমকে] ইন্দ্রনীলবাবু !

ইন্দ্রনীল। হ্যাঁ, বরং বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে এসে তুচ্ছ এক মোটর মেকানিককে হয়তো আপনারই মনেও পড়বে না, কিন্তু যতদূর যেখানেই আপনি যান না কেন, ইন্দ্রনীল

আপনাকে মনে রাখবে সুপর্ণা দেবী—চিরদিন চিরকাল!

সুপর্ণা। ইন্দ্রনীল বাবু!

ইন্দ্রনীল। আজ আপনাকে বলতে আমার কোন দ্বিধাই নেই সুপর্ণা দেবী, প্রাচুর্য আর ভোগবিলাসের মধ্যে জন্মে আমার দেহে সংক্রামিত হয়েছিল যে বিষ, ঠিক আজ আপনারই দয়াতে সে বিষ অমৃত হয়ে উঠেছে।

সুপর্ণা। মানে?

ইন্দ্রনীল। হ্যাঁ। সেদিন ঘৃণার চাবুক দিয়ে যদি অকেজো অপদার্থ এই ইন্দ্রনীলকে না জাগিয়ে দিতেন তবে বোধ হয় কোন দিনই সে তার বিষাক্ত রক্ত থেকে মুক্তি পেত না। আপনিই ঘটিয়েছেন আমার সমস্ত ভীরুতা আর সংশয়ের অবসান আপনিই জাগিয়ে তুলেছেন আমার পৌরুষকে, আপনি এনে দিয়েছেন আমার আত্মনির্ভবতা আত্ম বিশ্বাস, আপনাকে কি ভুলতে পাবি—মনে থাকবে, চিরদিন মনে থাকবে আপনার কথা আমার—চিরদিন—যান আপনি বিদেশে—আরো, আরো বড় হয়ে ফিরে আসুন।

সুপর্ণা। না ইন্দ্রনীল বাবু, আমি আপনাকে জাগিয়ে তুলিনি, আপনিই আমাকে জাগিয়েছেন। সেদিন আপনাকে আপনার নিজের হাতের তৈরী কারখানার মধ্যে দেখে বার বাব সেই কথাটাই আমার মনে হচ্ছিল। ফিবে এসে দেখবো আপনিও বড় হয়েচেন, আরো বড় হয়েচেন।

ইন্দ্রনীল। বলছেন, আপনি বলছেন?

সুপর্ণা। হ্যাঁ, শুধু বলা নয় সর্বান্তঃকবণে কামনাও করবো।

ইন্দ্রনীল। রাখবো। আপনার কথা রাখবো সুপর্ণা দেবী। [চলে যেতে যেতে আবাব ফিরে দাঁড়িয়ে] আমি তাহ'লে আসি।

সুপর্ণা। আসুন।

[ইন্দ্রনীল চলে যেতে যেতে আবার ঘুরে দাঁড়াতেই]

কিছু বলবেন।

ইন্দ্রনীল। না, থাক—আজ নয়—আমি যাই। [ইন্দ্রনীল চলে গেলে তাব গমন পথের দিকে চেয়ে চেয়ে এক সময স্থপর্ণা দুহাত তুলে ইন্দ্রনীলকে উদ্দেশ্য করে প্রণাম কবতে কবতে বলে।]

স্থপর্ণা। আজ আমি বুঝতে পারলাম ইন্দ্রনীল, স্থপর্ণা ঠকেনি, ঠকেনি—আজ তাবই জিত, সম্পূর্ণ জিত।

॥ যবনিকা ॥

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

॥ ১ ॥

[সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়। কলকাতার একটি ফ্ল্যাট বাড়ির ছোট একটি ফ্ল্যাটের ছিমছাম ঘর। আধুনিক রুচিসম্মত ভাবে ঘরটা সাজান। ঘরটি বসবাব ঘর। সংলগ্ন শয়ন ঘরের সামনে পর্দা ঝুলছে। ছোট এক সেট সোফা। একধারে কর্ণারে ফ্লাওয়ার ভাসে এক থোকা ফুল। জানালা খোলা। জানালায় নীল নেটের পর্দা। ধার দিয়ে কাচের টব থেকে মানি প্ল্যান্ট লতিয়ে উঠছে। স্টেজ যখন ঘুরবে ঘরটা অন্ধকার থাকবে। সেই অন্ধকারেই আগে ইন্দ্রনীল তার পরে সুপর্ণা এসে ঘরে ঢুকবে।]

ইন্দ্রনীল। দাঁড়াও সুপর্ণা, just a minute! [আলোর সুইচটা টিপে দিতেই ঘবটা আলোকিত হলো] এসো, সু-স্বাগতম্—সু-স্বাগতম্—।

সুপর্ণা। [বিস্ময়ে ও আনন্দে ঘরের চারিদিক তাকিয়ে দেখে] Nice! lovely! বাঃ ঐ জানালাটা [এগিয়ে গিয়ে জানালার দিকে] খোলা আকাশের এক টুক্‌রো—ছোট বেলা থেকেই খোলা আকাশ যেন আমার মন কেড়ে নেয় নীল। হস্টেলে থাকতে মিস্ মামেনের নিষেধ সত্ত্বেও কত দিন চুরি করে পালিয়ে চার তলার ছাতে চলে গেছি ঐ আকাশ দেখতে। রাত্রি শেষে তখনো ঘুম ভাঙান প্রথম সূর্যের লালিমায় রক্তিম আকাশ। সন্ধ্যায় আবার সেই আকাশেই ফুটে উঠেছে একটি দুটি করে তারাগুলো—
[হঠাৎ কথা থামিয়ে ইন্দ্রনীলেব মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে] কি পাগলের মত সব আবোল তাবোল বকছি না। কিন্তু নীল—

ইন্দ্রনীল। কি পর্ণা?

সুপর্ণা। এমন জায়গায় এই ফ্ল্যাট্—ভাড়া নিশ্চয়ই অনেক?

ইন্দ্রনীল। কিন্তু পছন্দ হয়েছে তো তোমার? আমার তো ভয় হয়েছিল বিলেত ফেরত ব্যাবিষ্টার—

সুপর্ণা। কি যে বল! সত্যিই বলনা, ভাড়া কত?

ইন্দ্রনীল। দুশ টাকা মাসে।

সুপর্ণা। [চম্‌কে] বল কি। দুশো!

ইন্দ্রনীল। তা বললে কি হবে, যেমন যার পরিবেশ। ব্যারিষ্টার মানুষ।

সুপর্ণা। কিন্তু নীল, হাত যে আমাব একেবাবে রিক্ত, শূন্য যাকে বলে। কবে প্র্যাকটিস্ জমবে—

ইন্দ্রনীল। জমবে, জমবে পর্ণা। আজকেব কুঁড়িই তো কাল শতদল মেলবে। কিন্তু সত্যিই পর্ণা, ভাবতে এখনো সত্যিই বিস্ময় লাগছে এমন ব্যাপারটা—

সুপর্ণা। বিস্ময় কিসের?

ইন্দ্র। তুমি ব্যাবিষ্টাব—learned counsel—জজ্ সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে সওয়াল করছো, Me lord—[আনন্দে হাসতে থাকে]

সুপর্ণা। প্রথম যে দিন ডিফেন্স্ নিয়ে কোর্টে দাঁড়াব, যেও তুমি—যাবে না তুমি নীল?

ইন্দ্র। নিশ্চয়ই, যাবো বৈকি তোমার প্রথম সওয়াল শুনতে। কিন্তু তোমার চায়েব পিপাসা পেয়েছে নিশ্চয়ই—

সুপর্ণা। সত্যিই, একেবাবে ভুলে গিয়েছিলাম চায়ের পিপাসা পেয়েচে [সোফা থেকে উঠে] দাঁড়াও, চা করে আনি—

ইন্দ্র। না, না—তুমি বোস পর্ণা, আমি করে আনি—

সুপর্ণা। উহুঁ—ও নহে তোমার কাজ। আহার্য বল, গৃহস্বাচ্ছন্দ্য বলো আমি এগিয়ে দোবো তুমি শুধু গ্রহণ করবে—

ইন্দ্রনীল। পর্ণা!

সুপর্ণা। ভুলে যেওনা—নারীর তো সত্যিকারের পরিচয় সেখানেই—

ইন্দ্র। কিন্তু তুমি তো সাধারণ নারী নও পর্ণা, তুমি যে অনন্যা—

সুপর্ণা। না গো না। নারী নারীই—ঘরে একমাত্র সেই তার পরিচয়। বাইরে জীবিকার জন্য যে বৃত্তিই সে নিক না কেন, ঘরের পরিবেশের মধ্যে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই সে নারী—

ইন্দ্র। কল্যাণী বধূ—শুদ্ধান্তঃচারিণী।

সুপর্ণা। হুঁ। [মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে] বোস, আমি দেখি ওঘরে—[যেতে উদ্যত]

ইন্দ্র। দেখো—সব সাজিয়ে রেখেছি—সব পাবে হাতের কাছেই—

[সুপর্ণা পাশের ঘরে চলে গেল। সুপর্ণা চলে যাবার পর ইন্দ্রনীল ঘুরে বেড়ায় ঘরের মধ্যে। হঠাৎ কি মনে হওয়ায় রেডিওর চাবীটা ঘুরিয়ে দিতেই গান বাজতে থাকে। সেই গানটি :]

আজ শ্রাবন রাতে আকাশ জুড়ে
যখন মেঘের আনাগোনা।
তোমার দেখা পাবো বলে—
পথেই আমি এলাম চলে,
কখন জানিনা, আনমনা।

[ইতিমধ্যে গান হতে হতেই হঠাৎ ইন্দ্রনীলের কি একটা কথা মনে হওয়ায় ইন্দ্রনীল চেঁচিয়ে বলে]

ইন্দ্র। সুপর্ণা। তুমি চা-টা তৈরী করো, আমি এখুনি আসছি—

সুপর্ণা। [নেপথ্যে] দেরি করো না কিন্তু, জল ফুটচে—

ইন্দ্র। না, যাবো আর আসবো।

[ইন্দ্রনীল বের হয়ে যায়। সুপর্ণা এসে ঘরে ঢোকে। রেডিওতে গানটা হচ্ছে, কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে শুনে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। একটু পরেই মনীশ রায় এসে ঘরে ঢোকে। এগিয়ে গিয়ে রেডিওটা বন্ধ করে দেয়। ইতিমধ্যে আঁচলটা কোমরে জড়ান

স্পর্ণা আঁচলে হাত মুছতে মুছতে কথা বলতে বলতে এসে ঘরে ঢোকে।]

সুপর্ণা। জান নীল, বিদেশে বসে তোমার কথা ভাবতে ভাবতে—

[হঠাৎ মুখ তুলে মণীশ রায়কে দেখে থেমে গেল।]

আ—আপনি ! কখন এলেন !

মণীশ। এই মাত্র এলাম। ঘরে আর কেউ ছিল বুঝি ?

সুপর্ণা। হ্যাঁ, ইন্দ্রনীল।

মণীশ। কারখানার সেই মোটর মেকানিক ছেলেটি ? যে তোমাকে receive করতে গিয়েছিল ?

সুপর্ণা। হ্যাঁ—

মণীশ। গেল কোথায় সে ?

সুপর্ণা। বেরুল, এখুনি ফিরবে বলে গেল—কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে কেন মিঃ রায়, বসুন !

মণীশ। [বসতে বসতে] সুপর্ণা।

সুপর্ণা। বলুন।

মণীশ। ঐ লোকটার সঙ্গে তোমার কতদিনের পরিচয় ?

সুপর্ণা। অনেক দিনের।

মনীশ। [পাইপে অগ্নি সংযোগ করতে করতে] I see ! I suppose —you know all his particulars my child ! ওর সম্পর্কে সব কিছুই তুমি জান—

সুপর্ণা। [স্থির কণ্ঠে] জানি।

মনীশ। [পাইপ টেনে ধূমোদ্গীরণ করে] জানো !

সুপর্ণা। হ্যাঁ।

মনীশ। [উঠে পায়চারি করতে করতে] দেখো সুপর্ণা, আজ একটা কথা তোমাকে বলবো—

সুপর্ণা। বলুন।

মনীশ। বলছিলাম, ঐ মোটর মেকানিক ইন্দ্রনীল সম্পর্কে— অবশ্যি কথাটা যদি তুমি অন্যভাবে না নাও—

[ঐ সময় দেখা গেল ইন্দ্রনীল ঘবে ঢুকছিল কিন্তু ঠিক ঐ সময় মনীশ বায়েব কণ্ঠে তাব নামটা উচ্চারিত হতে সে পরদার আড়ালেই থেমে যায়। ঘবে সে আর প্রবেশ কবে না। হাতে তাব একটা বাক্স।]

দেখো, এতকাল পর্যন্ত তোমার জীবনেব যে অধ্যায়টা চলছিল সেটা অতিক্রান্ত হয়ে তুমি আজ সম্পূর্ণ অন্য এক অধ্যায় জীবনেব শুরু করতে চলেছো—

সুপর্ণা। মিঃ রায়!

মনীশ। yes! এবং প্রকৃতপক্ষে তোমার জীবনের যে নতুন অধ্যায় তুমি শুরু করতে চলেছো, তাব সম্পূর্ণ স্বীকৃতি তোমাকে আদায় কবে নিতে হলে তোমাকে ঠিক সেই-ভাবেই প্রস্তুত হতে হবে।

সুপর্ণা। আপনি ঠিক যে কি বলতে চাইছেন—

মনীশ। Don't forget my child! তুমি একজন বিলেত ফেবত ব্যারিষ্টার—তোমাব পবিবেশ, তোমাব Society সম্পূর্ণ পৃথক। তাব একটা আলাদা dignity আছে, prestige আছে—সেখানে একটা মোটব গ্যাবেজের ordinary মেকানিক—

সুপর্ণা। কিন্তু আপনি জানেন না ওর সত্যি পরিচয়, ওর বংশের ঐতিহ্য। কিন্তু সেটা যদি নাও থাকতো, আমি জানি অন্ততঃ মানুষ হিসাবে—শিক্ষায়, কৃষ্টিতে, রুচিতে ও সভ্য সমাজের যে কোন পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিব পাশে সমান মর্যাদায়ই আসন পেতে পারে—

মনীশ। ছেলেমানুষ তুমি! তুমি চেনো না, জানো না আজকের দুনিয়াকে। যাক্‌ যা বললাম, ভেবে দেখো Cool

brainয়ে—তাহলেই হয়ত তুমি বুঝতে পারবে, wheather I am wrong or right। [একটু থেমে] শোন, যে জন্য আজ আমি বিশেষ করে এসেছিলাম—কালই তোমাকে আমি নিয়ে যাবো কোর্টে ওথ্ নিতে—এবং পরশু তোমার সম্মানে ও তোমার আমাদের societyতে introductionয়ের জন্য একটা ঘরোয়া পার্টির আয়োজন করেছি—

সুপর্ণা। পার্টি!

মনীশ। হ্যাঁ—শহরের সব গণ্যমান্যদের সঙ্গে তোমাকে আমি পরিচিত করাবো সেই পার্টিতে—

সুপর্ণা। কিন্তু—সত্যিই কি তার কোন প্রয়োজন আছে?

মনীশ। প্রয়োজন আছে তার সুপর্ণা। এটা হচ্ছে Self publicity আর Propagandaর যুগ—you must be known to every body—you must know every one—সকলের তোমাকে জানা দরকার—তোমারও সকলকে জানা দরকার। অন্তত আমার clientsদের তো জানতেই হবে—তুমি আমার junior!

সুপর্ণা। বেশ—তাই হবে—চায়ের জলটা বোধহয় ফুটে গেছে। আপনি বসুন, আমি ও ঘর থেকে আসচি—

মনীশ। না, আমি আর বসবো না। কাল তো তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছেই—

[মনীশ এগিয়ে যায় দরজার দিকে, সুপর্ণাও ভিতরে চলে যায়। কিন্তু মনীশ দরজার গোড়ায় দণ্ডায়মান ইন্দ্রনীলের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই দাঁড়িয়ে যায়। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মনীশের ভ্রূ-দুটো কুঞ্চিত হয়ে উঠে। মনীশ সরে দাঁড়ায়, ইন্দ্রনীল ভিতরে এগিয়ে যায়। হঠাৎ মনীশ ডাকে।]

মনীশ। ইন্দ্রনীলবাবু!

ইন্দ্র [ঘুরে দাঁড়িয়ে] আমাকে বলছেন?

মনীশ। হ্যাঁ, আজ রাত্রে আমার ক্যামাক্ স্ট্রীটের বাড়িতে একবার দেখা করবে? তোমার সঙ্গে কিছু আমার কথা ছিল।

ইন্দ্র। করবো।

[মনীশ আর দাঁড়াল না। ঘর থেকে বের হয়ে গেল। ইন্দ্রনীল পেস্ট্রীর বাকসটা হাতে নিয়ে মুহূর্তকাল কি যেন ভাবে তারপর বাকসটা নিঃশব্দে টেবিলের উপরে রেখে ঘর থেকে যখন বেরুতে যাবে দুকাপ চা হাতে করে সুপর্ণা এসে ঘরে ঢুকে ওকে বের হয়ে যেতে দেখে কাপ দুটো নামিয়ে রেখে ডাকে]

সুপর্ণা। ইন্দ্রনীল!

[ইন্দ্রনীল সুপর্ণার ডাকে ঘুরে দাঁড়ায়।]

চলে যাচ্ছো যে? বাঃ এত কষ্ট করে চা করে নিয়ে এলাম আর তুমি চা না খেয়েই চলে যাচ্ছিলে?

[এককাপ চা তুলে এগিয়ে ধরে ইন্দ্রনীলের দিকে]

দেখোতো চা ঠিক হয়েছে কিনা?

ইন্দ্র। [চায়ে চুমুক দিয়ে] চমৎকার হয়েছে।

সুপর্ণা। [নিজের কাপে চুমুক দিয়ে] প্রশংসাটা নিছক স্তোক বাক্য নয়তো!

ইন্দ্র। না, না—সত্যিই চমৎকার হয়েছে।

সুপর্ণা। কিন্তু চোরের মত মাথা নীচু করে নিঃশব্দে পালিয়ে যাচ্ছিলে কেন? মিঃ রায়ের কথায়?

ইন্দ্র। [মুখ তুলে] সুপর্ণা! উনি হয়ত ঠিকই বলেছেন!

সুপর্ণা। আড়াল থেকে শুনেছো মনে হচ্ছে সব কথাগুলো আমাদের—

ইন্দ্র। হ্যাঁ, কানে এসেছে।

সুপর্ণা। তবু চলে যাচ্ছিলে?

ইন্দ্র। কিন্তু সুপর্ণা—

সুপর্ণা। আমার 'পরে তোমার দাবীটা কি এতই পলকা, যে—

ইন্দ্র। না, না—ঠিক তা নয় সুপর্ণা।

সুপর্ণা। তবে কি ?

ইন্দ্র। তোমাকে একদিন আমার সমস্ত তপস্যা দিয়ে চেয়েছিলাম, কামনা করেছিলাম পর্ণা। এবং মানুষ বোধহয় যেমন করে ভগবানকেও কামনা করে না, তেমন করে তোমাকে কামনা করেছি। কিন্তু এমনি করে সত্যি যে তোমাকে কোনদিন পাবো স্বপ্নেও বুঝি ভাবি নি, তাই আজ যদি তোমাকে সত্যিই আমাকে হারাতে হয়, নিশ্চয়ই কাঁদবো না জেনো—বরং হাসতে হাসতে বলবো, তাই হোক, তাই হোক।

সুপর্ণা। ইন্দ্রনীল !

ইন্দ্র। হ্যাঁ পর্ণা, কেমন করে জয় করতে হয় সে তো তোমার কাছ থেকেই আমার শিক্ষা—আর জয় যেখানে সুনিশ্চিৎ পরাজয় সেখানে নেই—

[সহসা ঐ সময় সুপর্ণা এগিয়ে এসে ইন্দ্রনীলের একখানা হাত ধরে তার অনামিকার লাল পাথর বসানো আংটিটা খুলবার চেষ্টা করতেই]

এ কি !

সুপর্ণা। [ইন্দ্রনীলের আংটিটা খুলে নিয়ে বলে] এটা আমার আঙুলে পরিয়ে দাও। [হাত এগিয়ে দেয়]

ইন্দ্র। না, না ! পর্ণা !

সুপর্ণা। দেবে না, পরিয়ে দেবে না ?

ইন্দ্র। কিন্তু পর্ণা, সত্যিই আমি তোমার যোগ্য নই —

সুপর্ণা। সে মীমাংসার কি আজো বাকী আছে। দাও—

ইন্দ্র। কিন্তু পর্ণা, এ তুমি কি করলে ঝোঁকের মাথায় ?

সুপর্ণা। কিছু না, তুমি বড় ভীরু, তাই তোমার পাশে দাঁড়াবার অধিকারটুকুই মাত্র কায়েমী করে নিলাম।

ইন্দ্র। [দুহাতে সুপর্ণাকে ধরে গাঢ় স্বরে] পর্ণা তুমি—

সুপর্ণা। বল।

ইন্দ্র। সত্যি, সত্যি—তুমি আমাকে এত ভালবাস পর্ণা।

সুপর্ণা। [নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে] মিঃ রায় ঠিকই বলেচেন। সত্যিই তুমি—

ইন্দ্র। কি ?

সুপর্ণা। সত্যিই তুমি একটি Motor mechanic। কেবল মোটরের কল কব্জা ঘেঁটে ঘেঁটে সেগুলিই বোঝ আর কিছু বোঝ না—

ইন্দ্র। [এগিয়ে] সুপর্ণা !

সুপর্ণা। আর কিছু বোঝ না, কিছু না—

[সুপর্ণা অন্দরের দরজার দিকে এগিয়ে যায় ইন্দ্রনীলও তার দিকে অগ্রসর হয় মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়।]

॥ মঞ্চ ঘুরে যাবে ॥

॥ ২ ॥

[সময় রাত্রি। মনীশ রায়ের গৃহে তার নিজস্ব একটি ঘর। রুচি সম্মত ভাবে ঘরটি সাজানো। ডলি একটা সোফার পরে নিঝুম হয়ে বসে আর মনীশ অস্থির ভাবে, হাতে পাইপ, ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে।]

ডলি। কেমন করে ওদের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় হলো মনীশ ?

মনীশ। তা জানি না।

ডলি। কিন্তু মনীশ, তোমার ভুলও তো হতে পারে ?

মনীশ। ভুল !

ডলি। হ্যাঁ। হয়তো তাদের পরিচয়ের মধ্যে এমন কিছু নেই—

মনীশ। তুমি বুঝতে পারচো না দেবী, নিঃসংশয় না হ'য়ে কথাটা বলিনি। তাছাড়া—

ডলি। তাছাড়া ?

মনীশ। তোমার মেয়েও সেটা অকপটে জানিয়েছে।

ডলি। কিন্তু তোমাব এত ভয় কেন মনীশ। ইন্দ্রনীল কি—

মনীশ। কথাটা তাহলে তোমাকে খুলেই বলি দেবী, মানুষ হিসাবে ইন্দ্রনীল হয়তো খারাপ নয়—bright—promisnig—

ডলি। তবে, তবে তোমাব আপত্তিটা কোথায়। সে যদি সুখী হয়—

মনীশ। শোন দেবী, সুপর্ণা আজ যে জগতে পা বাড়াতে চলেছে যে society তে সে আজ প্রবেশ করতে চলেছে সেখানে সুপর্ণার পাশে ইন্দ্রনীলদের স্থান কেউ দেবে না। মেনেও নেবে না—

ডলি। কিন্তু—

ননীশ। হ্যাঁ, তাব বর্তমান বৃত্তি আর জীবিকার পরিচয়টাই হবে সেখানে সুপর্ণার পাশে গিয়ে মাথা তুলে সমান অধিকারে দাঁড়াবাব সব চাইতে বড় বাধা। অথচ আমি স্পষ্ট বুঝতে পারচি সুপর্ণা ইন্দ্রনীলকে ত্যাগ কববে না। সেখানে সে অত্যন্ত কঠিন ও দৃঢ় সংকল্প। তাই ভাবছি—

ডলি। কি ?

মনীশ। তুমি যদি—

ডলি। আমি। আমি কি ?

মনীশ। তুমি যদি তাকে তার সংকল্প থেকে ফেরাতে পারো।

ডলি। আমি, আমি কি করে ফেরাবো। আর কি করেই বা সম্ভব। তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবারই তো আমার অধিকার নেই।

মনীশ। শোন দেবী, আমি স্থির করেচি পরশু তোমার গৃহেই একটা পার্টি দেবো—

ডলি। পার্টি!

মনীশ। হ্যাঁ পার্টি। এবং সেই পার্টিতেই আমি বর্ত্তমান societyর সঙ্গে স্বপর্ণার পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। তারাও তাকে চেনে না, সেও তাদের চেনে না। অথচ চেনা জানা দরকার।

ডলি। কিন্তু সে আমার বাড়ীতে কেন?

মনীশ। দুটি উদ্দেশ্যেই আমি তোমার বাড়ীতেই দিতে চাই দেবী।

ডলি। আমি তোমার কথা যে বুঝতে পারচি না।

মনীশ। প্রথম উদ্দেশ্য আমার সেখানে সকলে তাকে জানবে-- a new commer in this profession—এবং সেও সকলকে জানবে। দ্বিতীয়--তোমাদের মধ্যেও পরস্পরের পরিচয় ঘটবে। আজ তার তোমাকেও জানবার সময় এসেচে—

ডলি। [আতঙ্কে] না না, সে হয় না মনীশ, সে হয় না।

মনীশ। হবে। নিশ্চয়ই হবে---

ডলি। না, না—পারবো না, আমি পারবো না। মরে গেলেও তার সামনে গিয়ে এজীবনে আর আমি দাঁড়াতে পারবো না।

মনীশ। [দৃঢ় কণ্ঠে] পারতে তোমাকে হবেই দেবী।

ডলি। না, না—কেন তুমি বুঝতে পারছো না মনীশ—কে আমি, সমাজে আমার পরিচয় কি? গৃহত্যাগিনী, এক নর্ত্তকী এক অভিনেত্রী মাত্র—

মনীশ। দেবী, please শোন। আমার কথাটা আগে শোন—

ডলি। কি শুনবো আমি। কি আর শুনবো, কি আর শোনবার আছে আমার-- [দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে।]

মনীশ। [মাথায় হাত রেখে] দেবী।

ডলি। মৃত, আমি তো মৃত মনীশ, আমি তো আজ মৃত!

মনীশ। দেবী, লক্ষ্মীটি, শোন—

ডলি। তবু একটা সান্ত্বনা আজো আছে তার, অগ্নিদগ্ধ হয়ে তার যে মা বাপ একদিন মারা গিয়েছিল, তারা আর যাই হোক, মাতাল জুয়াড়ী নয়, নর্তকী—গৃহত্যাগিনী ভ্রষ্টা নয়।

মনীশ। কেন, কেন আজো তুমি মিথ্যা জুজুর ভয়ে চোরের মত তোমার সন্তানের কাছ থেকে আপনাকে লুকিয়ে বেড়াবে? এইখানেই এর শেষ হোক। তোমার মিথ্যা আত্মপীড়নের অবসান হোক---

ডলি। কিন্তু মনীশ—সে যদি- -

মনীশ। সব কথা শোনবার পর ঘৃণায় তোমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এইত---কিন্তু তাতেই বা ক্ষতি কি। সারাটা জীবন ধরে ঐ মিথ্যা ভীতির সঙ্গে আপোষ করে চলার চাইতে সেও কি শ্রেয় নয়?

ডলি। নিয়তি, আমার নিয়তি!

মনীশ। না নিয়তি নয়। তোমার ভীরু মনের দৈন্য।

ডলি। মনীশ!

মনীশ। শোন দেবী, তাকে আমার যতদূর জানবার সুযোগ হয়েছে এবং মিস মামেনের কাছ থেকে তার যতটা পরিচয় পেয়েছি, এ আশংকা তোমার হয়ত অমূলক। তাছাড়া শুধু একা তোমার জন্যই নয় আজ আমার দিক থেকেও তোমাদের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় ঘটুক একান্ত প্রয়োজন।

ডলি। কি বলচো তুমি!

মনীশ। তুমি তো জানো যে সে রাত্রে মা আমার গৃহ ছেড়ে চলে

গিয়েছেন আর তিনি প্রত্যাবর্তন করেন নি। তাই মার সামনে দাঁড়িয়ে আজ আমারও সত্যকে স্বীকৃতি দেবার সময় এসেছে। আমরা সকলেই এবারে সত্যের মুখো মুখী দাঁড়াবো। তুমি, আমি, সুপর্ণা—সবাই। পারবে না, পারবে না তুমি দেবী ?

ডলি। [অশ্রু ঝরা চোখে] আজকের, আজকের রাতটা ভাববার তুমি আমাকে সময় দাও মনীশ—আজকের রাতটা—[উঠে দাঁড়িয়ে] আমি যাই—

মনীশ। দাঁড়াও, ড্রাইভারকে বলি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে—

ডলি। না, না—আমি একাই যেতে পারবো।

[ডলি চলে গেল আর মনীশ কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো বাক্স থেকে বেহালাটা নামিয়ে নিয়ে তাতে সুর দিল। বেহালা বাজাচ্ছে এমন সময় ইন্দ্রনীলকে দরজার গোড়ায় দেখা গেল। ইন্দ্রনীল কিন্তু ডাকতে পারে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজানো শুনতে থাকে। হঠাৎ একসময় মনীশেরই নজর পড়ায় সে বেহালা থামিয়ে আহ্বান জানায় ইন্দ্রনীলকে।]

মনীশ। এসো, এসো ইন্দ্রনীল। I was so long waiting for you !

[ইন্দ্রনীল ঘরে এসে ঢুকল।]

বোস। দাঁড়িয়ে কেন, বোস—

ইন্দ্র। আপনি আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন আজ রাত্রে—

মনীশ। হ্যাঁ। বোস—

[ইন্দ্রনীল কিন্তু বসে না, দাঁড়িয়েই থাকে আর মনীশও সঙ্গে সঙ্গে কথাটা বলতে পারে না, পায়চারি করতে থাকে ঘরের মধ্যে, এবং এক সময় পায়চারি থামিয়ে বলে।]

ইন্দ্রনীল, আমি বুঝতে পেরেচি, তুমি সুপর্ণাকে ভালবাসো আর সুপর্ণাও তোমাকে ভালবাসে।

ইন্দ্র। আপনি কি এই কথাটা বলবার জন্যই আমাকে এখানে আসতে বলেছিলেন ?

মনীশ। আমি তোমাকে একটা request করবার জন্যই ডেকে পাঠিয়েছিলাম ইন্দ্রনীল। একটা শুধু অনুরোধ জানাব বলে।

ইন্দ্র। অনুরোধ !

মনীশ। হ্যাঁ, কাবণ তুমি যে শুধু সত্যি সত্যিই সুপর্ণাকে ভালবাস তাই নয়—এও আমি জানি এককালে তোমার বংশের ঐতিহ্য ছিল, তুমি বুদ্ধিমান—তুমি—

ইন্দ্র। মিঃ রায়, আপনি যদি কেবল আপনার অনুরোধটুকু জানাতেন তো বাধিত হতাম।

মনীশ। সুপর্ণাব জীবনেব রাস্তা থেকে তোমাকে সরে যেতে হবে—

ইন্দ্র। কি, কি বললেন ?

মনীশ। বললাম তো তোমাকে তার জীবনের পথ থেকে সরে যেতে হবে।

ইন্দ্র। কিন্তু কেন বলুন তো ? সরে যাব কেন ?

মনীশ। তোমার এবং তাব উভয়েরই মঙ্গলেব জন্য।

ইন্দ্র। কি সে মঙ্গল জানতে পারি কি ?

মনীশ। শোন ইন্দ্রনীল, সুপর্ণা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে এবং তুমি যেখানে বর্তমান দাঁড়িয়ে আছো, দুটো জীবন এবং তার পরিচয়, পাবিপার্শিক ও কৃষ্টি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেদিক থেকে তোমাদের মিলন অসবর্ণ—

ইন্দ্র। এই তো আপনি বলতে চান মিঃ রায়, সে একজন বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার আমি একজন সাধারণ গ্যারেজের মোটর মেকানিক, তাই আমাদের মিলন—

মনীশ। না, না ইন্দ্রনীল, শুধু তাই নয়—তোমরা দুজনে দুই

সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের মানুষ—এ মিলন শান্তির হতে পারে না, সুখের হতে পাবে না—

ইন্দ্র। কিন্তু সে জন্য আপনাব মাথা ব্যথা কেন মিঃ রায়!

মনীশ। যে হেতু তোমাদের দুজনারই বয়স অল্প, তোমবা বুঝতে পারচো না, কিন্তু আমি আমাব অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারচি—তোমরা সুখী হবে না, হতে পারো না। এবং তোমাদের দুজনারই মঙ্গল চাই আমি।

ইন্দ্র। আপনাব বক্তব্য নিশ্চয়ই শেষ হয়েচে, আমি এবারে যেতে পারি—[অগ্রসব হয় দবজাব দিকে]

মনীশ। ইন্দ্রনীল, শোন, শোন—

ইন্দ্র। মিঃ বায়, আপনি হয়ত জানেন না, আপনি আজ যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন—সাত পুরুষ ধবে আমাব পূর্বপুরুষ চৌধুবীরা হয়তো ওর চাইতেও উচুঁতে দাঁড়িয়েছিল একদিন—অর্থে, প্রতিপত্তিতে, শিক্ষায়, মর্যাদায় কোন অংশেই তারা কারো চাইতে কম ছিল না। সেই বংশেরই একজন হয়ে আজ আমাকে জীবিকাব জন্য মোটব মেকানিক হতে হলেও সে জন্য আমাব মনের মধ্যে কোথাও এতটুকু লজ্জা নেই—

মনীশ। না, না—আমি ঠিক তা বলিনি—

ইন্দ্র। হ্যাঁ, ঠিক সেই কথাটাই আপনি স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই আজ রাত্রে আমাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। যাক্ সে কথা—তবে আপনি হয়ত জানেন না, তাকে আমি ভালবাসি বটে কিন্তু বিবাহ করার কথা তাকে আমি আজ পর্যন্ত কল্পনাও করিনি—

মনীশ। ইন্দ্রনীল—

ইন্দ্র। কিন্তু কল্পনা না করলেও সে যদি আমাব স্ত্রী হয়, আমার পাশে এসে কোনদিন দাঁড়াতে চায় তাকে আমি মাথায়

কবে নেবো সেদিন—সূপর্ণার মত সৌভাগ্য আমার জীবনে যদি আসেই তাকে কি আমি হারাতে পারি, আমি কেন কোন পুরুষই হয়ত কোন দিন পারতো না। আচ্ছা আসি, নমস্কার।

[ঝড়ের মতই যেন ইন্দ্রনীল ঘর থেকে বের হয়ে গেল। আর হতবাক মনীশ রায় ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলো। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়।]

॥ মঞ্চ ঘুরে যাবে ॥

॥ ৩ ॥

[ডলি রায়ের বাড়ির একটি হলঘর। সময় রাত্রি। ঘরটি এমন ভাবে সজ্জিত যে পশ্চাৎ দিকে একটি ভারী পর্দা ঝুলছে এবং পর্দার ওদিকে নাটমঞ্চ একটি তৈরী হয়েছে। ঘরটি উৎসবের জন্য সুন্দর ভাবে সজ্জিত। এদিক ওদিক খানকতক চেয়ার ও সোফা এবং একপাশে একটি ওয়ার ড্রোব। ঘরের দুপাশে দুটি দরজা—নেটের পর্দা ঝুলছে। মাঝখানে ফ্লাওয়ার ভাসে এক থোকা সিজন ফ্লাওয়ার। মঞ্চ ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে—ঘরের মধ্যে অতিথি অভ্যাগতদের ভিড। ভিড়ের মধ্যে স্ববেশিনী ডলিরায়ও আছে। সাহিত্যিক অপরেশের সঙ্গে কথা বলচে।]

অপরেশ। আমি ত ভেবেছিলাম ডলি দেবী—সোসাইটি বর্জন করে আপনি বুঝি সবার কাছ থেকে একেবারে লুকিয়ে ফেললেন নিজেকে—

ডলি। [মৃদু হেসে] তা আর পারলাম কোথায় অপরেশবাবু।

[হলের অপরদিকে নাট্যকার গুণময় ঢোল ও সিনেমা এডিটার বগলা পাকড়াশী কথা বলছিল।]

গুণময়। উঃ, যদি পেতাম আমার 'ট্রেন জার্ণী' নাটকে হৈমন্তীর রোলে ডলি দেবীকে—বগলা !

বগলা। নতুন নাটক লিখেছেন নাকি ?

গুণময়। ছকে ফেলেচি, এখন কেবল সিনগুলো লেখাই বাকী।

মিঃ মুখার্জী। এই যে নাট্যকার—আমি ভাবছি একটা production করবো এবারে—সংলাপের দায়িত্ব দেবো আপনাকে—

বগলা। সত্যি ? publicityর ব্যাপারটা কিন্তু তাহলে আমি নেবো।

গুণময়। হ্যাঁ, সেই সঙ্গে চারটে white horse, তারও ব্যবস্থা করবেন কিন্তু মিঃ মুখার্জি।

বগলা। [বাগত কণ্ঠে] মানে ?

গুণময়। [মৃদু হেসে] দলীয় না হলেই ত কচু কাটা কাটবেন তাই শ্বেত ঘোড়ার ব্যবস্থা আব কি। নচেৎ সংলাপ তখন আমার প্রলাপ হয়ে দাঁড়াবে, তাই producer কে সাবধান কবে দিচ্ছি।

বগলা। কি বলছেন স্পষ্ট করে বলুন ?

মিঃ মুখার্জী। আঃ, যেতে দাও—এই যে ডলি দেবী আসচেন—

ডলি। নমস্কার। ভালতো মিঃ মুখার্জী ?

মিঃ দত্তরায়। মিস রায়—

ডলি। মিসেস রায়—

মিঃ চট্টোখণ্ডি। No no—নহ মাতা, নহ কন্যা নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী, হে নন্দনবাসিনী উর্বশী! কিন্তু আমাদের রায় সাহেবকে দেখচি না কেন—

মিঃ মুখার্জী। আজ কিন্তু আপনার নৃত্য গীতে আমাদের অভ্যর্থনা করতে হবে, ডলিদেবী!

ডলি। [মৃদু হেসে] আর কি সে বয়স আছে মিঃ মুখার্জী, তবে ভয় নেই আয়োজন হয়েচে।

মিঃ চট্টোখণ্ডি। সত্যি!

[ঐ সময় মনীশ রায় ও স্থপর্ণার প্রবেশ। সকলে মনীশকে অভ্যর্থনা জানায়।]

মনীশ। দুঃখিত, আমার দেরী হয়ে গেল। let me introduce স্থপর্ণা ভট্টাচার্য, a young and new blood in our profession, মিঃ চট্টোখণ্ডি! [অতঃপর একে একে সকলের সঙ্গে মনীশ পরিচয় করিয়ে দেয় স্থপর্ণার।]

মিঃ দত্ত রায়, crimuial side য়ের একছত্র সম্রাট, মিঃ চ্যাটার্জী, ইনিও বার-এ্যাট্-ল, মিঃ মুখার্জী--not only bar at law business magnetও একজন, গুণময় ঢোল, প্রখ্যাত নামা সাহিত্যিক ও নাট্যকার, বগলা পাকড়াশী, cinema editor, অপরেশ লাহিড়ী সাহিত্যক, এম, পি,—আর ইনি ডলি রায়—

মিঃ চট্টোখণ্ডি। উঁহু। বল, উনি নন্দনবাসিনী উর্বশী!

গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে—

ডলি। [বিরক্ত কণ্ঠে] আঃ মিঃ চট্টোখণ্ডি চলুন, আমরা সবাই পাশের ঘরে গিয়ে বসি এখানে এবারে নৃত্য গীত শুরু হবে—

মিঃ চট্টো। পাশের ঘরে—

ডলি। সেখান থেকেই ভাল দেখা যাবে। আসুন—

[ওরা একে একে বের হয়ে যায় তারপর bang দিয়ে music শুরু হয়। Music-য়ের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতে পর্দা অপসারিত হয় ও নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা শুরু হয় নেপথ্য সংগীত সহ। নৃত্যশেষে মঞ্চ ঘুরে যাবে—ডলির নিজস্ব সেই পূর্বের কক্ষ প্রকাশিত হবে। একটা চেয়ারে স্থপর্ণা বসে। সামনে দাঁড়িয়ে মনীশ।]

॥ মঞ্চ ঘুরে যাবে।

॥ ৪ ॥

[সময় রাত্রি। ডলিব শয়ন ঘব। ঢং ঢং কবে বাত্রি এগারটা ঘোষিত হলো। সুপর্ণা সোফা থেকে উঠে দাঁড়ায়। মনীশকে বলে]

সুপর্ণা। অনেক রাত হলো, মিঃ রায়, এবারে আমি যাবো।

মনীশ। সুপর্ণা!

সুপর্ণা। বলুন।

মনীশ। অনেকেব সঙ্গেই আজ রাত্রে তোমার পরিচয় হলো কিন্তু আরো বিশেষ একজনের সঙ্গে যে তোমার আজ পরিচয় হওয়া দরকার।

সুপর্ণা। আরো বিশেষ একজন, কে বলুন তো?

মনীশ। সুপর্ণা—মানুষের জীবনের সত্যি কাহিনী এক এক সময় উপন্যাসের চাইতেও রোমাঞ্চকর হয়—

সুপর্ণা। [বিস্ময়ে] আপনাব কথাটা ঠিক বুঝতে পারচি না যেন।

মনীশ। শোন সুপর্ণা, এতকাল তুমি জেনে এসেছো, তোমার মা, বাবা এক রাত্রে দুর্ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মাবা যান—কিন্তু তা সত্যি নয়—

সুপর্ণা। [উঠে দাঁড়িয়ে] কি, কি বললেন!

মনীশ। তারা দুজনে আজো বেঁচে--

সুপর্ণা। বেঁচে! সত্যি—সত্যি বলচেন?

মনীশ। হ্যাঁ।

সুপর্ণা। [ব্যগ্র কণ্ঠে] তবে কোথায় তাঁরা?

[ইতিমধ্যে বোরখায় আবৃত ডলি এসে ঘরে প্রবেশ কবতেই]

মনীশ। এসো, এসো দেবযানী, সংকোচ কেন? ইনিই তোমার মা সুপর্ণা। তোমার মার সঙ্গে কথা বল—

[কথাটা বলে মনীশ ঘর থেকে বের হয়ে যায়। আব হতভম্ব—যেন পাথর হয়ে বোরখা আবৃত নারীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে সুপর্ণা। কয়েকটা মুহূর্ত কোন বাক্যই যেন মুখ দিয়ে সরে না।]

স্বপর্ণা। [বিস্ময়ে] মা! তু—তুমিই আমার মা!

ডলি। স্বপর্ণা!

স্বপর্ণা। মা, মাগো—আমার মা—মা—[এগিয়ে গিয়ে পাগলের মতই যেন সহসা স্বপর্ণা ডলিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে] মা, আমার মা। তুমি আমার মা—

ডলি। [সস্নেহে স্বপর্ণার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে] স্বপর্ণা—স্বপর্ণা—

স্বপর্ণা। না না—খোল, খোল ও বোরখা—দেখতে দাও, আমাকে দেখতে দাও মা তোমার মুখখানা—চিনে নেবো, আমি ঠিক চিনে নেবো আমার মাকে। দেখি—দেখি— [স্বপর্ণা অতীব আগ্রহে বোরখা সরিয়ে দেয় এবং বোরখা সরাবার পর স্বপর্ণা ওর মুখের দিকে তাকিয়েই অস্ফুট আর্ত চিৎকার করে দু'পা পিছিয়ে আসে।]

না, না, না—না!

ডলি। [চোখে জল] স্বপর্ণা—

স্বপর্ণা। [ঘৃণায়] ছিঃ ছিঃ না, না—তুমি যাও, তুমি যাও এখান থেকে। এ হতে পারে না, এ হতে পারে না, তুমি আমার কেউ হতে পারো না। [দু'হাতে মুখ ঢেকে টলতে টলতে, কাঁপতে কাঁপতে সোফাটার 'পরে বসে পড়ে। অবরুদ্ধ কান্নায় যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়।]

ডলি। স্বপর্ণা!

স্বপর্ণা। [কান্না ঝরা কণ্ঠে] এ তুমি কি করলে, এ তুমি কি করলে! পরিচয় দাওনি, পরিচয় ছিল না এতদিন, দূরেই ছিলে—অজ্ঞাত, অচেনা—তাই—তাই না হয় থাকত বাকী জীবনটা আমার সত্য হয়ে। এ তুমি কি করলে, এ তুমি কি করলে? [উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে] আমি, আমি— যাই [যেতে উদ্যত]

ডলি। স্বৃপর্ণা, দাঁড়া, একটু দাঁড়া মা, একটা কথা শুনে যা তোর অভাগিনী মায়ের—

স্বৃপর্ণা। না, না—কিছু আর আমি শুনতে চাই না, কিছু না—সব শোনা আমার শেষ হয়ে গিয়েছে—বাঃ বাঃ চমৎকার, চমৎকার,—স্বৃপর্ণা ভট্টাচার্য—এক রূপজীবিনী—বার বনিতার পাপের ফল—[পাগলের মত হঠাৎ হেসে ওঠে এবং হাসতে থাকে। এবং হাসতে হাসতেই চলে যাচ্ছিল, বাধা দিল ডলি।]

ডলি। স্বৃপর্ণা, স্বৃপর্ণা—শোন, শোন মা—তোকে সব কথা আজ অকপটেই বলবো বলেই যে সমস্ত লজ্জার মাথা খেয়ে তোর সামনে এসে দাঁড়িয়েছি রে—

স্বৃপর্ণা। [অব্যক্ত ঘৃণায়] সব কথা বলবে। কি কথা বলবে তুমি—কি কথা আর তোমার বলবার আছে। তোমার যৌবনের অসংযম, কুৎসিত লালসার—পাপের ফল আমি, এই কথাটাই তো বলবে! সে তো শুনেচি আমি, সে তো জানলাম, সে তো জানলাম। আর, আর কি নতুন করে আমি শুনবো, আর কি শুনবো—[কেঁদে ফেলে।]

ডলি। স্বৃপর্ণা।

স্বৃপর্ণা। কিন্তু কেন, কেন একাজ করলে! জীবনের আমার এতদিনকার মিথ্যাটাই না হয় সত্যি হয়ে থাকতো—

ডলি। স্বৃপর্ণা, আমারও তো কিছু বলবার থাকতে পারে—

স্বৃপর্ণা। না, না—কিছু তোমার বলবার নেই, কিছু নেই—যেতে দাও, যেতে দাও আমাকে—

[এগিয়ে যায় আবার দরজার দিকে।]

ডলি। দাঁড়া, ওরে একটু দাঁড়া মা, একটু দাঁড়া—একটা কথা কেবল শুনে যা—

স্বৃপর্ণা। না, না, না—সরো সরো—

ডলি। [শক্ত কণ্ঠে] তবে শুনবি না ?

স্মৃপর্ণা। না, না—

ডলি। তাহলে সত্যিই তুইও আজ আমার দিক থেকে ঘৃণায় মুখ ফিবিয়ে নিয়ে চলে যাবি। ওবে, ওরে এই জন্যই কি দশ মাস দশ দিন তোকে গর্ভে ধরেছিলাম, এই জন্যই কি মা হয়েও শুধু তোকে সমস্ত পাপ, অন্যায় ও অপমানের স্পর্শ থেকে বাঁচাবার জন্য দূরে সরিয়ে তোকে মাথা তুলে বেঁচে থাকবার পথ করে দিয়েছিলাম একদিন !

স্মৃপর্ণা। কেন, কেন তা করেছিলে ? জন্মমুহূর্তে কেন গলা টিপে মেরে ফেললে না, কেন বিষ তুলে দাওনি মুখে !

ডলি। কেমন কবে, কেমন কবে তুই বুঝবি, মায়ের বুকে সন্তানের জন্য কি মমতা, কি আকুতি—কি স্নেহ তাকে অন্ধ করে দেয়—

স্মৃপর্ণা। মা— সন্তান ! না, না—কোন দিন, কোন দিন 'তুমি মা হ'তে পারো নি। আর কোন দিন কোন সন্তানও তোমার জন্মায় নি। সরে যাও, সরে যাও তুমি—

[স্মৃপর্ণা যাবাব জন্য আবাব দবজাব দিকে এগুতেই এবারে যেন ডলি তাব সামনে ভেঙে পড়ে এবং ক্রন্দন জড়িত কণ্ঠে বলে—]

ডলি। ওরে তুই আজ আমাকে এমন করে ফেলে যাস না ! সন্তান তুই—মা হয়ে যদি সন্তানের কাছে অপরাধ করেই থাকি তার কি ক্ষমা নেই ?

স্মৃপর্ণা। না, না—ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই—

ডলি। [উঠে দাঁড়িয়ে] বেশ, তবে তাই হোক। তোর পথ আর আমি আগলাব না কিন্তু যাবার আগে তোকে সব কিছু শুনে যেতেই হবে। তারপর চলে যাস তোর ঐ ভব্য, পবিত্র সমাজে—তোর ঐ গৌরবের মাঝে, আপনার জনেদের মাঝে। কিন্তু দেখেছিস, কখনো দেখেছিস ওদের

সত্যিকারের চেহারাটা? দেখেছিস কখনো, ওদের ঐ শিক্ষা, রুচি, কৃষ্টি ও আভিজাত্যের গিল্টি করা ঝক্ ঝকে মুখোসটার তলায় কি জঘন্য লালসার পঙ্কিল ফেনা, কি কুৎসিত লোভ আর স্বার্থের চক্রান্ত—শোন, শোন তবে—

[ডলি রায় বলতে থাকে আর ধীরে ধীরে মঞ্চের আলো নিভে-আসে। ঝাপসা অন্ধকারে শুধু দেখা যায় আবছায়া দুটি মূর্তি আর শোনা যায় ডলি রায়ের কণ্ঠস্বর।]

তোর তখনও জন্ম হয়নি—গর্ভে তুই আমার—সেই সময়ই এক রাত্রে তোরই মাতাল, জুয়াড়ী বাপ অর্থের লোভে নিদ্রিতা আমার ঘরে একটা শয়তানকে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজায় শিকল তুলে দিয়েছিল—

সুপর্ণা। [আর্ত কণ্ঠে] সে কি?

ডলি। হ্যাঁ। ঘুমিয়ে ছিলাম হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল একটা বিজাতীয় স্পর্শে। বার বার চিৎকার করলাম, দরজা খুলে দাও—কিন্তু তোর বাপ খুলে দিল না—শেষে অনোন্যপায় হয়ে ভারী পিতলের একটা পানের ডিবে অন্ধকারে ছুঁড়ে লোকটাকে আহত করে কোন মতে বাইরে আসি—

সুপর্ণা। তারপর?

ডলি। তারপর রাস্তা—আর চারিদিকে শুধু লালসার পঙ্কিল হাতছানি। কিন্তু তাতেও আমি সাহস হারাইনি--

সুপর্ণা। বল, বল থামলে কেন?

ডলি। এক পতিতা নারী আমাকে আশ্রয় দেয়। সে আমার দুর্দশার কাহিনী শুনে আমাকে বাঁচবার রাস্তা দেখিয়ে দেয়। নেচে গেয়ে জীবিকার্জন করতে থাকি। এমন সময় আমার কোলে এলি তুই। আর তোর সেই মাতৃত্বের দাবীকে স্বীকৃতি দিতে গিয়েই সব, সব সহ্য করেছি আমি। আকণ্ঠ গরল দিনের পর দিন পান

করেছি। তোর জন্য, শুধু তোর জন্য, শুধু তোকে সেই পাপ আর অমঙ্গল থেকে বাঁচাতে দূরে সরিয়ে দিয়েছি, আমার পরিচয়টুকু পর্যন্ত তোর জীবন থেকে মুছে দিয়েছি ; বল্ বল তুই, সে অপরাধের কি ক্ষমা নেই ?

সুপর্ণা। আছে আছে, ক্ষমা আছে—

[ক্রমশঃ ঐ সময় মঞ্চ আবার পূর্বের মত আলোকিত হয়ে উঠে।]

হ্যাঁ, পৃথিবীর আর কারো ক্ষমা তুমি না পেলেও আমি—আমি তোমায় ক্ষমা করবো মা !

ডলি। [চিৎকার করে] মা ! [দুই হাত বাড়িয়ে দেয় সুপর্ণার দিকে ডলি। সুপর্ণা ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকের পরে]

সুপর্ণা। মা ! মাগো !

[এতবড় উত্তেজনা বুঝি ডলি সহ্য করতে পারে না। কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যাচ্ছিল। সুপর্ণা তাকে আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে ওঠে।] মা। মা--

[হন্ত দন্ত হয়ে মনীশ এসে ঘরে ঢোকে। তাড়াতাড়ি ডলিকে ধরে একটা সোফার পরে শুইয়ে দেন।]

একি হলো মিঃ রায়, একি হলো।

মনীশ। কিছু হয়নি। উত্তেজনায় জ্ঞান হারিয়েছেন।

সুপর্ণা। একজন ডাক্তার ডাকলে হতো না।

মনীশ। না, প্রয়োজন হবে না। এখানে শুয়ে থাক। আপনা থেকেই এক সময় জ্ঞান ফিরে আসবে। চল বরং তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি, রাত অনেক হয়েছে।

সুপর্ণা কিন্তু--

মনীশ। কাল সকালে আবার এসো। জ্ঞান ফিরে আসবার পর ও কিছুক্ষণ একলা থাকে তাই আমি চাই, চল—

[মনীশ ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিতেই খোলা জানালা পথে এক ঝলক চাঁদের আলো এসে ঘরে ঢুকল। মনীশ সুপর্ণাকে নিয়ে

বের হয়ে গেল। যাবার সময় সুপর্ণা বার বার তাকাতে তাকাতে যায়। তারপর কয়েক সেকেণ্ড মাত্র মঞ্চ ঐরূপ মৃদু চন্দ্রালোকিত থাকবে। Back ground যে music চলবে—slow tempoতে। ধীরে ধীরে ডলির জ্ঞান ফিরে আসবে।]

ডলি। [মৃদু কণ্ঠে] সুপর্ণা। সুপর্ণা—[উঠে বসে ডলি। এদিক ওদিক তাকায়, আবার ডাকে] সুপর্ণা !

[ঐ সময় চোরের মত এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে রাখাল এসে ঘরে ঢোকে। আবছায়া রাখালকে ঘরে ঢুকতে দেখে সভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে ডলি।] কে ! কে !

রাখাল [চট করে সুইচ টিপে আলো জ্বালে] আমি ! আমি।

ডলি। [উঠে দাঁড়িয়ে] একি ! তুমি। [কঠোর কণ্ঠে] কেন, কেন আবার এসেচো তুমি এ বাড়ীতে ?

রাখাল। [মৃদু হাস্যে] সবই ত জান সখি,

এ দীন ভিখারী, কেন
আসে বার বার
তব প্রাসাদের দ্বারে।

ডলি। [পূর্ববৎ কঠোর কণ্ঠে] তোমাকে না বলে দিয়েছিলাম, এবারে তুমি এলে আমি, আমি তোমাকে নিশ্চয়ই গুলি করে মারব।

রাখাল। নিশ্চয়ই, মনে আছে বৈকি। এ কি ভোলবার কথা ! যাবো, চলে যাবো, এখুনি চলে যাবো, প্রতিজ্ঞা করচি আর আমি আসবো না এই শেষ বারের মত, বেশী নয় তুমি আমায় হাজার পাঁচেক টাকা দাও ডলি দেবী—

ডলি। একটি কপর্দকও আর নয়—

রাখাল। তুমি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করচো ডলি ! সত্যি বলচি—মা কালীর দিব্বি, আর আর কখনো টাকা চাইতে আসবো না তোমার কাছে।

ডলি। বললাম তো এক কপর্দকও আর পাবে না তুমি।

রাখাল। দাও, please—

ডলি। না, না—

রাখাল। দেবে না?

ডলি। না, না-না—

রাখাল। [শার্গ করে] well! তাহলে আর কি হবে। একান্তই যখন তুমি দেবে না, আমাকে তোমার মেয়ের কাছেই তাহলে যেতে হচ্ছে—

ডলি। [চম্‌কে] কি! কি বললে?

রাখাল। তুমি যখন নারাজ, তখন আমারই বা অন্য কোন পথ আছে বল। হাজার হোক মেয়েতো, বাপকে নিশ্চয়ই সে ফিরিয়ে দেবে না।

ডলি। সে তোমাকে টাকা দেবে তুমি ভাবো। তাকে তুমি চেনো না—

রাখাল। দেবে, দেবে—তার মায়ের কীর্তির কথা যখন জানতে পারবে, পৃথিবীর সবাই—

ডলি। তাহলে শুনে যাও, তোমাকে হতাশ হতেই হবে।

রাখাল। হতাশ হতে হবে!

ডলি হ্যাঁ, কারণ আজ আর তার কোন কথাই জানতে বাকী নেই। আমি নিজে সব তাকে বলেচি---

রাখাল। [চম্‌কে] দেবযানী!

ডলি। হ্যাঁ—সে সব শুনেচে। আরো শুনে যাও, সব কথা শোনার পর সে আমাকে ত্যাগ করেনি, মা বলে ডেকেছে—

রাখাল। [কৌতুক কণ্ঠে] কি বললে! মা বলে ডেকেছে। মা।
[হঠাৎ হাঃ হাঃ করে উচ্চ কণ্ঠে হেসে ওঠে রাখাল।]
মা, মা। আর সে সব শুনেছে। তাই না দেবযানী

দেবী, কিন্তু সে বোধ হয় এইটাই জেনেছে যে সে আমারই ঔরস জাত—আর তাই তার মায়ের সমস্ত কলঙ্ক চাপা পড়ে গিয়েছে—

ডলি। [সভয়ে] কি, কি বলচো তুমি?

রাখাল। তাহলে তো তার জানা দরকার সে অন্তত রাখাল ভট্টাচার্যের—

ডলি। [ভীত ব্যাকুল কণ্ঠে] না, না—

রাখাল। [উন্মাদ কণ্ঠে] Yes! She must know—রাখাল ভট্চাযের ঔরসজাত সে নয়—O. K. Good night—
[চলে যাবার জন্য এগতেই—]

ডলি। [এগিয়ে এসে] না, না—একাজ তুমি করতে পার না, এত বড় মিথ্যা, সর্বনাশ—না, না—[পাগলের মত ছুটে গিয়ে ডলি ওয়ারড্রোব থেকে লোডেড পিস্তলটা টেনে বের করে উন্মাদ কণ্ঠে বলে] দাঁড়াও—

রাখাল। [নির্ভয়ে হেসে] ভয় দেখাচ্ছো ডলি দেবী, রাখাল ভট্চাযকে ভয় দেখাচ্ছো—হাঃ হাঃ হাঃ [এগুতে যায় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ডলির হাতের পিস্তল গর্জে ওঠে। রাখালের পেটে লাগে। সে আর্ত চিৎকার করে টলে পড়ে।]

আঃ দেবী you—you, তুমি আমায় সত্যি সত্যিই—
[মাটিতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে কাতরাতে থাকে। ডলি যেন পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে বোবা দৃষ্টিতে রাখালের দিকে চেয়ে। রাখাল আবার বলে ভগ্ন কণ্ঠে]

বেশ করেচো ডলি, বেশ করেচো। এরই প্রয়োজন ছিল! কিন্তু, আঃ—আর দেরী করো না—একটা কাগজ, একটা কলম—পেনসিল যা হয় দাও, লিখে যাই, আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

[সহসা ঐ সময় ছুটে এসে ডলি মাটিতে বসে পড়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরে আহত রাখালকে কেঁদে ওঠে]

ডলি। না, না—এ আমি কি করলাম, কি করলাম!

রাখাল। ডলি। don't be sentimental! কাগজ নিয়ে এসো কা-গ-জ—

ডলি। [ক্রন্দন জড়িত কণ্ঠে] না, না-না—

॥ মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যাবে ॥

॥ ৫ ॥

[পরদিন সকাল। সুপর্ণার বাড়ির ঘর। সুপর্ণা একটা সোফার পরে দুহাতে মুখ ঢেকে বসে আছে স্তব্ধ হয়ে। মনীশ রায় ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে। হঠাৎ সুপর্ণা মুখ তোলে অশ্রু ভেজা চোখে]

সুপর্ণা। একি হলো মিঃ রায়, একি হলো! আমি যে কত আশা করেছিলাম মাকে নিয়ে এবার নতুন জীবন শুরু করবো।

মনীশ। তুমি তো আজ এ ভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না সুপর্ণা। আজ সারা পৃথিবীতে তোমার মায়ের একমাত্র আপনার জন তো তুমিই—

সুপর্ণা। কিন্তু—

মনীশ। শক্ত হয়ে দাঁড়াও। let us think—কি করে আজ তাকে আমরা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারি—

সুপর্ণা। পারবো! আমরা পারবো কি?

মনীশ। নিশ্চয়ই। আমাদের যে পারতেই হবে।—

সুপর্ণা। [দৃঢ় কণ্ঠে] হ্যাঁ, পারবো মিঃ রায়। আমি মাকে আদালতে defend করবো।

মনীশ। [বিস্ময়ে] তুমি!

সুপর্ণা। হ্যাঁ, আমি। let me stand—দাঁড়াতে দিন, আমাকে মার হয়ে দাঁড়াতে দিন মিঃ রায়—

মনীশ। কিন্তু সুপর্ণা—

[মনীশের মা হৈমবতী এসে ঐ সময় ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে।]

হৈমবতী। নিশ্চয়ই। সুপর্ণাই আজ দাঁড়াবে তার মায়ের পক্ষ নিয়ে—

মনীশ। [মাকে দেখে বিস্ময়ে] মা, তুমি!

হৈমবতী। হ্যাঁ মনীশ, তোমার চিঠি আমি পেয়েছি। কিন্তু এ কথা এতকাল আমাকে জানতে দাও নি কেন, মনীশ?

মনীশ। মা—

হৈমবতী। আমি নিজে গিয়ে দেবীকে আমার আশ্রয়ে নিয়ে আসতাম। কিন্তু যেমন করে হোক আজ তাকে তোমাদের বাঁচাতেই হবে মনীশ।

[এগিয়ে এসে সুপর্ণার মাথায় হাত রেখে সস্নেহে]

অমন মা না হলে তার এমন মেয়ে হয়।

সুপর্ণা। মা! [কেঁদে ফেলে]

হৈমবতী। কান্না কেন মা! অত বড় সতী মায়ের মেয়ে তুমি—তুমি কেন হার মানবে। তোমার চোখে কেন জল থাকবে।

সুপর্ণা। [চোখের জল মুছতে মুছতে] হ্যাঁ, আর আমি কাঁদবো না।

হৈমবতী। হ্যাঁ, কেঁদো না। মনে রেখো তুমি তারই মেয়ে যে কোন দিন কারো কাছে হার স্বীকার করে নি—কিন্তু মনীশ, আমি যে একবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

মনীশ। দেবযানীর সঙ্গে দেখা করবে মা!

হৈমবতী। তার কাছে ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত যে আমার শান্তি নেই—চল মনীশ, আমাকে একবার তার কাছে নিয়ে চল।

মনীশ। তার সঙ্গে এখুনি আমার দেখা করতে যাবার কথা, বেশতো চল তুমি আমার সঙ্গে।

হৈমবতী। চল।

[দুজনে যেতে যেতে হৈমবতী ফিরে দাঁড়িয়ে বলে]

কিন্তু এখানে আর তোমার থাকা চলবে না সুপর্ণা, আজই তুমি আমার ওখানে চলে আসবে। মনীশ, তুমি এসে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যেও।

মনীশ। তাই আসবো মা। চল—

[দুজনে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। সুপর্ণা গিয়ে জানালার সামনে দাঁড়ায়। একটু পরে ইন্দ্রনীল এসে ঘরে ঢোকে।]

ইন্দ্রনীল। পর্ণা!

সুপর্ণা। [ফিরে তাকিয়ে] তুমি! [চোখে জল এসে যায় সুপর্ণার]

ইন্দ্রনীল। [এগিয়ে আসতে আসতে] ওকি! তোমার চোখে জল কেন। ছিঃ—

সুপর্ণা। নীল!

ইন্দ্রনীল। মায়ের ব্যারিষ্টার মেয়ে তুমি, মাকে মুক্ত করে নিয়ে আসতে পারবে না?

সুপর্ণা। যদি—যদি হেরে যাই?

ইন্দ্রনীল। কেন হারবে। জিততে তোমাকে যে হবেই।

সুপর্ণা। নীল—

ইন্দ্রনীল। হ্যাঁ, মুগ্ধ বিস্ময়ে সবাই দেখবে, শুনবে তোমার সওয়াল। পিতাকে হত্যার অপরাধে জননী আজ বিচারালয়ে অপরাধীর কাঠগড়ায়, তাদেরই ব্যারিষ্টার মেয়ে আজ সেই জননীর পক্ষ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে—

॥ মঞ্চ ঘুরতে থাকবে ॥

॥ ৬ ॥

[আদালত। বিচারকেব আসনে বিচাবক—আসামীব কাঠগডায় দাঁডিয়ে দেবযানী। চারিদিকে দর্শকদেব ভিড। মঞ্চ ঘোবাব সঙ্গে সঙ্গে সরকার পক্ষেব কৌনসিলিব কণ্ঠস্বর শোনা যাবে সে সওয়াল শুরু কববে। মনীশ বায়কেও দেখা যাবে ঢুকতে।]

কৌনসিলি। মাননীয় বিচাবপতি ও মহামান্য জুরিগণ—আমি শুধু আজ আপনাদেব এইটুকুই বলবো—সামনে কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান ঐ নারী—একদিন কুলত্যাগ করে—স্বামীর ঘর ছেড়ে রূপজীবিনীর ব্যবসা নিয়েছিল। সেই খানেই তার চরিত্রের পরিচয় আমরা পেয়েছি। তাছাড়া উনি নিজেই জবানবন্দী দিয়েছেন—উনি ওর স্বামীকে সে রাত্রে নিজে গুলি করে হত্যা করেছেন।

[গাউন পরিহিতা সুপর্ণা এসে কোর্টরুমে প্রবেশ করল। একটা মৃদু গুঞ্জন উঠলো।]

বিচারক। [টেবিলে বার ঠুকে] order ! order please !

কৌনসিলি। হিন্দু নারী হয়ে উনি তার স্বামীকে নিজের হাতে হত্যা করেছেন। A clear deliberate murder। হত্যা—ঘৃণ্যতম অপরাধ, স্বামী হত্যা। আজ যদি আইন ডলি রায়ের মত এক হত্যাকারিনীকে তার ঘৃণ্যতম অপরাধের জন্য শাস্তি না দেয় তো সেটা সমাজের পক্ষে হবে মর্মান্তিক। আজকের সভ্য দেশের—সমাজের সমস্ত নীতির মূলে করা হবে আঘাত। সেই কথাটাই শুধু স্মরণ করিয়ে দিয়ে মহামান্য বিচারপতি ও জুরীগণকে আমি আমার বক্তব্য এইখানেই শেষ করছি—

[এবার সুপর্ণা উঠে দাঁড়াল। সবাই তার দিকে তাকিয়ে]।

সুপর্ণা। মি লর্ড এণ্ড জেনটেলমেন অফ দি জুরী! একটু আগে আমার মাননীয় কাউনসেল যা বলে গেলেন তা সত্য। নিষ্ঠুর সত্য। একথা নিঃসন্দেহে অস্বীকার করতে আমরা কেউ পারবো না আজ যে —আপনাদের সকলের সামনে কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান ঐ যে হতভাগিনী নারী—সে আজ সত্যি, সমাজের কাছে, আইনের কাছে, মনুষ্যত্বের কাছে গুরুতর অপরাধে অপরাধিনী—

[একটু থেমে]

হ্যাঁ, হত্যাপরাধীই শুধু নয়, স্বামী হত্যার অপরাধ। এক হিন্দু নারী আজ তারই স্বামীহত্যার অভিযোগে অভিযুক্তা। এবং সে অপরাধ নিজের মুখেই স্বীকার করেছে। Yes! She has admitted—she has murdered her own husband. A Hindu wife has murdered her own husband! যে হিন্দুধর্মে ও সংস্কারে স্ত্রীর কাছে স্বামীর চাইতে বড় দেবতা নেই। তাকেই সে আজ হত্যা করেছে—

[আদালতে আবার গুঞ্জন উঠলো একটা। বিচারপতি আবার টেবিলে শব্দ করে বললেন।]

বিচারপতি। Order! order—

সুপর্ণা। হত্যা করেছে সে সত্য, কিন্তু কেন? স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিতে—এমন কি কল্পনাতেও এক হিন্দু স্ত্রীর পক্ষে যা অসম্ভব—তা সম্ভব হল কি করে! আর কেনই বা তা হলো?

[একটু থেমে]

সম্ভব হয়েছিল এই কারণে, যে হেতু সেই হতভাগিনী

সমাজেরই অত্যাচারে—এবং যে স্বামীকে সে হত্যা করেছে সেই স্বামীরই পাশবিক দুর্ব্যবহারে সেই সঙ্গে সঙ্গে সমাজে যে সব সভ্য ও শিক্ষিত জন গিলটীর মুখোস এঁটে ভিতরে ভিতরে—

কৌনসিলি। [হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে] I object my Lord!

বিচারপতি। Let her proceed—

সুপর্ণা। লালসার ছুরী শানায়, তাদেরই অত্যাচারে অত্যাচারে সহ্যের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছিল বলেই সম্ভব হয়েছিল। Every one of us tortured—tortured her! স্বামীকে হত্যা করেছে ঐ নারী—কিন্তু কোন স্বামীকে? যে জুয়াড়ী মাতাল স্বামী একদিন নিজের স্ত্রীকে অর্থের লোভে পরপুরুষের হাতে তুলে দিতে দ্বিধা করেনি, সেই স্বামীকে।

[আদালতে গুঞ্জন ওঠে। বিচারপতি আবার বলেন]

বিচারপতি। Order! order—

সুপর্ণা। তাকে বিবাহ করে ঘরে নেওয়া অবধি স্বামী রাখাল ভট্টাচার্য স্বামীর কোন কর্তব্যটা সে পালন করেছে? পশুর চাইতেও অধম মানুষটা—তার গৃহ ছেড়ে চলে আসবার পরও ওকে নিষ্কৃতি দেয়নি। বারে বারে এসে ওর সন্তান স্নেহের দুর্বলতাকে মোচড় দিয়ে দিয়ে ওকে শোষণ করেছে—black mail করেছে—এবং শেষে চরম প্রোভোকেশান যদি অনন্যোপায় হয়ে সেই সন্তানকে রক্ষা করবার জন্যই সে নিজের হাতে পিস্তল তুলে নিয়ে থাকে, সে কি অপরাধিনী? বলুন, বলুন [এবারে সুপর্ণা অডিটেরিয়ামের দিকে চেয়ে বলে] আক্রমণকারীর এক হিংস্র নরপশুর হাত থেকে নিজেকে আত্মরক্ষা করা কি

অপরাধ? বলুন—আজ যারা এখানে উপস্থিত আছেন—আপনারা সবাই বলুন—সত্যিই কি উনি হত্যাপরাধে অপরাধী! [বলতে বলতে কেঁদে ফেলে সুপর্ণা]

বলুন আপনারা, সত্যিই কি মা আমার হত্যাকারিনী! বলুন, বলুন—জবাব দিন, জবাব দিন—

[বলতে বলতে টলে পড়ে যাচ্ছিল সুপর্ণা। একদিক থেকে মনীশ ও অন্যদিক থেকে ইন্দ্রনীল তাকে ধরে ফেলে।]

মনীশ। সুপর্ণা!

ইন্দ্র। পর্ণা!

[দেবযানী সহসা জ্ঞান হারায়—সেই শব্দে সবাই ছুটে যায় দেবযানীর কাছে সুপর্ণা গিয়ে মার মাথা কোলে নিয়ে বলে]

সুপর্ণা। মা—মাগো—

[দেবযানী কোন সাড়া দেয় না। সে তখন মৃত। সুপর্ণা তার বুকের 'পরে কান্নায় ভেঙে পড়ে]

সুপর্ণা। মা—মা—কথা বল মা—কথা বল—মা—মা।

॥ যবনিকা ॥

॥ এই লেখকের অন্যান্য নাটক ॥

ময়ুর মহল

বহ্নিশিখা

উল্কা

চক্র

মায়ামৃগ

পদ্মিনী

রাত্রি শেষ

নিশিপদ্ম (যন্ত্রস্থ)

ঘর (ঐ)